দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৬৩ ॥ ০১ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৭ রবিঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বন্যার্তদের ত্রাণ সহায়তার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান তারেক রহমানের

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুততার সঙ্গে বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনাসহ নদীভাঙন রোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল সোমবার দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান তারেক রহমান। বিবৃতিতে বলা হয়, বিরতিহীন ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলের কারণে তিস্তা নদীর তীরবর্তী লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হয়েছে।

সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত শেষ না হওয়া জাতির জন্য দুঃখজনক : হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : বহুল আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলার তদন্ত দীর্ঘদিনেও শেষ না হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, ১২ বছরেও সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া শুধু তার পরিবারের জন্য না, সমগ্র জাতির জন্য দুঃখজনক। বিচার বিভাগের জন্যও এটা কষ্টের কারণ। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানিকালে গতকাল সোমবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহবুব উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ মন্তব্য করেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ ও অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক। বাদী পক্ষে অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানি করেন। রিটের পক্ষে অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ শুনানি করেন। শুনানি শেষে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলার তদন্তে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন বাহিনীর অভিজ্ঞ তদন্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে এই টাস্কফোর্স গঠন করতে বলা হয়। টাস্কফোর্স গঠনের পর ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে। হাইকোর্ট আরও বলেছেন, আশা করি এবার ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে এবং তদন্তের জন্য দেওয়া এবারের ছয় মাস, মানে ছয় মাস। এর আগে গত ২৯ সেপ্টেম্বর সাগর-রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনিরকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে মামলার বাদী নওশের রোমান সাংবাদিকদের এ তথ্য দেন। নিয়োগের বিষয়ে আইনজীবী শিশির মনির

২-এর পাতায় দেখুন

সাইবার আইনের মামলা প্রত্যাহার হচ্ছে, গ্রেফতাররা মুক্তি পাচ্ছেন

স্টাফ রিপোর্টার : সাইবার আইনে দায়ের হওয়া 'স্পিচ অফেন্স' সম্পর্কিত মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তাছাড়া এসব মামলায় কেউ গ্রেফতার থাকলে তিনিও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন। গতকাল সোমবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয়েছে। 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬', 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮' এবং 'সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩' এর অধীনে গত আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট ৫ হাজার ৮১৮টি মামলা চলমান রয়েছে বলে আইন মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মামলাগুলোর মধ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তমত প্রকাশের কারণে দায়ের হওয়া মামলাগুলোকে ?'স্পিচ অফেন্স' এবং কম্পিউটার হ্যাকিং বা অন্যকোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে জালিয়াতিকে 'কম্পিউটার অফেন্স' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মোট এক হাজার ৩৪০টি

২-এর পাতায় দেখুন

যুবরাজ সালমানের সফরে ঢাকা-রিয়াদ সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের আসন্ন বাংলাদেশ সফর নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় অংশীদারিত্বকে আরো জোরদার করবে। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকায় সৌদি দূতাবাস আয়োজিত সৌদি আরবের ৯৪ তম জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তৌহিদ হোসেন বলেন, আমরা অধীর আগ্রহে যুবরাজের আসন্ন সফরের অপেক্ষায় রয়েছি। তার সফরের মাধ্যমে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা দুই দেশের মধ্যে গভীর বন্ধনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, ১৯৭৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'দেশের অংশীদারিত্ব বিকাশ লাভ করেছে। দুই দেশ আগামী বছর কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, 'আমরা একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় এবং টেকসই করার লক্ষ্যে একটি রূপান্তরমূলক পরিকল্পনা সৌদি আরবের ভিশন-২০৩০ এর প্রশংসা করেন তৌহিদ। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য তার অভিজ্ঞতা এবং

২-এর পাতায় দেখুন

অটোমেটেড আর্থিক সেবা সম্পদের অপচয়-দুর্নীতি প্রতিরোধ করবে: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অটোমেটেড সরকারি আর্থিক সেবা সম্পদের অপচয় ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ সেবা প্রদানকারীর কাছে না গিয়ে যত বেশি সেবা অটোমেটেড পদ্ধতিতে পাবেন ততই দুর্নীতি কমবে এবং নির্বিঘ্নে সেবা পাবেন। গতকাল সোমবার অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সেবা দ্রুততার সঙ্গে, সহজে ও সাশ্রয়ীভাবে প্রদানের জন্য তৈরি করা বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, অপচয় ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অটোমেটেড সরকারি আর্থিক সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদ্ভাবিত বিভিন্ন অটোমেটেড সেবা প্ল্যাটফর্মের কার্যকারিতা সমুন্নত রাখার জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে

২-এর পাতায় দেখুন

সাড়ে ২৯ কোটি টাকার সমীক্ষা

৯৭ দশমিক ১২শতাংশই যাবে পরামর্শকের পকেটে!

স্টাফ রিপোর্টার : পশুর চ্যানেল খনন বাবদ ১২৩ কোটি টাকা গচ্চা দিয়ে নতুন করে আরও একটি প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। পুরো কাজই পরামর্শকনির্ভর। প্রকল্পের প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। মোট ব্যয় ২৯ কোটি ৫০ লাখ ৭৭ হাজার টাকা। শুধু পরামর্শক খাতেই ব্যয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার টাকা, যা মোট ব্যয়ের ৯৭ দশমিক ১২ শতাংশ। 'পশুর চ্যানেলে নদীশাসনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' নামে নতুন একটি প্রকল্পে দেখা গেছে এ চিত্র। প্রকল্পের বাকি খরচের মধ্যে থাকছে সম্মানী ভাতা ১০ লাখ, টিএডিএ ১০ লাখ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা পাঁচ লাখ এবং স্টেশনারি দুই লাখ টাকা। চলতি সময় থেকে ৩০ জুন ২০২৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। মূল উদ্দেশ্য পশুর নদীর নাব্য সংরক্ষণের জন্য নদীশাসনের কার্যকারিতা যাচাই করা, পলি জমার হার কমাতে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজে বের করা ও ড্রেজিংয়ের মাটি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন। মোট ব্যয়ের ৯৭ শতাংশ পরামর্শক ব্যয় প্রসঙ্গে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য যুগ্মসচিব (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) ড. এ কে এম আনিসুর রহমান বলেন, 'কাজটাই মূলত পরামর্শকনির্ভর। সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় বড় প্রকল্প নেওয়া হবে। ড্রইং ও ডিজাইন করা হবে। এই অনুযায়ী নদীশাসনে বড় প্রকল্প নেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'নদীশাসন না করলে পশুর চ্যানেলে নাব্য ধরে রাখতে ড্রেজিংয়ে বেশি খরচ হচ্ছে। চ্যানেল ঠিক রাখতে নিয়মিত ড্রেজিং চলমান রাখতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। নদীশাসন করা গেলে পলি কম পড়বে, তখন ড্রেজিং খরচও কমে আসবে।' বাড়তি পরামর্শক ব্যয় প্রসঙ্গে এই যুগ্মসচিব বলেন, 'কাজই পরামর্শকের। বাকি কিছু অফিস ও সামান্য কিছু ক্রয় থাকবে। দেশি ও বিদেশি পরামর্শক মিলেই প্রকল্পের কাজ করবে।' সাড়ে ২৯ কোটি টাকার সমীক্ষা, ৯৭ শতাংশই যাবে পরামর্শকের পকেটে! মোংলা

৭-এর পাতায় দেখুন

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন: ২৪ ঘণ্টায় ৭৮৮ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। অভিযানকালে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৮৮টি মামলা ও ৩৩ লাখ ২০ হাজার ২৫০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, অভিযানকালে ১৮৯টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৭০টি গাড়ি রেকারিং করা হয়েছে।

গত রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ অভিযান চালিয়ে এসব মামলা ও জরিমানা করে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ট্রাফিক বিভাগের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

সাবেক সেনাপ্রধানসহ তিনজনের বিরুদ্ধে গুম কমিশনে অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) এস এম শফিউদ্দিন আহমেদসহ সাবেক তিন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'গুমসংক্রান্ত কমিশন অব ইনকোয়ারি'তে অভিযোগ জমা পড়েছে। অন্য দুই সেনা কর্মকর্তা হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. আকবর হোসেন ও মেজর জেনারেল (অব.) মো. সারোয়ার হোসেন। নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া গুমের ঘটনার কথা উল্লেখ করে এ অভিযোগ করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাবেক সেনা কর্মকর্তা ব্যারিস্টার এম সারোয়ার। অভিযোগে তিনি বলেন, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গুম করার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের ২৭ অক্টোবর বেলা ১১টায় চা খাওয়ার কথা বলে একটি সংস্থার সদর দপ্তরে ডেকে নিয়ে যান। ১ নম্বর আসামি ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করে, মানবাধিকারবিরোধী অপরাধ করে সেনাপ্রধান হিসেবে পদোন্নতি পান। সেনাপ্রধান হিসেবে ২০২৪ সালে পাতানো নির্বাচনে সহযোগিতা করে গণতন্ত্র ধ্বংস করেন। ২ নম্বর আসামি ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পদে একটি সংস্থায় চাকরি করেছেন। সে সময় অগণিত মানুষকে আয়নাঘরে বন্দি করে রাখেন। অনেক মানুষকে ক্রসফায়ার করেন, যা তদন্ত করলেই সত্য বের হয়ে আসবে। তিনি ঘৃণিত মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে পাতানো নির্বাচনে সহায়তা করে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছেন তিনি। তিনি ছিলেন পতিত স্বৈরাচারের

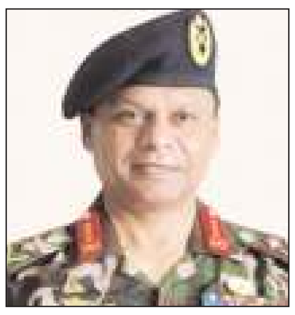

২-এর পাতায় দেখুন

অনেকে পায়ের আঙুলের ছাপ দিয়ে দ্বৈত ভোটার হন : ইসি সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বৈত ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে পায়ের আঙুলের ছাপ দেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব শফিউল আজিম। গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক সভায় এ কথা জানান তিনি। '২০১৫ সালে ভোটার হওয়ার পর সম্প্রতি এক ব্যক্তি পুনরায় ভোটার হয়েছেন কীভাবে?, প্রশ্নের জবাবে শফিউল আজিম বলেন, 'পায়ের আঙুল দিয়েও নাকি অনেকে ভোটার হচ্ছেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেখানে নেওয়া হচ্ছে, সেই জায়গা সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার চেষ্টা করছি। সিস্টেমে যেহেতু ঘাটতি ছিল, এগুলো ধীরে ধীরে আমরা ডেভেলপ করছি। এগুলোই তো সংস্কার।' 'যে কর্মকর্তারা এসব কাজে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার লোক যদি ভুল করে থাকে,

২-এর পাতায় দেখুন

ডিসি নিয়োগ নিয়ে হট্টগোল করা ১৭ জন চিহ্নিত

স্টাফ রিপোর্টার : জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ নিয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হট্টগোল হয়। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ১৭ জনকে চিহ্নিত করেছে তদন্ত কমিটি। গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ডিসি নিয়োগ নিয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে হট্টগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৭ জনকে চিহ্নিত করেছে তদন্ত কমিটি। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া সুপারিশ করা হয়েছে। ডিসি নিয়োগে হট্টগোলে জড়িতদের মধ্যে ৮ জনকে গুরুদণ্ড, পাঁচজনকে লঘুদণ্ড ও ৪ জনকে তিরস্কার করার সুপারিশ এসেছে বলেও জানান জ্যেষ্ঠ সচিব। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশের ৫৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন এ পদায়নে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে

২-এর পাতায় দেখুন

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে ভারতীয় পুরোহিতের কটূক্তি ও সেই বক্তব্যকে বিজেপির এক নেতার সমর্থন দেওয়ার প্রতিবাদে সোমবার রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

ড. ইউনূসের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকরি আবেদনের বয়স ৩৫ নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলনকারীরা প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূসের সাক্ষাৎ চান। প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া কারো সঙ্গে তারা আলোচনা করতে রাজি নন। সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর হেয়ার রোডে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনার সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান ৩৫ প্রত্যাশী আন্দোলনকারীরা। তারা বলেন, আমরা যমুনার সামনে অবস্থান নেওয়ার পরে দুপুর ২টার দিকে চারজনের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করেছে প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তারা আমাদের কর্ম কমিশনের একজন কমিশনারের পিএসের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন। যমুনা থেকে বেরিয়ে আন্দোলনকারী রাসেল আল মাহমুদ বলেন, ভেতরে

২-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েলি হামলায় বাস্তুচ্যুত ১০ লাখ মানুষ : লেবাননের প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি বলেছেন, ইসরায়েলের অব্যাহত বিমান হামলা লেবাননজুড়ে ইতিমধ্যে প্রায় ১০ লাখ মানুষকে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। গত রোববার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, '১০ লাখ মানুষ কয়েক দিনের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে, যা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুতির ঘটনা হতে পারে।'গতকাল সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানী বৈরুতে হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরাল্লাহ হত্যার দুই দিন পর রোববারেও বিমান হামলায় ১২৫ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে হিজবুল্লাহও ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চল লক্ষ্য করে আরও রকেট ছুঁড়েছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা ইয়েমেনেও 'বড় ধরনের' বিমান হামলা চালিয়েছে। ইরান সমর্থিত হুতিদের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। রোববার হেজবুল্লাহ তাদের শীর্ষ সামরিক কমান্ডার আলী কারাকি এবং একজন সিনিয়র ধর্মীয় নেতা শেখ নাবিল কাউক ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে। ইসরায়েলের সামরিক চিফ অফ স্টাফ হারজি হালেভি বলেছেন, 'হিজবুল্লাহকে আমাদের কঠোরভাবে আঘাত করতে হবে।' গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠী পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (পিএফএলপি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোরে লেবাননের মধ্য বৈরুতের একটি এলকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় তাদের তিন সদস্য নিহত হয়েছেন। বিবৃতিতে জানানো হয়, ইসরায়েলি হামলায় নিহতরা হলেন পিএফএলপির সামরিক নিরাপত্তা প্রধান মোহাম্মদ আবদেল-আল, সামরিক কমান্ডার ইমাদ ওদেহ এবং যোদ্ধা আবদেল রহমান আবদেল-আল। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি বলেছেন, অব্যাহত বিমান হামলা বৈরুত ও দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকাসহ দেশের অন্যান্য অংশ থেকে মানুষজনকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। লেবানন থেকে বিবিসির সংবাদদাতা জানিয়েছেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তার দেওয়ার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করছে।

আশ্রয় শিবির ও হাসপাতালগুলোতে চাপ বাড়ছে। ২৫ বছর বয়সী আয়া আয়ুব বিবিসিকে বলেছেন, তাদের ছয় সদস্যের পরিবারের সঙ্গে তাকে বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় তাহউইটেট আল ঘাদির শহরতলীর বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। কারণ সেখানে অবস্থান করাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। তাদের বাড়ির চারপাশের সব ভবন ইসরায়েলি বিমান হামলায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে তিনি বৈরুতের একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে আরও ১৬ জনের সাথে অবস্থান করছেন। তিনি বলেন, 'আমরা শুক্রবার বাড়ি ছেড়েছি। কিন্তু যাওয়ার কোনও জায়গা ছিল না। রাত ২টা পর্যন্ত রাস্তায় ছিলাম। এরপর কিছু লোক আমাদের একটি নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমরা রাতের বেলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে থাকি। খাবার ও পানি বাইরে থেকে আনতে হয়।'

৭-এর পাতায় দেখুন

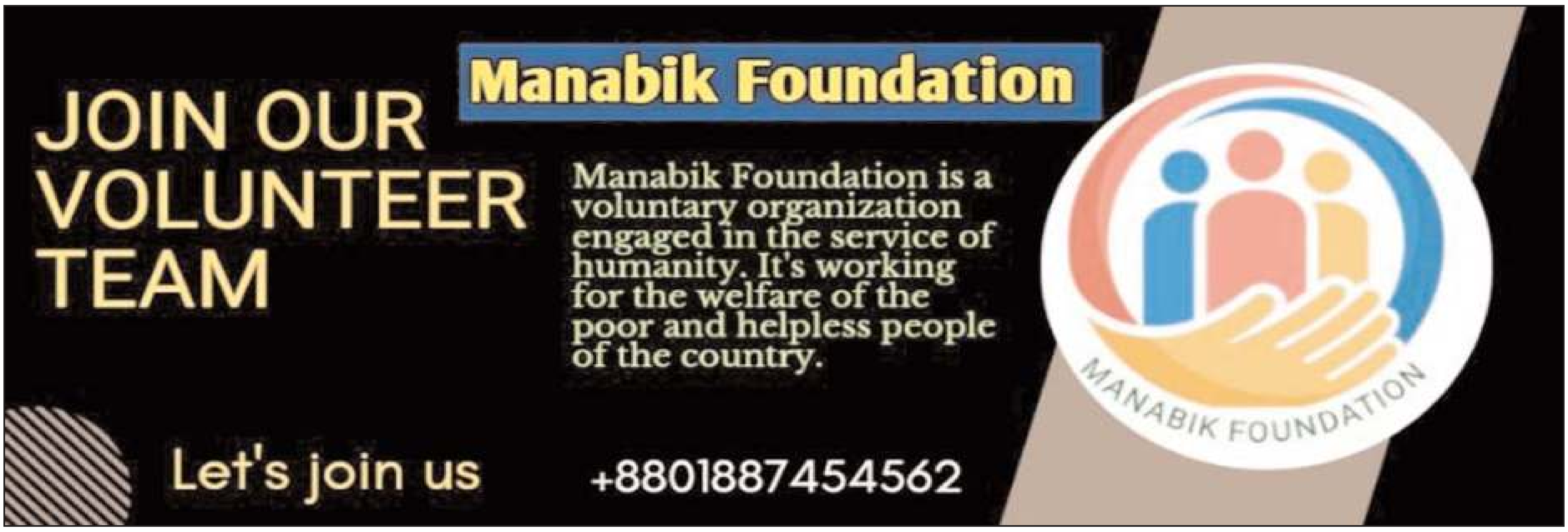

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ বাংলা

জুলাইয়ে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২.৮৮ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে তৈরি পোশাক পণ্য রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ আয় করেছে ৩.১৮ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ২.৮৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তৈরি পোশাক পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছিল ৩.০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) প্রথম মাস জুলাইয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২.৯ শতাংশ বেড়ে ৩.৮২ বিলিয়ন হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে, বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল ৩.৭১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। ওভেন পণ্য থেকে রপ্তানি আয় ৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৪৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে নিট পণ্যের রপ্তানি আয় ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১.৭২ বিলিয়ন ডলারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুল্লাহ হিল রাকিব বলেন, 'অর্থবছরের প্রথম মাসে ইতিবাচক সূচনা হওয়া ভালো লক্ষণ। কিন্তু তিন সপ্তাহ ধরে শ্রমিক বিক্ষোভের কারণে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আমরা রপ্তানির প্রবৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত।' 'সাভার ও আশুলিয়ায় শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ২০ দিনের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদন বন্ধ থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পোশাক খাত সমস্যায় পড়েছে। রপ্তানিকারকদের যেমন আকাশপথে পণ্য পাঠাতে হয়, তেমনি অতিরিক্ত চার্জও বহন করতে হয়', বলে জানান ব্যবসায়ী নেতা। আবদুল্লাহ হিল রাকিব বলেন, 'রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যৎ দিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা আসন্ন মৌসুমের কাজের আদেশ নিয়ে খুব টেনশনে আছি। কারণ সাম্প্রতিক শ্রমিকদের অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে ক্রেতারা ধীরে ধীরে কাজের আদেশ দিচ্ছেন।''রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচকভাবে ধরে রাখতে সরকারকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে, শ্রমিক অসন্তোষ চলতে থাকলে ক্রেতারা অন্যদেশে চলে যেতে পারে। তাই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সবাইকে শিল্পের স্বার্থে কাজ করতে হবে।' যোগ করেন ফজলে শামীম এহসান। রপ্তানির বিষয়ে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

দখল-দূষণে একের পর এক মরছে নদী

স্টাফ রিপোর্টার : নদীকে বলা হয় জীবন্ত সত্তা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, নদীর বিরূপ প্রভাবের কারণেই বিলুপ্ত হয় এক সময়কার সিন্ধু সভ্যতা। এমন ইতিহাস যেনো আগাম বার্তা নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশের জন্য। দখল-দূষণ আর নদীকে হারিয়ে প্রাণ-প্রকৃতি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি বুঝতে যতো দেরি হবে ততোই দেশের অস্তিত্ব হারানোর শঙ্কা বাড়বে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। আদিকাল থেকে নদীর সঙ্গে মিশে আছে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি। গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশের জন্য কথাটি বোধ হয় আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তবে বাস্তবতা হলো নদী আর সুখকর পরিবেশে নেই। যুগের পর যুগ দখল আর কলকারখানার বর্জ্যের দূষণ, যত্রতত্র নিষিদ্ধ পলিথিন ফেলার কারণে নদী হারাচ্ছে নাব্যতা, করুণ মৃত্যু হচ্ছে একের পর এক নদীর। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলছে, দেশে বর্তমানে মোট নদ-নদীর সংখ্যা এক হাজার আটটি। এরমধ্যে তিন শতাধিক নদী প্রাণ হারানোর পথে। এ সংখ্যাও বাড়ছে সময়ের সাথে সাথে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নদীকে বাঁচাতে আইনের অভাব নেই। কিন্তু প্রয়োগের জায়গায় হিসাবের খাতা একেবারে শূন্য। পানিসম্পদ ও ৭-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রকে পাট-বস্ত্র ও জাহাজ শিল্পে বিনিয়োগের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : পাট ও বস্ত্র এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন নৌপরিবহন এবং বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। গতকাল সোমবার বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স (সিডিএ) হেলেন লাফেভের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ আহ্বান জানান। বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা বলেন, পাটকে বলা হয় বাংলাদেশের সোনালি আঁশ। এটি আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। একটা সময় পাট ছিল বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত। বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এ ধারায় কিছুটা ছেদ পড়লেও সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধে পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামীকাল থেকে দেশের সকল সুপারশপে কোনো ধরনের পলিথিন বা পলিপ্রপিলিনের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে সব সুপারশপে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ক্রেতাদের জন্য রাখা হবে। তিনি বলেন, আমাদের সরকারি পাটকল ও বস্ত্রকলগুলিতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। আমাদের শিল্প কারখানাগুলো কৌশলগতভাবে যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। অধিকাংশই বন্দরের নিকটে। এছাড়াও এ সকল ৭-এর পাতায় দেখুন

সাইবার আইনের মামলা প্রত্যাহার হচ্ছে, মুক্তি পাবেন গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা

স্টাফ রিপোর্টার : সাইবার আইনে দায়ের হওয়া স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তাছাড়া এসব মামলায় কেউ গ্রেপ্তার থাকলে তিনিও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ড. মো. রেজাউল করিম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ এর অধীনে চলতি বছর আগস্ট পর্যন্ত দেশের আটটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট ৫ হাজার ৮১৮টি মামলা চলমান। এসব মামলার মধ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে মুক্তমত প্রকাশের কারণে দায়ের হওয়া মামলাগুলোকে 'স্পিচ অফেন্স' এবং কম্পিউটার হ্যাকিং বা অন্যকোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ৭-এর পাতায় দেখুন

যৌথ অভিযান

২৬ দিনে ২৪৩ অস্ত্র উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর চলমান অভিযানে ২৬ দিনে সারাদেশে ২৪৩টি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময়ে এসব অস্ত্র হেফাজতে রাখার অভিযোগে ১১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ সদরদপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে রিভলবার ১৩টি, পিস্তল ৬৭টি, রাইফেল ১৪টি, শটগান ৩১টি, পাইপগান ৬টি, শুটারগান ২৪টি, এলজি ২৫টি, বন্দুক ৩৯টি, একে-৪৭ ১টি, গ্যাসগান ২টি, এয়ারগান ৫টি, এসবিবিএল ৭টি, এসএমজি ৫টি, টিয়ার গ্যাস লঞ্চার ২টি এবং থ্রি-কোয়াটার ২টি। গত ৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টা পর্যন্ত এসব অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ সদরদপ্তর। উদ্ধার তালিকার মধ্যে বিভিন্ন থানা থেকে লুট করা অস্ত্র যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে লাইসেন্স স্থগিত করা বৈধ অস্ত্রও। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সারা দেশের বিভিন্ন থানা ও ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে অস্ত্র-গোলাবারুদ লুট করে নেয় দুর্বৃত্তরা। এছাড়া ২০০৯ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলের সাড়ে ১৫ বছরে দেওয়া সব অস্ত্রের লাইসেন্স স্থগিত করে এসব অস্ত্র থানায় জমা দিতে বলা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর ছিল সেই অস্ত্র-গোলাবারুদ জমা দেওয়ার শেষ দিন। এরপর ৪ সেপ্টেম্বর থেকে লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী) পুলিশ, ৭-এর পাতায় দেখুন

গ্রেফতার ১১০

সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানের হিসাব জব্দ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তার স্ত্রী, সন্তানসহ পরিবারের সদস্যের ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার দেশের কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে সব ব্যাংক ৭-এর পাতায় দেখুন

নাবিল গ্রুপের এমডি ও পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : আলোচিত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের ঋণ জালিয়াতির অন্যতম সহযোগী ও রাজশাহীভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আমিনুল ইসলাম ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল সোমবার বিএফআইইউর পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে দেশের সব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে একাধিক ব্যাংকার গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। চিঠিতে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ -এর ২৩ (১) (গ) ধারা অনুযায়ী আমিনুল ইসলাম, তার বাবা জাহান বকস মণ্ডল, মা আনুয়ারা বেগম, স্ত্রী ইসরাত জাহান, ছেলে এজাজ আবরার এবং মেয়ে আফরাত ইবনাথের ব্যক্তিগত হিসাব এবং তাদের মালিকানাধীন ৭-এর পাতায় দেখুন

'ক্ষমতা ছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের নজির নেই'

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতায় যাওয়া ছাড়া ঐক্যমতের আর কোনো নজির নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি একথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে বাংলাদেশ সেন্টার ফর গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। রাজনৈতিক ঐক্যমত নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো 'আমি ক্ষমতায় যাবো' ছাড়া আর কোথাও ঐক্যমতে আসছে এমন নজির নেই। কিন্তু মানুষ যদি বিশ্বাস করা শুরু করে এই দেশের মালিক আমি। দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে সেখানে আমারও বলার থাকবে, তাহলে আমি বিশ্বাস করি বাধ্য হয়ে হলেও রাজনৈতিক দলগুলো সোজা পথে আসবে। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি পদে ভারসাম্য আনার বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের এখানে রাষ্ট্রপতি কারা হন? একজন দলীয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করবেন আবার আশা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ক্ষমতা শেয়ার, সেটা তো হবে না। কোন দলীয় ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হবেন কি না সে আলোচনাটা এখন আসতে হবে। রুমিন ফারহানা বলেন, আইনে কি আপনি লিখছেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবে কি করছেন। আইন সবার জন্য সমান এটা আমরা সবাই বলি কিন্তু এটা কতটা মানা হয়? সংবিধান সংশোধন করেন আর নতুন করে লিখেন তাতে কিছুই হবে না, যদি না রাজনীতিবিদরা আপ্ত বাক্য হিসেবে মানেন। সংসদ সদস্যদের স্বাধীন মতপ্রকাশে ৭০ অনুচ্ছেদ অনেকটায় বাধাগ্রস্ত করে উল্লেখ্য করে তিনি বলেন, অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি তুলে দেওয়ার সময় আসেনি। তবে অন্যান্য জায়গায় সংশোধন করা যায়। ৫৩ বছরে সংবিধান দেশের নাগরিকদের আপন করে নিতে পারেনি বলে মন্তব্য করে রুমিন ফারহানা বলেন, দেশের মানুষ ভোট দিয়েছে কিন্তু যারা ক্ষমতায় গেছে তারা বিষয়টিকে কুক্ষিগত করেছে।

সাংবাদিক শফিক রেহমানের গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার সাজা পরোয়ানাও স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানের বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করেছেন আদালত। একইসঙ্গে তার সাজা পরোয়ানা স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুল হকের আদালতে এই মামলায় সাজার বিরুদ্ধে আপিল করা শর্তে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। তার পক্ষে আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ এ মামলায় আপিল দায়েরের জন্য নকল ও তার বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার ও সাজা পরোয়ানার রিকলের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার আবেদনগুলো মঞ্জুর করেন। এদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৭-এর পাতায় দেখুন

শফিক রেহমানের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার, সাজা পরোয়ানাও স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানের বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করেছেন আদালত। একইসঙ্গে তার সাজা পরোয়ানা স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুল হকের আদালতে এই মামলায় সাজার বিরুদ্ধে আপিল করা শর্তে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। তার পক্ষে আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ এ মামলায় আপিল দায়েরের জন্য নকল ও তার বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার ও সাজা পরোয়ানার রিকলের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তার আবেদনগুলো মঞ্জুর করেন। এদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হন সাংবাদিক শফিক রেহমান। একই মামলায় গত রোববার দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের আগে যেকোনও সময় থেকে বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ মামুনসহ বিএনপি ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত অন্যান্য দলের উচ্চপর্যায়ের নেতারা রাজধানীর পল্টনের জাসাস কার্যালয়ে, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার একত্র হয়ে যোগসাজশে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে আমেরিকায় অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। ওই ঘটনায় ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে পল্টন মডেল থানায় মামলাটি করেন। ২০১৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক শফিক রেহমানসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ। এ মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১২ জন সাক্ষ্য দেন। সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ এবং হত্যাচেষ্টার মামলায় ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ৭-এর পাতায় দেখুন

৫৩ বছরেও সংবিধান জনগণকে ধারণ করতে পারেনি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশ গঠনের ৫৩ বছর পার হলেও সংবিধান দেশের জনগণকে ধারণ করতে পারেনি। সংবিধানে নানা ভাল কথা লেখা থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিপালন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন 'বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকের অতিথিরা। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ সেন্টার ফর গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক রুমিন ফারহানা বলেন, ৫৩ বছরে সংবিধান দেশের নাগরিকদের আপন করে নিতে পারেনি। এই দেশে মানুষ ভোট দিয়েছে কিন্তু যারা ক্ষমতায় গেছে তারা বিষয়টিকে এমনভাবে কুক্ষিগত করেছে, বাকি যারা সাধারণ মানুষ তারা নিজেদের রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে মনে করতে পারেনি। তিনি বলেন, ৭-এর পাতায় দেখুন

শৃঙ্খলা আসছে না গণপরিবহনে

স্টাফ রিপোর্টার : গণপরিবহনকে শৃঙ্খলায় আনা যাচ্ছে না। মূলত বাস মালিকদের অসহযোগিতার কারণেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব। বিগত সরকার একটি কোম্পানিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের আওতায় সব বাস পরিচালনার উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেরও ক্ষেত্রে গণপরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের অধীনে বিগত সরকারের ঢাকাকে মোট ৪২টি পথে ভাগ করে এক কম্পানির অধীনে বাস চালানোর পরিকল্পনা ছিল। যাতে নির্দিষ্ট স্থানে বাস থামবে ও যাত্রী ওঠানামা করবে, পরিবহন শ্রমিকদের জন্য থাকবে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং মাসিক বেতন। ফলে সড়কে অসুস্থ প্রতিযোগিতা কমে আসবে বলে ধারণা করা হয়েছিলো। বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকারও বাস রুট রেশনালাইজেশনের তিনটি বৈঠক ৭-এর পাতায় দেখুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার সকালে উপজেলা সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিশাত আনজুম অনন্যার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন,গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম কিবরিয়া, উপজেলার সেনাবাহিনীর দায়িত্বপাপ্ত কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ, ১৬ বিজিবির রহনপুর কোম্পানি কমান্ডার আব্দুল ওয়াদুদ, উপজেলা আনসার ভিডিপি ফরহাদ আলম চৌধুরী,রহনপুর পৌর সভার সচিব খায়রুল ইসলাম, পার্বতীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, রাধানগর চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, চৌডালা চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া হাবিব, বোয়ালিয়া চেয়ারম্যান সামিউল আলম(শ্যামল),উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের, সভাপতি সচিবদেব বর্মন, সহ-সভাপতি শ্রী মতি লাল, সম্পাদক সুমন শাহা প্রমুখসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডপের সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ। সভায় আসন্ন শারদীয় দূর্গোৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন উপস্থিত সংশ্লিষ্টরা। উল্লেখ্য এই বছর উপজেলা ৩১ টি পূজা মণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও গন্যমান্য ব্যক্তি ও সাংবাদিক গন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২০ হাজার বাংলাদেশির পাসপোর্ট ফেরত দিলো ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভিসার আবেদন করা ২০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশির পাসপোর্ট ফেরত দিয়েছে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন। গতকাল সোমবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ২০ হাজারের বেশি বাংলাদেশির পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনকে উদ্দেশ্য করে ব্যাপক বিক্ষোভ ও হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মূলত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা পরিষেবাগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ফলে এই পরিস্থিতির হয়। টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, বেশ কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, বর্তমানে শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক জরুরি ভিসার আবেদনগুলো প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে কিছু ৭-এর পাতায় দেখুন

পানি কমেছে তিস্তায় বেড়েছে ভাঙন আতঙ্ক

রংপুর প্রতিনিধি : উজানের পাহাড়ি ঢল আর গেল কয়েকদিনের টানা ভারী বর্ষণে তিস্তার কাউনিয়া পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ৩১ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। যদিও ২৪ ঘণ্টা স্থায়ী না হয়েই ফের কমতে শুরু করেছে তিস্তার পানি। আর পানি কমার সাথে সাথে তিস্তার গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া ও পীরগাছা উপজেলার বেশ কয়েকটি অংশে দেখা দিয়েছে ভাঙন আতঙ্ক। এতে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা। পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল ৯টায় তিস্তার ডালিয়া পয়েন্টে পানিপ্রবাহের উচ্চতা রেকর্ড করা হয়েছে ৫১ দশমিক ৭০ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ বিপৎসীমার দশমিক ৪৫ সেন্টিমিটার (বিপৎসীমা ৫২ দশমিক ১৫ সেন্টিমিটার) নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। একইসময়ে নদীর কাউনিয়া পয়েন্টে পানিপ্রবাহের উচ্চতা রেকর্ড করা হয়েছে ২৯ দশমিক ২৫ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ এই পয়েন্টে বিপৎসীমার দশমিক ৬ সেন্টিমিটার (বিপৎসীমা ২৯ দশমিক ৩১ সেন্টিমিটার) নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, ভারত থেকে নেমে আসা ঢল আর কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে গত শুক্রবার থেকে তিস্তার পানি প্রবাহ বাড়তে থাকে। শনিবার রাত ১১টার দিকে ডালিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার দশমিক ২ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তিস্তার পানি প্রবাহ। একই সময়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

রোডম্যাপ প্রণয়ন: ৭ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বসবে বিএসইসি

স্টাফ রিপোর্টার : পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য কাজ করছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। একইসঙ্গে পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারের রোডম্যাপ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি। পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে এ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হবে। এরই ধরাবাহিকতায় গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ৭টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করবে বিএসইসি। গতকাল সোমবার সকালে বিএসইসি'র জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মোহাইমিনুল হক রাইজিংবিডিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ঢাকা স্টক এক্সেচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই), চট্টগ্রাম স্টক এক্সেচেঞ্জ পিএলসি (সিএসই), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল), ৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধি ঃ "কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সোমবার বেলা ১০ টায় উপজেলা সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পঙ্কজ কুমার দাস। অন্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা নূরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাইসুল ইসলাম, উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আতিকুল ইসলাম আজম, সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল মামুন নাহিদ ও দুলাল সহ অন্যরা।

বিপ্লব হলেও বিপ্লবী সরকার হয়নি : নুরুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে একটি বিপ্লব হলেও বিপ্লবী সরকার হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক (নুর)। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার' বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি একথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে বাংলাদেশ সেন্টার ফর গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। দ্রুত নির্বাচন হলে দেশ স্থিতিশীল হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই রকম অস্থিরতার মধ্যে নির্বাচন হলে সে সরকারও স্থিতিশীল হবে না। আমি মনে করি, দেশ গঠনের যে সুযোগ এসেছে এখন সে সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত। নুরুল হক বলেন, আন্দোলন শেষ হওয়ার দুই মাস পূরণ হবার আগেই বিভক্তি শুরু হয়ে গেছে। আন্দোলনে কার কতজন শহীদ হয়েছে, কে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

ড. ইউনূসের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত

কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ভেতরে আলোচনার পর বলা হয়েছে সংস্কার উপদেষ্টা ড. আবদুল মহিতের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে। পরে যখন বললাম উনার সঙ্গে আমরা কথা বলব। তখন তারা সময়ক্ষেপণ করে। চাকরিতে প্রবেশসীমা ৩৫ চেয়ে শাহবাগে শিক্ষার্থীদের অবস্থান আন্দোলনকারীরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছি। আমরা নানা জনের আশ্বাস পেয়েছি কিন্তু কোনোদিন বাস্তবায়ন হয়নি। তাই আমরা কোনো কর্মকর্তা বা পিওনের সঙ্গে বসতে চাই না। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। অন্যথায় আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে। আন্দোলনকারীরা আরও বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছাত্রদের পক্ষের মানুষ। জনগণের আস্থা নিয়ে তিনি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়েছেন। তার সঙ্গে কথা বললে তিনি আমাদের দাবি মেনে নেবেন। আমাদের যৌক্তিক দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলতে চাই। সরেজমিনে দেখা যায়, সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে আন্দোলনকারী প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনের রাস্তায় অবস্থান করছেন। প্রায় পাঁচ শতাধিক চাকরিপ্রত্যাশীরা রাস্তায় অবরোধ করে আন্দোলন করছেন। তাদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে নানা স্লোগান দিচ্ছেন। এছাড়া আবার অনেক চাকরিপ্রত্যাশী রাস্তায় বসে পড়েছেন। এ সময় তারা 'বয়স না মেধা, মেধা মেধা; ৩০ না ৩৫, ৩৫; আর নয় কালক্ষেপণ, আজই প্রজ্ঞাপন' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। আরও দেখা যায়, চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে সেনা সদস্যদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এদিকে দুপুর সোয়া ১টার পর আন্দোলনকারীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে পৌঁছানোর পর তাদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় পুলিশ। তখন সেখানে আন্দোলনকারীরা বিভি-ন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পরে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এ বিষয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মো. ইসরাইল হাওলাদার বলেন, প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে সভা-সমাবেশ করার বিষয়ে আগেই নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীরা পুলিশের নিষেধ অমান্য করে প্রধান উপদেষ্টার বাসার সামনে যায়। তাদের বিষয়ে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং সেখানে তাদের আমরা থাকতে দেব না। পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করছি। তবে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবনের সামনে খুব বেশি বল প্রয়োগ করাও ঝামেলা। এখন অল্প কিছু লোক এখানে রয়েছে। এর আগে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান করে আন্দোলন শুরু করেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। সোমবার বেলা ১১টা থেকে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

ঢাবির দুই শিক্ষকের সামাজিকমাধ্যমে

ফ্যাসিবাদে রূপ নিয়েছে। তার একটি উদাহরণ হলো, সামিনা লুৎফা ম্যাম ও কামরুল হাসান মামুন স্যারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে আক্রমণ করা। তিনি বলেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা সব সময় আমাদের পাশে থেকেছেন। গত ১৫ বছরে তারা আমাদের পাশে থেকেছেন, আমরা সবই জানি। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, আমাদের শিক্ষকদের নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে। কেন বারবার তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা হবে? তিনি আরও বলেন, আমার মতাদর্শের সঙ্গে আরেকজনের মতাদর্শ নাই মিলতে পারে। এতে আমি তাকে এড়িয়ে চলতে পারি। কিন্তু তার ওপর আক্রমণ করতে পারি না। আমাদের বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন হতে হবে। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রায়হান আহমেদ বলেন, আমরা এখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে দাঁড়াইনি। আমাদের শিক্ষকদের সঙ্গে যে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে তার প্রতিবাদে এখানে হাজির হয়েছি। আমরা এ ধরনের বিদ্বেষমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই। রাষ্ট্রের কাছে আমাদের শিক্ষকদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।

মৌলবাদের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের

মহলের সঙ্গে আপসের পথ দৃঢ়ভাবে পরিহার করবে বলে আশা প্রকাশ করছে টিআইবি।

ডিসি নিয়োগ নিয়ে হট্টগোল করা ১৭

সচিবালয়ে হট্টগোল করেন উপসচিব পর্যায়ের এক দল কর্মকর্তা। ১০ সেপ্টেম্বর দুপুরে তারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কে এম আলী আযমের কক্ষে গিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তারা যুগ্ম সচিবের বিরুদ্ধে একজনকে ডিসি নিয়োগের তালিকা তৈরির অভিযোগ তোলেন। নিজেদের বিএনপি-জামায়াতপন্থি 'বঞ্চিত' কর্মকর্তা উল্লেখ করে তারা বলেন, নতুন পদায়ন পাওয়া কর্মকর্তাদের বেশির ভাগই হাসিনা সরকারের ফিটলিস্টের কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগী। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এ কর্মকর্তাদের ডিসি নিয়োগ করা হয়েছে বলে তাদের দাবি। এ নিয়ে দিনভর সচিবালয়ে চলে হট্টগোল। পরে কর্মকর্তারা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জারি করা ডিসি নিয়োগের দুই প্রজ্ঞাপন বাতিল করার দাবি জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন তাদের দাবির বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত শেষ না

বলেছিলাম, আমরা সাগর-রুনি হত্যার রহস্য উন্মোচনে কাজ শুরু করবো। এর অংশ হিসেবে তদন্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে খুবই দ্রুত মিটিং করবো। একইসঙ্গে হত্যার রহস্য উন্মোচনে নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাবো। সাগর সরোয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যার ঘটনায় করা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ পর্যন্ত ১১৩ বার সময় বাড়ানো হয়েছে। পরবর্তী শুনানির জন্য ১৫ অক্টোবর দিন ধার্য রয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারে সাংবাদিক দম্পতি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার এবং এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি তাদের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন হন।

অনেকে পায়ের আঙুলের ছাপ দিয়ে

তাহলে ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। যদি কোথাও গাফিলতি হয়, জানাবেন। তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গাদের ভোটার হওয়া ঠেকাতে আমরা কর্মকর্তা নিয়োগ করেছি। তদন্তে ভোটার করার ক্ষেত্রে যিনি জড়িত থাকবেন, আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। দুদক থেকে অভিযোগ এসেছে, তদন্ত চলছে।' একজনের আঙুলের ছাপ অন্যজনের সঙ্গে মিলে যাওয়ার প্রসঙ্গে সচিব বলেন, 'এখন থেকে আর তারা আসতে হবে না। উপজেলা কার্যালয়েই সমাধান পাওয়া যাবে। বিষয়টি ডিসেন্ট্রালাইজ (বিকেন্দ্রীভূত করা) হয়ে গেছে। মাঠপর্যায়েই সেবা পাবেন।' শফিউল আজিম বলেছেন, 'কমিশন না থাকলেও ইসি সচিবালয়ের কোনো কাজ পেন্ডিং নেই। সেবা সহজীকরণ, জনবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত এনআইডি সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ইসি। সেবাপ্রার্থীদের কোনো হয়রানি হবে না।' ইসি সচিব জানান, প্রবাসীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইসি সচিবালয় কাজ করছে। প্রবাসীদের ভোটার করার কার্যক্রম ৭ দেশে চলমান আছে। যেসব দেশে বাংলাদেশি বেশি, সেগুলোতে আগে এই কার্যক্রম করা হবে।

সাবেক সেনাপ্রধানসহ তিনজনের

অন্যতম দোসর। এম সারোয়ার বলেন, ৩ নম্বর আসামি ২০০৯ সালের আগপর্যন্ত নিজেকে জাতীয়তাবাদী ঘরানার লোক বলে পরিচয় দিতেন। কিন্তু ২০০৯ সালের পর হঠাৎ করে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী হয়ে অতি আওয়ামী লীগ সেজে বসেন। মূলত ধান্দাবাজি করার জন্যই তার এই অপচেষ্টা। ২০১৫-১৬ সালে একটি সংস্থার পরিচালক থাকাকালীন তিনি গুম ও খুনসহ নানাবিধ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটিত করেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। তিনিও ছিলেন পতিত স্বৈরাচারের অন্যতম দোসর। তিনি বলেন, ২০ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরি করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে ২০০৭ সাল থেকে আইন পেশায় নিয়োজিত হই। ২০০৮ সাল থেকে সুশাসন, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে কথা বলি। বিশেষ করে দেশ এবং বিদেশে মিডিয়ায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করি। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা স্বৈরাচারের দোসর, গুম-খুনের হোতা, আয়নাঘর সৃষ্টিকারী এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী। অভিযোগে তিনি আরও বলেন, তারা কোনো সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। আমি যেহেতু গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকারের জন্য কথা বলি এবং ফ্যাসিস্ট রেজিমের সমালোচনা করি, সে জন্য তারা আমার ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। আমাকে জেলও খাটিয়েছে তারা। একে একে আমার বিরুদ্ধে ৯টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

অটোমেটেড আর্থিক সেবা সম্পদের

তাদের মাধ্যমে নিয়মিত নবায়ন করতে হবে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আর্থিক সেবার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সাধারণ মানুষ সেবা প্রদানকারীর কাছে না গিয়ে যত বেশি সেবা অটোমেটেড পদ্ধতিতে পাবেন ততই দুর্নীতি কমবে এবং নির্বিঘ্নে সেবা পাবেন। উদ্বোধন করা সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে, নবরূপায়িত আইবাস++ ওয়েবসাইট, এ-চালান ওয়েবসাইট, পেনশনারদের জন্য লাইফ ভেরিফিকেশন অ্যাপ, পেপারলেস অনলাইন লাস্ট পেমেন্ট সার্টিফিকেট (এলপিসি), সরকারি কর্মচারীদের অনলাইনে ছুটির আবেদন দাখিল, ছুটি মঞ্জুর ও হিসাবায়নের জন্য অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা, অনলাইনভিত্তিক সরকারি আবাসন না-দাবি সনদপত্র এবং সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিল দাখিল ও চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য অনলাইনে প্রাপ্তির সুবিধার্থে 'আইবাস সেইফ' মোবাইল অ্যাপ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মো. নূরুল ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব মো. সাইফুল্লাহ পান্না, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহ্রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী। অর্থ সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থ বিভাগের স্ট্রেনদেনিং পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট টু এনাবেল সার্ভিস ডেলিভারি (এসপিএফএমএস) কর্মসূচির আওতায় প্রস্তুত করা বিভিন্ন অনলাইন সেবার ওপর উপস্থাপনা করেন অর্থ বিভাগের অতিরিক্তি সচিব ও এসপিএফএমএস কর্মসূচির জাতীয় কর্মসূচি পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। মো. নূরুল ইসলাম বলেন, কার্যকর পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নে মানসম্মত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা পদ্ধতির অবদান অনস্বীকার্য এবং এটি সরকারি অর্থের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত তহবিল অভীষ্ট লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কি না এবং আর্থিক ক্ষমতা ও পদ্ধতি মেনে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সিএজির অডিট রিপোর্ট মূল তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করে, যা সরকারি হিসাব কমিটিকে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। মো. আবদুর রহমান খান বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে সেবা স্বচ্ছতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এনবিআর'র বিভিন্ন কার্যক্রম অটোমশেন করা হচ্ছে। এনবিআর'র অেটোমেশনের কাজ আইবাস++ এর সাথে সমন্বয় করে করা হচ্ছে যাতে সেবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। মো. শাহ্রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী বলেন, আমাদেরকে ইনক্লুসিভ আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে যাতে অর্থনীতিতে সেকেন্ড জেনারেশন রিফর্ম করে টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়। সভাপতির বক্তব্যে ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার বলেন, সরকারি অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে একটি আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এবং বাংলাদেশে এ সিস্টেম হলো আইবাস++, যা সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাকে আরও কার্যকর এবং স্বচ্ছ করতে সহায়তা করছে। মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম তার উপস্থাপনায় বলেন, অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনলাইন সেবা সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সেবাগ্রহীতাদের এ কার্যক্রমের সর্বাধিক সুবিধা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য একটি সর্বাধুনিক ওয়েবসাইট নির্মাণ করা হয়েছে। 'এ চালান', 'ইএফটি', জি-টু-পি, পেনশন, ব্যক্তিগত লেজার অ্যাকাউন্ট, ব্যয় সংশ্লিষ্ট তথ্য রিয়েল টাইমে এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখা যাবে। তিনি তার উপস্থাপনায় সরকারের অর্থ সাশ্রয় ও দ্রুততার সঙ্গে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা 'আইবাস সেইফ' মোবাইল অ্যাপ, সনদের জন্য আবেদন ও সনদ প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি অনলাইনভিত্তিক করা এবং সরকারি রিফান্ড সিস্টেম উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

যুবরাজ সালমানের সফরে ঢাকা-

দক্ষতা বিনিময় করে এই উচ্চাভিলাষী রূপকল্পে অবদান রাখতে বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশি আধা-দক্ষ ও অদক্ষ প্রায় ৩০ লাখ শ্রমিক নিয়োগের জন্য সৌদি আরবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এসব শ্রমিক উভয় দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা জোর দিয়ে বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় অবিচল অংশীদার। সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) বহু বছর ধরে আমাদের বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে সৌদি বিনিয়োগকারীদের রসদ, অবকাঠামো এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি মতো খাতে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে দুই দেশের মধ্যে দ্বিমুখী বাণিজ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। উপদেষ্টা পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ উদ্যোগের উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের লজিস্টিক্যাল সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সৌদি আরবের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন। তিনি সৌদি কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজে বের করার আমন্ত্রণ জানান। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, পর্যটন ও সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার প্রস্তাব দেন।

তৌহিদ আরো উল্লেখ করেন, উভয় দেশই বিশেষ করে শ্রম অভিবাসন, বিনিয়োগ, অবকাঠামো, শিক্ষা, কৃষি ও পরিবেশে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছে। তিনি বলেন, 'আগামীর দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে যৌথ কমিশনকে মন্ত্রী পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছি।' এই পদক্ষেপটি নতুন সুযোগ উদঘাটন করবে এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতা বাড়ানোসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে একে অপরকে সমর্থন দেবে। বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আল দুহাইলান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সাইবার আইনের মামলা প্রত্যাহার

মামলা চলমান, এরমধ্যে ৪৬১টি মামলা তদন্তকারী সংস্থার কাছে তদন্তাধীন এবং ৮৭৯টি মামলা দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মামলাগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের অধীনে ২৭৯টি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে ৭৮৬টি এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীনে ২৭৫টি মামলা চলমান বলে জানিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। বর্তমান সরকার স্পিচ অফেন্স-সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এক হাজার ৩৪০টি স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মামলার মধ্যে বিচারাধীন ৮৭৯টি মামলা আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত প্রত্যাহার করা হবে। তদন্তাধীন ৪৬১টি মামলা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে। এসব মামলায় কেউ গ্রেফতার থাকলে তিনি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন বলেও জানিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়।

জুলাইয়ে পোশাক রপ্তানি

'জুলাই মাসে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি মন্থর। রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও বেশি প্রবৃদ্ধি দরকার। রপ্তানি মন্দার জন্য দেশীয় কারণের চেয়ে বৈশ্বিক কারণ বেশি দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সেখানে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে আরও খারাপ করেছে। এর ফলে আমাদের পণ্যের চাহিদা কমছে।' দেশের বর্তমান পরিস্থিতি শিল্পের উৎপাদনকে ব্যাহত করেছে। দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে স্বল্প মেয়াদে শিল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে, বলে জানান এ অর্থনীতিবিদ। তিনি দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা ও শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার প্রতি জোর দিয়েছেন। অন্যথায়, দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা কঠিন হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে, গত জুলাই মাসে কৃষিপণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৮০.২ মিলিয়ন ডলার। এখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.২ শতাংশ। প্লাস্টিক পণ্য ২০ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা এক বছর আগের একই সময়ে ১৬.৫ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৮.৭ শতাংশ বেশি। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ৪.৫ শতাংশ বেড়ে ৯৮.৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্যের আয় ১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৫৯ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। বিশেষায়িত টেক্সটাইল সেক্টর ২৬.৬ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। এ খাত থেকে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১.৭ শতাংশ।

রংপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এবং পাহাড়ি ঢল না আসায় রংপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার তিস্তা ব্যারেজ পয়েন্টে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ৪৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অপরদিকে কাউনিয়ায় বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। চরঅধ্যুষিত গ্রামগুলো থেকে পানি নেমে গেছে। রংপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় রংপুর অঞ্চলে কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি। অন্যদিকে উজান থেকেও পানি আসেনি। ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। এখন চর এলাকায় কোনো গ্রামে পানি নেই। গঙ্গাচড়া উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদ তামান্না জানিয়েছেন, বন্যা প্লাবিত এলাকা থেকে পানি নেমে যাওয়ায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদে ঢুকে চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নইমুদ্দিন সেন্টুকে (৬০) গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে তার নিজ অফিস কক্ষে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহত নইমুদ্দীন সেন্টু ফিলিপনগর বাজারপাড়ার মৃত মুতালিব সরকারের ছেলে। জানা গেছ, তিনি আগে বিএনপির রাজনীতি করলেও পরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হন। দৌলতপুর থানার পুলিশের এসআই খসরু আলমহত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এসআই খসরু আলম বলেন, গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে ফিলিপনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। তবে কে বা কারা গুলি করে হত্যা করেছে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

রাঙামাটিতে ঘটা সহিংসতার তদন্ত শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটিতে ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনায় তদন্তে কাজ শুরু করেছে তদন্ত কমিটি। গতকাল সোমবার সকালে শহরের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন ও স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালিদের সঙ্গে আলোচনা করেন তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- কমিটির সদস্য রাঙামাটির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জোবাইদা আক্তার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ নেওয়াজ রাজু। এ ছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তদন্ত কমিটি শহরের বনরুপা বাজার, কাটাপাহাড় লেনসহ ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি দোকান বাসাবাড়ি পরিদর্শন করেন। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য শোনেন। পরিদর্শন শেষে তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরী সাংবাদিকদের বলেন, তিনটি বিষয়কে মাথায় রেখে আমরা তদন্ত করছি। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে সে দিনের বিষয়গুলো নিয়ে তাদের কথা শুনছি। ক্ষতিগ্রস্তদের নামের তালিকা করা, তাদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি সরকারে জানানো। সামনে যেন এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা। তিনি বলেন, একইসঙ্গে সংঘটিত সহিংস ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতে একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হয় এগুলো সার সংক্ষেপ তৈরি করে আগামী ১৪ দিনের মধ্যে সরকারকে পৌঁছে দেবো। জেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, সরাকারি অফিস দুটি, দোকান ৮৯টি, ব্যাংক চারটি, ভাসমান দোকান ৮৫টি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দুটি, পরিবহন ৪৬টি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার দুটি ও একটি পুলিশ বক্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৯ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, তদন্ত কমিটি যেন ঘটনার সঙ্গে দোষী ব্যক্তিদের সাজার ব্যবস্থা করে এবং আর যেন এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। উল্লেখ্য, রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনা তদন্তে গত ২৬ সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারকে (উন্নয়ন) প্রধান করে সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে সরকার।

সাউথইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে ফিরলেন এম এ কাশেম

স্টাফ রিপোর্টার : সাউথইস্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে ফিরেছেন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও উদ্যোক্তা পরিচালক এম এ কাশেম। গত রোববার পরিচালনা পর্ষদের ৭৪৩তম বোর্ড সভায় পরিচালকদের সর্বসম্মতিক্রমে তাকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এম এ কাশেম রোজ কর্নার (প্রাইভেট) লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান হিসেবে চারবার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। বেশ কয়েক বার এনএসইউ ফাউন্ডেশনের এন্ডোয়মেন্ট কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন। এম এ কাশেম ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি। তিনি এফবিসিসিআই'র সালিসি ট্রাইব্যুনালেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি (এপিইউবি) সাবেক চেয়ারম্যান। এম এ কাশেম ১৭ বছর হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। সোসাইটি ফর অ্যাসিসটেন্ট টু হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড চিলড্রেন ট্রাস্টের সভাপতি ছিলেন তিনি।

চট্টগ্রামে থানা থেকে লুট হওয়া ৬ অস্ত্র উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে থানা থেকে লুট হওয়া ছয়টি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে র‍্যাব-৭। গত রোববার চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন দক্ষিণ বরকল ইউনিয়নের বারৈপাড়ারটেক বাংলাবাজার রোড সংলগ্ন ঝোপের ভেতর পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া একটি বস্তা থেকে এসব অস্ত্র পাওয়া যায়। উদ্ধার হওয়া বস্তা থেকে বাটবিহীন চায়না রাইফেল একটি, বাটবিহীন থ্রি নট থ্রি রাইফেল একটি, কাঠের বাটযুক্ত এয়ারগান একটি, দেশীয় তৈরি একনলা বন্দুক তিনটি ও তিন রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। র‍্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) শরীফ উল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয় উল্লাসের প্রাক্কালে দুর্বৃত্তরা চট্টগ্রাম মহানগরী এবং জেলার বিভিন্ন থানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। থানা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদি লুটের ঘটনা ঘটে। লুট হওয়া এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগরীর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। উদ্ধার অস্ত্র এবং গোলাবারুদ চন্দনাইশ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গণপিটুনিতে সব মৃত্যুর ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে রিট

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলে গণপিটুনির শিকার হয়ে মারা যাওয়া তোফাজ্জল হোসেনসহ গণপিটুনিতে সব মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত চেয়ে রিট দায়ের করা হয়েছে। রিটে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাওয়া হয়। গতকাল সোমবার আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষে এ রিট আবেদন হয়েছে। রিটে আইন মন্ত্রণালয় সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টা-৯টার দিকে ফজলুল হক হলে তোফাজ্জলকে চোর সন্দেহে আটক করেন শিক্ষার্থীরা। পরে 'চোরের গ্যাং' শনাক্ত করতে তাকে জেরা করা হয়। তিনি কয়েকজনের ফোন নম্বর মুখস্থ বলেন, যেগুলোর সত্যতা পাওয়া যায়। এতে তাকে 'চোর' হিসেবে উপস্থিত ছাত্রদের সন্দেহ বাড়ে। পরে তাকে পিটুনি দিয়ে ক্যান্টিনে খাওয়ানো হয়। দ্বিতীয় দফায় আবারও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও পেটানো হয়। এক শিক্ষার্থী একে 'আবরারের চেয়েও মারাত্মক' বলে অভিহিত করেন। মারধরের কারণে তার পা বেয়ে রক্তের ফোটা মেঝেতে পড়েছিল বলেও জানা যায়। একসময় তার অবস্থার অবনতি ঘটলে রাত ১২টার দিকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

রেনু হত্যা মামলার রায় ঘোষণার নতুন তারিখ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বাড্ডায় ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনিতে তাসলিমা বেগম রেনু হত্যা মামলার রায় ঘোষণার তারিখ পেছালো। গতকাল সোমবার ঢাকার ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ মোরশেদ আলমের আদালতে মামলাটি রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে রায় প্রস্তুত না হওয়ায় তা পিছিয়ে আগামী ৯ অক্টোবর ধার্য করেছেন আদালত। মামলার আসামিরা হলেন- ইব্রাহিম ওরফে হৃদয় মোল্লা, রিয়া বেগম ময়না, আবুল কালাম আজাদ, কামাল হোসেন, মো. শাহিন, বাচ্চু মিয়া, মো. বাপ্পি ওরফে শহিদুল ইসলাম, মুরাদ মিয়া, সোহেল রানা, আসাদুল ইসলাম, বেল্লাল মোল্লা, মো. রাজু ওরফে রুম্মান হোসেন ও মহিউদ্দিন। ২০১৯ সালের ২০ জুলাই সকালে রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় মেয়েকে ভর্তি করাবেন বলে স্থানীয় একটি স্কুলে যান তাসলিমা বেগম রেনু (৪০)। এ সময় তাকে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে হত্যা করা হয়। ওই রাতেই রেনুর বোনের ছেলে নাসির উদ্দিন বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৫শ' জনকে আসামি করা হয়। পরে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে গণপিটুনিতে জড়িত কয়েকজনকে শনাক্তের পর গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২০২০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর আবদুল হক ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই জনের বিরুদ্ধে দোষীপত্র দাখিল করেন। ২০২১ সালের ১ এপ্রিল ১৩ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগগঠন করেন আদালত। মামলাটিতে চার্জশিটভুক্ত ৩৬ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন আদালত। এদিকে দুই শিশুর মামলাটি ঢাকার নারী ও শিশু টাইব্যুনাল-৭ এ বিচারাধীন।

শিল্পকলার ১০ কর্মকর্তা ওএসডি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমির ১০ কর্মকর্তাকে ওএসডি করা হয়েছে। গত রোববার মহাপরিচালক সৈয়দ জামিল আহমেদের সই করা এক অফিস আদেশে তাদের প্রশাসন বিভাগে সংযুক্ত করা হয়। অফিস আদেশে বলা হয়েছে, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত কর্মকর্তারা প্রশাসন বিভাগে সংযুক্ত থাকবেন। এদিকে ওএসডি হওয়া কর্মকর্তারা সাবেক মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর 'সুবিধাভোগী' এবং জেলা কালচারাল অফিসার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও ঢাকায় থাকতে নানা কৌশল অবলম্বনের অভিযোগে অভিযুক্ত। ওএসডি হওয়ার পর তারা বলছেন, বিধিসম্মতভাবে যে ওএসডি করা হয়েছে তা তারা মেনে নিয়েছেন। তারা কোনো বেআইনি কাজ করেননি বলেও দাবি করেছেন। যদিও তাদের বেশিরভাগের কণ্ঠে সাবেক মহাপরিচালককে নিয়ে অভিমান। তারা বলছেন, কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলে সেটা মেনে চলা ছাড়া উপায় থাকে না বলেই হয়তো সাবেক মহাপরিচালকের অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা। তবে, বড় অভিযোগ থাকলেও কেউ কেউ সব আমলে 'সুবিধাভোগী' থাকে বলেও অভিযোগ করেছেন তারা। ওএসডি হয়ে প্রশাসন বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তারা হলেন- সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের সহকারী পরিচালক খন্দকার ফারহানা রহমান, অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক মো. এ এম মোস্তাক আহমেদ, মহাপরিচালকের পিএস (সহকারী পরিচালক) আবু ছালেহ মো. আবদুল্লাহ, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. চাকলাদার মোস্তফা আল মাসউদ, অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা উপবিভাগের সহকারী পরিচালক (এডি) মোহাম্মদ আল হেলাল, কালচারাল অফিসার সৈয়দ সাহিদা বেগম, কালচারাল অফিসার মো. আসফ উদ-দৌলা, কালচারাল অফিসার জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) হাসান মাহমুদ এবং মহাপরিচালকের দপ্তরের কালচারাল অফিসার সাদিয়া বিনতে আফজল। ২০২১ সালের ২৪ জুন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব নাজমা বেগমের সই করা বদলির আদেশে বলা হয়, শিল্পকলা অ্যাকাডেমির অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে সদর দপ্তরে জেলা কালচারাল অফিসারের পদ না থাকায় গত ৭ এপ্রিল অ্যাকাডেমির ১২০তম পরিষদ সভার অনুচ্ছেদ ৬-এর সিদ্ধান্ত-২ মোতাবেক কিছু কর্মকর্তাকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী আফসানা খান রুনাকে মুন্সীগঞ্জ, শহিদুল ইসলামকে সাতক্ষীরা, ফারহানা রহমানকে শেরপুর, চাকলাদার মোস্তফা আল মাসউদকে চুয়াডাঙ্গা, এরশাদ হাসানকে টাঙ্গাইল, আল হেলালকে নওগাঁ, আসাফ-উদ-দৌলাকে বরগুনা এবং হাসান মাহমুদকে দিনাজপুরে বদলি করা হয়। ৩০ জুনের মধ্যে তাদের কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দুই জন বাদে বাকিরা ঢাকাতেই থেকে যান এবং আদেশের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হন। কালচারাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ পেলেও সে সময় ঢাকায় থেকে জনসংযোগ বিভাগের কাজ করছেন হাসান মাহমুদ। ১২০তম পরিষদের সভায় তাদের নিজ কর্মস্থল দিনাজপুরে ফেরার সিদ্ধান্তের পর তারা কী করবেন জানতে চাইলে তিনিবলেছিলেন, এ জবাব আমার কাছে নেই। কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত দেবে সেভাবেই হবে। কিন্তু তারপরেও তিনি ঢাকাতেই অবস্থান করেছেন। লিয়াকত আলী লাকীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই ওএসডি হতে হলো কিনা প্রশ্নে তিনি বলেন, আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম, অফিসের স্বার্থে অনেক বাড়তি কাজ করতে হয়েছে। সে কারণেই হয়তো আমাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে। অভিমান নিয়েই তিনি বলেন, কর্মচারীরা কোনো মহাপরিচালকের থাকে না। তারা দায়িত্ব পালন করেন। ওএসডি হওয়া কর্মকর্তারা এখনই কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করতে চান না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাদের একজন বলেন, আমরা জেলা কালচারাল অফিসার। কিন্তু যদি ঢাকায় রাখার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কী করণীয়? সেক্ষেত্রে সাবেক মহাপরিচালককে দায়ী করছেন কিনা প্রশ্নে তিনি বলেন, আমার আদেশ পালন ছাড়া কী করণীয় ছিল? আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমি সেটা পালন করেছি। তাহলে কেন জেলায় না যেতে চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন প্রশ্নে আরেক কালচারাল অফিসার বলেন, আমরা জেলায় যাবো না বলে আদালতের শরণাপন্ন হইনি। আমরা বলেছিলাম, অ্যাকাডেমি একটা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় চাইলেই কাউকে বদলি করতে পারে না। সে সময় চুয়াডাঙায় বদলি হওয়া চাকলাদার মোস্তফা আল মাসউদ এখন পর্যন্ত ঢাকা অফিসে। তিনি চলচ্চিত্র বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।তিনি সে সময় জানান, ২৪ জুন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমাদের যে বদলির অর্ডার, সেটা চ্যালেঞ্জ করে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলাম এই বলে যে, এটা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার বহির্ভূত। পরিষদের সভা থেকে আমাদের বদলি হওয়ার জায়গায় স্বপ্রণোদিত হয়ে যেতে হবে বলা হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে আদালতে গিয়েছি, সেটা নিয়ে স্বপ্রণোদিত হওয়ার কতটুকু সুযোগ আছে? ওএসডি বিষয়ে আরেকজন কালচারাল অফিসার মো. আসফ উদ-দৌলা বলেন, আমাদের প্রবিধানমালা অনুযায়ী এসব নিয়ে কথা বলার অনুমতি নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওএসডি হওয়া আরেক কর্মকর্তা বলেন, আমাদের নাম হয়েছে সাবেক ডিজির লোক হিসেবে। কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো সুবিধা পেলাম না। উল্লেখ্য, লিয়াকত আলী লাকী শিল্পকলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পান ২০১১ সালের ৭ এপ্রিল। সবশেষ ২০২৩ সালের ২৯ মার্চ সপ্তমবারের মতো তার মেয়াদ বাড়ানো হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত অনুসন্ধান করে বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে ২২৭ কোটি ৭১ লাখ ১৭ হাজার ৪৫৯ টাকার অনিয়মের সন্ধান পায় হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়। বিষয়টির জবাব দিতে দুই সপ্তাহ সময় নিলেও মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে আর জবাব দেয়নি অ্যাকাডেমি। মন্ত্রণালয়ের চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স অফিসার বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন। তাতে অনিয়মের ৭২টি ভয়াবহ চিত্র উঠে আসে।

ধরলায় তীব্র ভাঙন, নদীগর্ভে কমিউনিটি ক্লিনিকসহ একের পর এক বসতি

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামে বন্যা আর নদী ভাঙনে নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জেলার এক প্রান্তে তিস্তার বন্যা আরেক প্রান্তে ধরলায় চলছে তীব্র ভাঙন। গত তিন দিনে ধরলার ভাঙনে জেলার উলিপুর উপজেলার বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫টি পরিবারের বসতি ধরলার গর্ভে বিলীন হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে নদী গর্ভে চলে গেছে এলাকার প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসার প্রথম আশ্রয়স্থল খুটিরকুটি আকেল মামুদ কমিউনিটি ক্লিনিক। বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ইউনিয়নের গত তিন দিন ধরে ধরলার তীব্র ভাঙন চলছে। ভাঙনে একের পর এক বসতভিটা নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। খুটিরকুটি, রসুলপুর ও কবিরাজপাড়া গ্রামের কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫টি পরিবারের বসতভিটা নদীগর্ভে চলে গেছে। গত রোববার রাতে ধরলার ভাঙনে নদীগর্ভে চলে গেছে ৪নং ওয়ার্ডের খুটিরকুটি আকেল মামুদ কমিউনিটি ক্লিনিক। ধরলার তীব্র স্রোত আর আগ্রাসী ভাঙনে ঝুঁকিতে আছে ইউনিয়নের একমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুদিরকুটি আবদুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়সহ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র। ভাঙনের তীব্রতায় ঝুঁকিতে থাকা অর্ধশতাধিক পরিবারে হাহাকার তৈরি হয়েছে। অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বসতভিটা থেকে ঘর ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন। ইউনিয়নের বাসিন্দা ও সংগঠক মিজানুর রহমান মন্ডল বলেন, ভাঙনে সব শ্যাষ হয়ে যাইতেছে। ২নং ওয়ার্ডের আল আমিন বাজার থেকে খুটিরকুটি বাজার হয়ে কবিরাজপাড়ার শেষে পর্যন্ত তীব্র স্রোত আর ভাঙন। ঘরবাড়ি, মসজিদ, ক্লিনিক কিছুই থাকতেছে না। ঠেকাতে না পারলে এলাকা শেষ হয়ে যাবে। আরেক বাসিন্দা নুর আলম বলেন, 'খুব ভাঙন শুরু হয়েছে। একের পর এক বসতভিটা নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। আজ (গতকাল সোমবার) রাতে কমিউনিটি ক্লিনিকটা নদীতে গেছে। কোনো প্রতিকার নাই! গেলো রাতে আমার বসতভিটা চলে গেছে। কমিউনিটি ক্লিনিকটা গেলো। যেভাবে ভাঙতেছে তাতে আশ্রয়কেন্দ্র আর স্কুলটাও থাকবে না। এই মুহূর্তে কিছু ব্যাগ ফেললে কিছুটা রক্ষা করা যাইতো। পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও করণীয় নিয়ে এভাবেই বলছিলেন ভাঙনে সদ্য ভিটা হারানো খুটিরকুটি গ্রামের বাসিন্দা ও সাবেক ইউপি মেম্বার মহুবর। তিনি আরও বলেন, শতাধিক পরিবার ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যে জায়গায় কমিউনিটি ক্লিনিকটা ধসে পড়েছে, সেখানে জরুরি ভিত্তিতে কিছু জিও ব্যাগ ফেললে কমপক্ষে স্কুল আর আশ্রয়কেন্দ্রটা রক্ষা করা যেত। ভাঙনে শুধু কৃষক আর দিনমজুর নন, ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বাবলু মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যরাও ভিটে হারাতে বসেছেন। গতকাল সোমবার সকালে এই প্রতিবেদক যখন যোগাযোগ করছিলেন তখন চেয়ারম্যান নিজের বসতি সরাতে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। চেয়ারম্যান বলেন, গত দুই তিন দিনে আমার আপন ভাইয়ের বসতিসহ কমপক্ষে ৪০টি পরিবারের ভিটেমাটি নদীতে গেছে। আমার ভিটার অনেক গাছপালা রক্ষা করতে পারিনি। এখন বাধ্য হয়ে ঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে নিচ্ছি। কোথায় গিয়ে উঠবো এখনও ঠিক করতে পারি-নি। আপাতত জিনিসপত্র রাস্তায় রাখতে হচ্ছে। ভাঙনে সরকারি সম্পত্তিসহ স্থানীয়দের বসতি বিলীনের বিষয়ে করণীয় জানতে উলিপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আতাউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যেভাবে সরকারি সম্পত্তিসহ বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙনের কবলে পড়েছে, তাতে আমি নিজেই আতঙ্ক বোধ করছি। পানি উন্নয়ন বোর্ডকে (পাউবো) দুই দিন ধরে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলে আসছি। আমি আবারও যোগাযোগ করছি। নিজেও ভাঙন এলাকায় যাবো। জেলা প্রশাসক নুসরাত সুলতানা বলেন, আমি খবর পেয়েছি। ওখানে কমিউনিটি ক্লিনিক নদীতে চলে গেছে। ভাঙন প্রতিরোধে পাউবোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছি। পাউবো, কুড়িগ্রামের নির্বাহী প্রকৌশলী রাকিবুল হাসান বলেন, ভাঙনের খবর পেয়েছি। আমরা জিও ব্যাগ পাঠিয়েছি। আজ (গতকাল সোমবার) থেকেই ব্যাগ ফেলা শুরু হবে।

দিনাজপুরে ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা, ২ যাত্রীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কায় দুই যাত্রী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও দুই জন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৭টায় ঘোড়াঘাট উপজেলার রানীগঞ্জ মাছ বাজারে এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতদের একজনের বাড়ি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার খালাসপুর এলাকায়। অপরজনের নাম-পরিচয় প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। ঘোড়াঘাট থানার ওসি মোহাম্মদ নাজমুল হক বলেন, গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দিনাজপুরগামী একটি ট্রাক ঘোড়াঘাটের রানীগঞ্জ মাছ বাজার এলাকা অতিক্রম করার সময় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভ্যানকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় ভ্যানে থাকা যাত্রীরা সড়কে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই জনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতরা চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঘোড়াঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছেন।

কানাডা থেকে ফেরার সময় বিমানবন্দরে সাবেক এমপি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন থেকে সাবেক সংসদ সদস্য ও ডাকসুর সাবেক ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল সোমবার ভোর সকালে কানাডা থেকে দেশে ফেরার সময় তাকে আটক করা হয়। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কিছু অভিযোগের কারণে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইমিগ্রেশন থেকে তাকে আটক করা হয়েছে। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং কোথায় কী অভিযোগ আছে তা যাচাই-বাছাই করবো। এদিকে পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, সুলতান মনসুর অনেকদিন ধরেই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ভ্রমণে ছিলেন। ছাত্র-আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই তিনি দেশের বাইরে। তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো মামলা নেই। সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) ছিলেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজার-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন সুলতান মনসুর। ২০০১ সালের নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেলেও বিএনপির 'বিদ্রোহী প্রার্থী' এম এম শাহীনের কাছে হেরে যান। এক-এগারোর সময় দলের সঙ্গে সুলতান মনসুরের দূরত্ব তৈরি হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের (গণফোরাম) প্রার্থী হয়ে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। গত নির্বাচনে প্রার্থী হননি তিনি।

সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর ও

ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে। বিএফআইইউ'র নির্দেশনায় বলা হয়, হাবিবুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী ওয়াজেদ শামসুন্নাহার এবং তাঁদের ছেলে-মেয়ের ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের হিসাবের সব লেনদেন বন্ধ থাক?বে। আগামী ৩০ দিন এসব হিসাবে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পরবে না। প্রয়োজনে লেনদেন স্থগিত করার এ সময় বাড়ানো হবে। লেনদেন স্থগিত করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে বিএফআইইউর চিঠিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে হাবিবুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিএফআইইউর নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, কোনো হিসাব স্থগিত করা হলে হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী ইত্যাদি চিঠি দেওয়ার তারিখ থেকে এক কার্যদিবসের মধ্যে তাদের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গত ৭ আগস্ট হাবিবুর রহমানকে ডিএমপি কমিশনারের পদ থেকে বদলি করে পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত করা হয়। এরপর গত ১৩ আগস্ট তাঁকে চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়।

২০ হাজার বাংলাদেশির পাসপোর্ট

ব্যতিক্রম ভিসা আবেদনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন-মেডিকেল ইমার্জেন্সি, স্টুডেন্ট ভিসা এবং তৃতীয় দেশে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় ডবল-এনট্রি ভিসা। এর আগে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিক্ষোভের জেরে ভিসা পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এই ঘটনা দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে। ভারতীয় এই সংবাদমাধ্যম বলছে, বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলো অনেকাংশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর এর কারণে হতাশাগ্রস্ত আবেদনকারীদের অনেকেই ব্যাপকভাবে হাইকমিশনে ই-মেইল করছেন, এমনকি কিছু ই-মেইলে ভাঙচুরের হুমকিও রয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন ছাড়াও আরও চারটি কনস্যুলেট আছে। যেখান থেকে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ভিসা অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৩ সালে ভারত ১৬ লাখ বাংলাদেশিকে ভিসা দিয়েছিল। এর মধ্যে সাড়ে ৪ লাখই ছিল চিকিৎসা ভিসা। একইভাবে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ৮ লাখ ভিসা দিয়েছে ভারত। যার মধ্যে ২ লাখই চিকিৎসা ভিসা। তবে হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভিসা প্রদান কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

বিপ্লব হলেও বিপ্লবী সরকার হয়নি

আন্দোলনের প্রবক্তা, কোন দলের কতটা অবদান এ নিয়ে কথা বলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আন্দোলনের স্পিরিট তো এটা ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের পরেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারিনি। মুক্তিযোদ্ধাকে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়নের টুল উল্লেখ করে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারত এখন বৈঠকে বসছে। সেখানে কূটনৈতিক থেকে শুরু করে বিবেকানন্দের মত থিংক ট্যাংকগুলো অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, এতো তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হবে কেউ চিন্তা করতে পারেনি। এটা ছাত্রদের কোটা নিয়ে আন্দোলন ছিলো। এখন পরিবর্তন হয়েছে বলে আমরা সবাই ভালো হয়ে গেছি তা না। আমরা যদি সমাজকে পরিবর্তন করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে। আন্দোলনের সমন্বয়কদের প্রতি প্রশ্ন রেখে নুরুল হক নুর বলেন, তারা সচিবালয়ে ডিসি কে হবে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমঝোতা করছে। এটা কি ছাত্রদের কাজ? জেলায় গেলে পুলিশ প্রটোকল দিবে, এটা কি আন্দোলনের স্পিরিট? তরুণ রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার রাজনীতিতে আসার সময়টাও ঠিক হয়নি। কিন্তু আমি পদ পজিশনের কথা চিন্তা করে কিছু করিনি। সরকারের টপ পজিশন থেকে শুরু করে বিদেশ থেকে অনেক অফার এসেছে কিন্তু সেদিকে আমরা যাইনি।শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল তৈরি না করে সবাইকে নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেটা নিয়ে ভাবেন।

থানা লুটের অস্ত্রে নিয়ন্ত্রণ

২৩ আগস্ট, টানা পাঁচদিন চলে দ্বিতীয় দফার সংঘর্ষ। ৩০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় দফায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয় গ্যাংগুলোর সদস্যরা। ৪ সেপ্টেম্বর সোহেল গ্যাংয়ের গুলিতে মারা যান অটোরিকশাচালক সাদ্দাম হোসেন সনু। আহত হন কুরাইশ নামের আরেকজন। ২২ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ফের শুরু হয় সংঘর্ষ। চলে ২৩ তারিখ (সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি এবং থেমে থেমে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হন চুয়া সেলিমের স্ত্রী নাগিন বেগম ও চারকো ইরফান। ২৪ সেপ্টেম্বরও সংঘর্ষ হয়। ওই দিন গুলিবিদ্ধ সাগর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত শনিবার ভোর ৫টার দিকে মারা যান। তিনি পেশায় কসাই ছিলেন। সর্বশেষ গত ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর রাতেও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে কেউ নিহত না হলেও আহত হন ছয়জন। স্থানীয়রা জানান, কলিম জাম্বু, ভুঁইয়া সোহেল ও মোহাম্মদ আলী ছাড়াও চুয়া সেলিম ও শুটার আকরামকে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে মাদক কারবারিদের আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে। আগেও সংঘর্ষ হতো, তবে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার দেখেনি ক্যাম্পবাসী স্থানীয়রা বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরদিন থেকে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে। মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘর্ষের উত্তাপ বাড়িয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার। সংঘর্ষের সময় কারও হাতে পিস্তল, কারও হাতে শটগান দেখা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এর ভিডিও ফুটেজ স্পষ্ট। বিহারিদের সবচেয়ে বড় আবাসস্থল জেনেভা ক্যাম্পের সাধারণ বাসিন্দারা বলছেন, মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আগেও মারামারি-সংঘর্ষ হয়েছে। তবে, এমন অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আগে দেখা যায়নি এখানে। থানা থেকে লুট করা অস্ত্রের ঝনঝনানি জেনেভা ক্যাম্পে জেনেভা ক্যাম্পে হঠাৎ এত আগ্নেয়াস্ত্র এলো কোথা থেকেও এমন প্রশ্নের উত্তর যেন খুব সহজেই দিলেন মিনহাজ। মোটরসাইকেল গ্যারেজের এ মিস্ত্রি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে গেলে জেনেভা ক্যাম্পের মানুষই প্রথম গণভবনে লুটপাটে অংশ নেয়। বিকেলে গণভবন আক্রান্তের পর জনতার ঢল নামে মোহাম্মদপুর থানায়। ৫ আগস্ট সূর্য ডোবার ?মুহূর্ত থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত থানার সব কিছু লুট হয়ে যায়। অস্ত্র ও গোলাবারুদের পাশাপাশি লুট করা হয় চেয়ার, টেবিল ও আসবাবপত্র। মিনহাজের দাবি, 'গত কয়েকদিনে জেনেভা ক্যাম্প ঘিরে যেসব সংঘর্ষ হয়েছে এবং যারা মারা গেছেন তারা ওই লুট করা অস্ত্রের গুলির শিকার। থানার অস্ত্রগুলো এখন মাদক কারবারিদের হাতে।' তার মতো একই অভিমত ব্যক্ত করেন জেনেভা ক্যাম্পের একাধিক বিহারি ও বাঙালি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক কর্মকর্তাও একই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাদের মতে, ৫, ৬ ও ৭ আগস্ট মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা থেকে যে সব অস্ত্র লুট করা হয় তার বেশির ভাগই ছিল জেনেভা ক্যাম্পে। এর মধ্যে কিছু হাত বদল হয়ে পাচার হয়েছে। কিছু উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আর কিছু পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে, এখনও ৫৫ শতাংশ অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। যা জেনেভা ক্যাম্পের মাদক কারবার নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে ব্যবহার হচ্ছে। ৫ আগস্ট ও পরের দুদিনে মোহাম্মদপুর থানার ৬৮২ অস্ত্র লুট গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরে জনস্রোত নামে গণভবনে। ওই দিন বিকেল ৩টার দিকে জনতার সংঘবদ্ধ হামলায় আক্রান্ত হয় মোহাম্মদপুর থানা। জীবন বাঁচাতে পুলিশ সদস্যরা থানাত্যাগ করেন। এ সুযোগে লুট করা হয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ। ৬ ও ৭ আগস্ট ধরে চলে লুটপাট। মোহাম্মদপুর থানা থেকে কত অস্ত্র লুট হয়েছিলড় জানতে চাইলে থানার অস্ত্রাগারের দায়িত্বে থাকা উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাদিক বলেন, থানায় পিস্তল, চায়না পিস্তল, শটগান, রাইফেল, শট রাইফেল, এসএমজি ও এলএমজিসহ মোট অস্ত্র ছিল ১৮২টি। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান, নিজ উদ্যোগে ফেরত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০০টি অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, থানায় গচ্ছিত ছিল মানুষের ৫০০টি অস্ত্র। এর মধ্যে মাত্র শ-খানেক অস্ত্র উদ্ধার করা গেছে। বাকিগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। থানার অস্ত্র লুট ঠেকাতে এগিয়ে আসেনি কেউ মোহাম্মদপুর থানায় কর্মরত এবং অস্ত্র লুটের সময় প্রত্যক্ষদর্শী এক এসআই নাম প্রকাশ না করে বলেন, গত ৫ আগস্ট থানায় কর্মরত ছিলাম। দুপুর আড়াইটার দিকে মেসেজ আসে নিরাপদে সরে যাবার। টানা দুদিনের ক্লান্তি কাটাতে ওই সময় আমি ওয়াশরুমে ছিলাম। বের হবার পর দেখি অধিকাংশ পুলিশ সদস্যই চলে গেছেন। তখন পর্যন্ত বুঝিনি সরকারের পতন ঘটেছে। টিভি চালু করে দেখি গণভবনে জনতার স্রোত। বুঝতে আর বাকি রইল না। বাইরে দলবদ্ধ জনতার স্লোগান দেখে ভয় পেয়ে যাই। পুলিশের পোশাক ছেড়ে কোনো রকমে বের হই। বাইরে যাদের দেখি তাদের বেশির ভাগই জেনেভা ক্যাম্প, রায়ের বাজার ও চাঁদ উদ্যান এলাকার বিহারিরা। 'বেশি মারমুখী ও লুটপাটে সক্রিয় ছিল চিহ্নিত অনেক মাদক কারবারি। পুলিশশূন্য হওয়ায় ওই সময় অস্ত্র লুট ঠেকাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না আমার।' এ বিষয়ে মোহাম্মদপুর থানার বর্তমান অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলী ইফতেখার হাসান কে বলেন, 'খোঁজ নিয়েছি, থানায় লুটপাটে জড়িতরা বেশির ভাগই জেনেভা ক্যাম্পের। থানার অস্ত্রাগার ভাঙার মতো যন্ত্রপাতি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল না। অন্যদিকে, জেনেভা ক্যাম্পের বাসিন্দাদের বেশির ভাগই কারিগরি কাজে দক্ষ। বেশকিছু অস্ত্র আমরা জেনেভা ক্যাম্প থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছি। বাকি অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের সহযোগিতা করছে।' আদাবর থানা থেকে লুট ৩০০ অস্ত্র মোহাম্মদপুর থানার মতো একই দিনে আক্রান্ত হয় আদাবর থানা। থানার অস্ত্রাগারের দায়িত্বে থাকা এসআই দিপঙ্কর হালদার বলেন, থানা থেকে ৩০০টি অস্ত্র লুট করা হয়। এর মধ্যে রাইফেল ২০টি, শটগান ৬০টি, শট রাইফেল ১৩টি, এসএমজি ৪টি, এলএমজি ২টি, পিস্তল ৭০টি, টিয়ার গ্যাস গান ১টিসহ পুলিশের মোট ১৯০টি অস্ত্র লুটের ঘটনা ঘটে। এখনও উদ্ধার হয়নি ৪৬টি অস্ত্র। এ ছাড়া মানুষের জমা রাখা অস্ত্র ছিল ১১০টি। এর মধ্যে মাত্র একটি অস্ত্র উদ্ধার করা গেলেও বাকিগুলো সম্ভব হয়নি। এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি সাত হাজার পিস গুলি। জেনেভা ক্যাম্পে কার কাছে কত অস্ত্র ঢাকাসহ সারা দেশে মাদক কারবারে জড়িত বড় বড় ডনের জন্ম জেনেভা ক্যাম্পে। আগে এ জেনেভা ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণ করত নাদিম ওরফে পঁচিশ ও ইশতিয়াক। ২০১৮ সালে র‍্যাবের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নাদিম নিহত হন। শীর্ষ এ দুই মাদক কারবারির মৃত্যুর পর জেনেভা ক্যাম্প ঘিরে সক্রিয় অন্তত ১১টি গ্যাং। গ্যাংগুলো হলো- ভুঁইয়া সোহেল গ্যাং, সৈয়দপুরিয়া গ্যাং, আরমান গ্যাং, ছট্টু মাসুদ রানা গ্যাং, মনু গ্যাং, চারকু গ্যাং, কোপ-মনু গ্যাং, রাজু গ্যাং, কামাল বিরিয়ানি গ্যাং, চুয়া সেলিম গ্যাং ও পলু কসাই গ্যাং। থানার অস্ত্র লুট ও জেনেভা ক্যাম্পে সেই অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে বলে এসবির (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। সেই প্রতিবেদনের একটি কপি ঢাকা পোস্টের হাতে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, জেনেভা ক্যাম্পে সবচেয়ে প্রভাবশালী ভুঁইয়া সোহেলের গ্যাং। তবে, বিএনপিমনা সৈয়দপুরিয়া গ্যাং সরকার পতনের পর নতুন করে সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। গ্যাংগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আছে ভুঁইয়া গ্রুপের হাতে। তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে আটটি অস্ত্র। এর মধ্যে তিনটি বিদেশি। অস্ত্র তিনটি মিরপুরের কুর্মিটোলা বিহারি ক্যাম্পের মোহাম্মদ আলীর মাধ্যমে জনৈক আরমানের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। তবে, তাদের কাছে লুট করা অস্ত্রই বেশি আছে। সোহেলের সহযোগীরা আদাবর ও মোহাম্মদপুর থানা থেকে অস্ত্রগুলো লুট করে। ৫ আগস্টের পর মাদক কারবারের নিয়ন্ত্রণ নিতে সোহেল নিজে এবং তার ভাই টুনটুন, রানা, রাজন ওরফে কালু, কলিম জাম্বু, মোহাম্মদ আলী, আহম্মদ আলী ও বাবর আরিফ অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে। গোয়েন্দা সূত্র বলছে, সোহেলের সহযোগী হিসেবে কাজ করা সৈয়দপুরিয়া বাবুর কাছে আছে তিনটি অস্ত্র। এর মধ্যে দুটি পুলিশের, যা থানা থেকে লুট করা। অপরটি দেশে তৈরি পিস্তল, যা তারা অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে। এ ছাড়া তার সহযোগী সাজ্জাদ, ইরফান ও তিন্নি শহীদের কাছেও আছে অবৈধ অস্ত্র।

জানা যায়, চুয়া সেলিম হচ্ছে ভুঁইয়া সোহেলের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। চুয়া সেলিমের গ্যাং ব্যবহার করে চারটি অস্ত্র। এর মধ্যে দুটি থানা থেকে লুট করা। বাকি দুটি বিদেশি পিস্তল, টাকা দিয়ে সংগ্রহ করা। এগুলো লুট করা অস্ত্র বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। চুয়া সেলিম ছাড়াও তার সহযোগী উল্টা সালাম, শান্ত, পিচ্চি রাজা, ফাট্টা আবিদ, পিস্তল নাঈম ও শাহজাদা অস্ত্র চালাতে বেশ দক্ষ বলে জানা গেছে। তার অপর সদস্য আকরাম ও গেইল হীরার অধীনে আছে সাতটি অস্ত্র। কোপ মনু গ্যাংয়ের কাছেও একাধিক অস্ত্র আছে বলে জানা গেছে। কম যান না অন্য কারবারিরাও ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক কারবারি শেখ আরশাদ ওরফে মোল্লা আরশাদের নিয়ন্ত্রণে এক বা একাধিক অস্ত্র ও গুলি রয়েছে। অপর শীর্ষ মাদক কারবারি কামরান হোসেন ওরফে কামরানের নিয়ন্ত্রণে আছে তিনটি অস্ত্র ও একাধিক গুলি। আনোয়ার হোসেন ওরফে তোতলা আনোয়ারের কাছেও অস্ত্র ও গুলি রয়েছে। কারবার নিয়ন্ত্রণে তার ছেলে এসব অস্ত্র ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ আছে।

জেনেভা ক্যাম্পে নিয়োজিত এসবি'র এসআই পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানান, শীর্ষ মাদক কারবারি আসলাম ওরফে মেন্টাল আসলাম, মাহতাব ওরফে ছিন্ন মাহতাব, পারভেজ, রহমত হোসেন ওরফে জয়ের নিকট পুলিশের লুট করা একাধিক অস্ত্র ও গুলি রয়েছে। তাদের নেতৃত্বে আদাবর থানার অস্ত্র ও গুলি লুট করা হয়। সেগুলোর কিছু কিছু তারা বিক্রিও করে দেয়। এখনও তাদের জিম্মায় একাধিক অস্ত্র ও গুলি রয়েছে।

মাহতাবের ঘাটারচর শান্তিনগরের ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে একটি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তবে, তাকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। ছাত্র আন্দোলন দমনে ব্যবহার মাদক কারবারিদের স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সখ্যতা ও যোগাযোগ ছিল ভুঁইয়া সোহেলের। বিগত বছরগুলোতে ক্যাম্পে শক্ত অবস্থান তৈরিতে ঢাকা-১৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যক্তিগত সহকারী বিপুর ও যুবলীগের আবেদীন জয়ের সহযোগিতা নেয় সোহেল। নানকের ঘনিষ্ঠ ও ৩২ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের নেতা আরমানও মাসোহারার বিনিময়ে সোহেলকে সহায়তা করেছেন। জুলাইয়ে শুরু হওয়া ছাত্র-আন্দোলন দমাতে সোহেল ও তার গ্যাংয়ের সদস্যরা মাঠে সক্রিয় ছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) পরিচালক (অপারেশনস ও গোয়েন্দা) অতিরিক্ত ডিআইজি তানভীর মমতাজ বলেন, ক্যাম্প এলাকায় প্রায়ই অভিযান চালানো হয়। কিন্তু জেনেভা ক্যাম্পে ঢোকা আমাদের জন্য একটু বিপজ্জনক। কারণ, ডিএনসির মাঠপর্যায়ের সদস্যরা নিরস্ত্র। তাই সেখানে অভিযানে গেলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিতে হয়। র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস বলেন, জেনেভা ক্যাম্পে গত রাতেও সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েছে যৌথ বাহিনী। অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গুলি ও মাদক উদ্ধার, শীর্ষ মাদক কারবারি পিচ্চি রাজাসহ গ্রেপ্তার করা হয় ৫৫ জনকে। অভিযানে একটি পিস্তল, একটি রিভলবার, ২০ রাউন্ড পিস্তলের গুলি উদ্ধার করা হয়। মাদক ও অস্ত্র উদ্ধারের ক্ষেত্রে র‍্যাব এখন অনেক বেশি তৎপর বলেও জানান তিনি।

পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) ইনামুল হক সাগর বলেন, সরকার পতনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা কার্যক্রম পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন থানার অস্ত্র লুট হয়। সেই সব অস্ত্র ও মাদক উদ্ধারসহ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে গত বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) থেকে মাঠে নামে যৌথ বাহিনী। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে সর্বশেষ গত ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৪২টি অস্ত্র উদ্ধার এবং ৯৭ মামলায় ১১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের লুট হওয়া ৭৫ শতাংশ অস্ত্রই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

রোডম্যাপ প্রণয়ন: ৭ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিসিবিএল), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম), বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম) ও ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ)। আলোচনা সভায় এসব প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহী প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন এবং তাদের মতামত প্রদান করবেন। এর আগে গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিএসইসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বর্তমান কমিশন বিএসইসি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছে। পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও সংস্কারের রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে পুঁজিবাজারের সব অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

পানি কমেছে তিস্তায়

তিস্তার কাউনিয়া পয়েন্টে দশমিক ১৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। ফলে তিস্তার চরাঞ্চল ও বাম তীরের নিম্নাঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়ে হাজারো পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। তলিয়ে যায় কৃষকের ফসল, ভেসে যায় পুকুরের মাছ। শনিবার রাত থেকে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও রোববার রাত থেকে পানি কমতে শুরু করেছে। এদিকে তিস্তার পানি প্রবাহ কম গেলেও নতুন করে নদী ভাঙনের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কাউনিয়ার মধুপুর ইউনিয়নের তিস্তার তীরবর্তী চরগনাই এলাকার বাসিন্দা আজমল ও জসিম মিয়া জানান, গতকাল রোববার থেকে পানি নামতে শুরু করেছে। এতে বাড়ির থেকেও পানি সরে যাচ্ছে। যদিও পানি কমলেও নতুন করে দেখা দিয়েছে ভাঙন আতঙ্ক। প্রতি বছর আমাদের ফসলি জমি নদী পেটে চলে যাচ্ছে। এবারও চলে যাবে হয়তো। এ নিয়ে চিন্তায় আছি। তাই আর কোনো আশ্বাস নয়, তিস্তা মহা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি। স্থানীয় আরেক বাসিন্দা নিতাই চন্দ্র জানান, শুক্রবার থেকে হঠাৎ উজানের পানি আসতে থাকে। ফলে নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়। শনিবার রাত থেকে পানি হু-হু করে বাড়ে। তবে এখন কমতে শুরু করেছে। ডালিয়া পাউবোর উপ-প্রকৌশলী মোহাম্মদ রাশেদীন বলেন, উজানের ঢল আর বর্ষণে তিস্তায় পানির প্রবাহ বেড়েছিল। তিস্তার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করলেও বর্তমানে কমতে শুরু করেছে। তিস্তা ব্যারাজের ৪৪টি গেট খুলে দিয়ে পানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে। রংপুরের জেলা প্রশাসক রবিউল ফয়সাল জানান, কয়েকদিনের বৃষ্টিপাত আর উজানের ঢলে তিস্তায় পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক এলাকায় মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছিলো। সেটি গতকাল রাত থেকে কমে গেছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে পানিবন্দি পরিবারগুলো মাঝে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

শফিক রেহমানের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

আসাদুজ্জামান নূরের আদালত মাহমুদুর রহমান ও সাংবাদিক শফিক রেহমানসহ পাঁজ জনের পৃথক দুই ধারায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। দণ্ডিত অপর তিন আসামি হলেন- জাসাস নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ, রিজভী আহমেদ সিজার ও মিজানুর রহমান ভুঁইয়া। আসামিদের দণ্ডবিধির ৩৬৫ ধারায় (অপহরণের অভিযোগে) পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাদের আরও এক মাসের কারাভোগ করতে হবে। এ ছাড়া একই আইনে ১২০-খ ধারায় (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। দুই ধারার সাজা একসঙ্গে চলবে বলে বিচারক রায়ে উল্লেখ করেছিলেন।

৫৩ বছরেও সংবিধান জনগণকে

আইনে কি আপনি লিখছেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবে কি করছেন। আইন সবার জন্য সমান এটা আমরা সবাই বলি কিন্তু এটা কতটা মানা হয়? সংবিধান সংশোধন করেন আর নতুন করে লিখেন তাতে কিছুই হবে না যদি না রাজনীতিবিদরা আপ্ত বাক্য হিসেবে মানেন। সিনিয়র সাংবাদিক মাসুদ কামাল বলেন, দেশে যখন কোন বিপ্লব হয় সেটা কি সংবিধান মেনে হয়? যদি না হয়, '২৪ এর গণ অভ্যুত্থান আমাদের জাতীয় জীবনে বড় এক ঘটনা তাহলে সংবিধান কি এটা ধারণ করে? কেন করে না? সংবিধান কি বিপ্লব, গণঅভ্যুত্থানের কোন অপশন রাখে না? যে ঘটনা আমাদের পুরো জাতিকে পরিবর্তন করে দেয়, পুরো জাতির আকাঙ্খা পূরণ করে দেয়, সেটা সংবিধান ধারণ করে না তাহলে এটা কেমন সংবিধান? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কি সংবিধানের আলোকে হয়েছিলো প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, ৫ আগস্ট যে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলো এটা কি সংবিধান অনুযায়ী হয়েছে? তাহলে আমরা যেটাকে সংবিধান বলছি, যা আমাদের পুরো জাতিকে দিকনির্দেশনা দিবে, যা যা করতে হবে এই অনুযায়ী আমরা করবো। কিন্তু এটা তো আমরা করলাম না তাহলে সংবিধান লঙ্ঘন করা হলো কি সংবিধানের সর্বোচ্চ প্রতিপালন? জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, আমরা যদি নতুন করে সংবিধান লিখতে চাই তাহলে আমাদের সামনে গণপরিষদের প্রশ্ন আসবে, সে গণপরিষদের সদস্য কারা হবেন সে প্রশ্ন আসবে। রাজনৈতিক দলগুলো রাজি কি না সে প্রশ্ন আসবে। এই মুহূর্তে আমরা ঐক্যমতে আসতে পারবো কি না সে প্রশ্নও আসবে। সেখানে আমরা ঐক্যমতে আসতে না পারলে সংকট প্রকট হবে এমন ভয় আমার মধ্যে আছে। গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বলেন, বাংলাদেশে কেউ যদি নতুন সংবিধান করতেও চায় সেটা আকাশ থেকে নতুন করে শুরু করবে তা না। সুতরাং আমাদের যে কনটেক্সট সেটা আমরা বাদ দিতে পারবো না। এটা রেখেই আমাদের শুরু করতে হবে। সেই জায়গা থেকে সংবিধান যদি উইল অফ দ্যা পিপল হয় তাহলে সেটা কিভাবে ঠিক করব। আমার কাছে মনে হয় এটা পলিটিকাল উইশডম থেকে ঠিক করা দরকার।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে একটা নতুন রাজনৈতিক বন্দবস্ত দরকার, নতুন রিপাবলিক দরকার। এই বিষয়ে সম্ভবত সবাই একমত হবে। কিন্তু এটার ভিত্তি কি হবে...সংবিধান নতুন চাই অথবা সংস্কার চাই; একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান চাই সে ব্যাপারে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, আন্দোলন শেষ হবার দুই মাস পূরণ হবার আগেই বিভক্তি শুরু হয়ে গেছে। আন্দোলনে কার কতজন শহীদ হয়েছে, কে আন্দোলনের প্রবক্তা, কোন দলের কতটা অবদান সে নিয়ে কথা বলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আন্দোলনের স্পিরিটে তো এটা ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের পরেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারিনি।

সাংবাদিক শফিক রেহমানের

আদালতে হাজির হন সাংবাদিক শফিক রেহমান। একই মামলায় গতকাল রবিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের আগে যেকোনও সময় থেকে বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ মামুনসহ বিএনপি ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত অন্যান্য দলের উচ্চপর্যায়ের নেতারা রাজধানীর পল্টনের জাসাস কার্যালয়ে, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার একত্রিত হয়ে যোগসাজশে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে আমেরিকায় অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। ওই ঘটনায় ২০১৫ সালের ৩ আগস্ট ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে পল্টন মডেল থানায় মামলাটি করেন। ২০১৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক শফিক রেহমানসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ। এ মামলায় সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ১২ জন সাক্ষ্য দেন। সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ এবং হত্যাচেষ্টার মামলায় ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূরের আদালত মাহমুদুর রহমান ও সাংবাদিক শফিক রেহমানসহ পাঁজ জনের পৃথক দুই ধারায় সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন। দণ্ডিত অপর তিন আসামি হলেন- জাসাস নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ, রিজভী আহমেদ সিজার ও মিজানুর রহমান ভুঁইয়া। আসামিদের দণ্ডবিধির ৩৬৫ ধারায় (অপহরণের অভিযোগে) পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাদের আরও এক মাসের কারাভোগ করতে হবে। এছাড়া একই আইনে ১২০-খ ধারায় (অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র) দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। দুই ধারার সাজা একসঙ্গে চলবে বলে বিচারক রায়ে উল্লেখ করেছিলেন।

শৃঙ্খলা আসছে না গণপরিবহনে

করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি। পরিবহন মালিক সমিতিতে নতুন নেতা এলেও পুরনো অবস্থা বদলায়নি। সিটি করপোরেশনের কাছে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির আগের কমিটির নেতারা বাসপ্রতি এক লাখ টাকা করে চাঁদা চেয়েছিলেন। এখনো অবস্থা অনেকটা সেরকমই রয়েছে।সূত্র জানায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনে গত ১২ সেপ্টেম্বর বাস রুট রেশনালাইজেশনের ২৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিবহন মালিকদের চাওয়া আগের নেতাদের মতোই। সমিতির কাছ থেকে রুট পারমিট নিতে হবে এবং এর জন্য টাকা দিবে হবে। পাশাপাশি পরিবহন নেতারা পুরনো বাসের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং ব্যাংকঋণের নিশ্চয়তা চেয়েছেন। এমনকি মালিকরা বাস চালানো বন্ধের হুমকি দিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে কঠোর হবে সরকার। দরকার হলে শূন্য জায়গায় বিআরটিসি চালানো। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বাস চালানোর জন্য চিঠি দেয়া হচ্ছে। যারা রাজি থাকবে তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রকল্প সফল করা হবে।সূত্র আরো জানায়, যাত্রী সংকটে পড়ে ধীরে ধীরে নগর পরিবহন থেকে বের হয়ে যায় বেসরকারি মালিকানার বাসগুলো। আর লোকসানের বোঝা বয়ে চলতে থাকে বিআরটিসি। নগর পরিবহন চালিয়ে বিআরটিসি প্রায় ১১ কোটি টাকা লোকসান করেছে। নগর পরিবহনের অসফলতার পেছনে মূল কারণ বেসরকারি পরিবহন মালিকরা সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসতে চান না। তাদের ধারণা এতে মূল মুনাফা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি পরিবহন ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ কমে যাবে, বন্ধ হবে চাঁদাবাজির সুযোগ। হুটহাট কর্মবিরতির নামে সরকারকে চাপে ফেলার সুযোগও হাতছাড়া হবে।এদিকে বিগত ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে বাস রুট রেশনালাইজেশনের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু হয়। ওই সময় ওই পথে রজনীগন্ধা, মালঞ্চ, মিডলাইন, সিটি লিংকসহ ১৩টি রুটের ৩৮২টি বাস চলাচল করতো। সেসব বাস পরবর্তী এক মাস অর্থাৎ ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরিয়ে নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে এসেও কোনো বাস সরেনি। উল্টো নগর পরিবহনই সরে গেছে। অথচ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাস ঠিকই সড়কে চলছে, আর উধাও হয়েছে নগর পরিবহনের বাস। শুরুতে ট্রান্সসিলভা নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বাসকে রেশনালাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। লোকসানের মুখে বাস কম্পানিটি সরে গেছে। অন্য একটি কম্পানির কিছু বাস এই প্রক্রিয়ায় চলাচল করলেও রেশনালাইজেশনের মূলনীতি থেকে তারা সরে এসেছে। শুধু বিআরটিসির বাসের ভরসায় ২১ ও ২৬ নম্বর দুটি রুট নামমাত্র টিকে আছে। দুটি পথেই ৩০টি করে বাস চলার জন্য কাগজে অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে ২০টি বাসও চলে না। অথচ মোট চার পথে ১০০ বাস চলার কথা। এ প্রসঙ্গে বিআরটিসির চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম জানান, শুরু থেকেই বিআরটিসি লোকসান দিয়ে যাচ্ছে। নগর পরিবহনের রুটে অন্য বাস চলে। যাত্রী না পাওয়ায় বিআরটিসির বাস কমে এসেছে। কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়নি।

সাইবার আইনের মামলা প্রত্যাহার

জালিয়াতিকে 'কম্পিউটার অফেন্স' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মোট ১ হাজার ৩৪০টি মামলা চলমান। এর মধ্যে ৪৬১টি মামলা তদন্তকারী সংস্থার কাছে তদন্তাধীন এবং ৮৭৯টি মামলা দেশের আটটি সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মামলাগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের অধীনে ২৭৯টি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে ৭৮৬টি এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের অধীনে ২৭৫টি মামলা চলমান। বর্তমান সরকার স্পিচ অফেন্স সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১ হাজার ৩৪০টি স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মামলার মধ্যে বিচারাধীন ৮৭৯টি মামলা আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত প্রত্যাহার করা হবে। তদন্তাধীন ৪৬১টি মামলা চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে। এসব মামলায় কেউ গ্রেপ্তার থাকলে তিনি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন।

২৬ দিনে ২৪৩ অস্ত্র উদ্ধার

র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসারের সমন্বয়ে যৌথবাহিনী।

৯৭ দশমিক ১২শতাংশই যাবে

বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ১৩১ কিমি উজানে পশুর নদীর পূর্বতীরে মোংলা বন্দর অবস্থিত। সমুদ্র থেকে মোংলা বন্দরের জেটি পর্যন্ত ১৩১ কিমি চ্যানেলের মধ্যে দুটি স্থানে নাব্য সংকট বেশি, যার একটি সমুদ্র থেকে পশুর চ্যানেলের প্রবেশমুখের আউটার বার এলাকা এবং অপরটি মোংলা বন্দরের জেটি থেকে হারবাড়িয়া পর্যন্ত। মোংলা বন্দরে জোয়ারের সহায়তায় সাড়ে ৯ থেকে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আনার জন্য চ্যানেলে ন্যূনতম ৮ দশমিক ৫ মিটার সিডি গভীরতা প্রয়োজন। আউটার বার এলাকা সমুদ্রের কাছে হওয়ায় সেখানে ড্রেজিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া আউটার বারে পলির হার তুলনামূলক কম হওয়ায় সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের পরিমাণ কম। ইনার বার এলাকায় অত্যধিক পলি পড়ে। এই এলাকার প্রায় অর্ধেক সুন্দরবন পরিবেষ্টিত। পলির কারণে এ এলাকায় ড্রেজিং করলে দ্রুত ভরাট হয়ে যায়। ফলে বারবার ড্রেজিং করেও চ্যানেলের গভীরতা সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। মোংলা বন্দরের জেটি থেকে রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার চ্যানেলে পলিজনিত কারণে নাব্য সমস্যা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নদীশাসনের মাধ্যমে পলির হার কমিয়ে পশুর চ্যানেলের নাব্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সে অনুযায়ী নতুন প্রকল্পটি নেওয়া হচ্ছে। পশুর নদীর পানিতে গচ্চা ১২৩ কোটি এর আগে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আমদানি করা কয়লা নৌপথে পরিবহনে ১২২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা ব্যয় করে খনন করা হয় মোংলার পশুর চ্যানেল। তবে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালু না হওয়ায় খনন করা চ্যানেলের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে চ্যানেলটি খনন করা হয় সেই উদ্দেশ্যও পূরণ হচ্ছে না। এমনকি আড়াই বছর অতিবাহিত হলেও চ্যানেলটির মেইনটেন্যান্স করা হয়নি। এতে পলি পড়ে ফের আগের অবস্থায় ফিরছে চ্যানেলটি। সাড়ে ২৯ কোটি টাকার সমীক্ষা, ৯৭ শতাংশই যাবে পরামর্শকের পকেটে! আইএমইডির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আমদানি করা কয়লা নৌপথে পরিবহনে মোংলা বন্দরের জেটি নম্বর ৯ থেকে উজানে ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত পশুর নদীর পর্যাপ্ত নাব্য অর্জন হয়েছে। তবে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার অনেক আগে ড্রেজিংয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় ড্রেজিংয়ের সুফল পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। এরই মধ্যে রামপালে নদীর গতিপথেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নদীর অনেক জায়গা বড় মাদার ভেসেল চলাচলের মতো নাব্য হারিয়েছে। তবে নিয়মিত মেইনটেন্যান্স ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে বড় জাহাজ চলাচল করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে চালুর সিদ্ধান্তও বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা সময়মতো প্রকল্পের কাজ শেষ করেছি। কিন্তু সময়মতো শেষ হয়নি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র। তবে বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা না এলেও অনেক শিল্প-কারখানায় পণ্য পরিবহনে চ্যানেলটি ব্যবহার করা হচ্ছে। নৌযান চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ভারী নৌযান চলাচল করতে পারে।

নাবিল গ্রুপের এমডি ও পরিবারের

কোম্পানির নামে পরিচালিত হিসাবের লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার পাশাপাশি তাদের নামে কোনো লকার থাকলে তা জব্দ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে তার তথ্য (হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ফরম, হালনাগাদ লেনদেন বিবরণী) পাঠানোর অনুরোধ করেছে বিএফআইইউ। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে 'জোরজবরদস্তি' করে ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেয় আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপ। এরপর এ গ্রুপটি যেমন নামে-বেনামে একাধিক কোম্পানি খুলে অনিয়মের মাধ্যমে ব্যাপক ঋণ নিয়েছে, তেমনি সুবিধাভোগীদেরও সুযোগ করে দেয়। তাদের মধ্যে অন্যতম রাজশাহীভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি শুধু ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নামে-বেনামে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

যুক্তরাষ্ট্রকে পাট-বস্ত্র ও জাহাজ

সেক্টরে আমাদের দক্ষ জনবল রয়েছে। উপদেষ্টা বলেন, পলিথিন ও প্লাস্টিক সামগ্রীর বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগ ও জুট জিও টেক্সটাইল বহুমুখী পাটপণ্য ইত্যাদি উদ্ভাবনের ফলে দেশে-বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২৮২ ধরনের বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে। এ ছাড়াও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পাটজাত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে পাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটের সত্তর ভাগ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। নৌপরিবহন উপদেষ্টা দেশের প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের ডকইয়ার্ড নির্মাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি সহায়তা কামনা করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরসহ দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের অনুরোধ জানান। উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ আইওএম-এর 'সি' ক্যাটাগরির একটি সদস্য রাষ্ট্র। বাংলাদেশের মেরিন একাডেমিগুলো থেকে অত্যন্ত দক্ষ ও মেধাবী নাবিক তৈরি করা হচ্ছে, যারা অত্যন্ত পেশাদারত্বের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শিপিং পরিচালনা করে দেশের জন্য সুনাম বয়ে নিয়ে আসছে। মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশের তৈরি রেডি মেড গার্মেন্টসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য বিভিন্ন পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবত নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে বন্ধুপ্রতীম দুই দেশের কূটনীতিক সম্পর্কের গৌরবময় ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব সময় বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। উভয় দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগামীতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। এ সময়ে তিনি বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠক শেষে উপদেষ্টা মার্কিন চার্জ দ্য আফেয়ার্স ও তার প্রতিনিধিদলের অন্যান্যদের পাটের তৈরি সুভেনির হস্তান্তর করেন। বৈঠকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুর রউফ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) সঞ্জয় কুমার বণিকসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দখল-দূষণে একের পর এক মরছে

জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত বলেন, বাংলাদেশে পর্যাপ্ত আইন থাকলেও প্রয়োগ নেই। এরজন্য আমরা অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বুড়িগঙ্গা নদী দূষণের প্রধান একটি কারণ ট্যানারি শিল্প। সেটাকে সাভারে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দূষণরোধ করা হয়নি। এর ফলে বুড়িগঙ্গার পরিবর্তে ধলেশ্বরী নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মায়ের কোলে সন্তানের যেভাবে লালন সেভাবে দেশ বাঁচাতে নদীকে যত্নে লালন জরুরি। আইননু নিশাতের মতে, উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও গড়তে পারি নদী বাঁচানোর নজির। নদী রক্ষায় পরিকল্পনা ও জনসচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। তবেই নদী ফিরে পেতে পারে হারানো যৌবন। বইবে স্বচ্ছ জলরাশি।

ইসরায়েলি হামলায় বাস্তুচ্যুত ১০ লাখ

৩৪ বছর বয়সী সাংবাদিক সারা তোহমাজ বিবিসিকে বলেছেন, তাকে গত শুক্রবার বৈরুতের কাছে তার বাড়ি থেকে তার মা ও দুই সহোদরসহ বেরিয়ে আসতে হয়েছে। গাড়িতে করে সিরিয়া হয়ে জর্ডানে এসেছেন তিনি। জর্ডানে পৌঁছাতে তাদের প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় লেগেছে। তোহমাজ বলেন, 'আমি মনে করি আমরা যথেষ্ট ভাগ্যবান যে জর্ডানে আমাদের থাকার মতো জায়গা আছে। সেখানে মায়ের দিকে আত্মীয়রা আছে। পরে কী হবে আমরা জানি না এবং আবার কখন ফিরতে পারবো তাও জানি না।' গত বছরের অক্টোবর থেকে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত চলছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালানোর একদিন পরই হিজবুল্লাহ ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ইসরায়েলি অবস্থানে গুলি চালায়। এরপর থেকে হিজবুল্লাহ যোদ্ধাসহ শত শত মানুষ মারা গেছে এবং উভয়পক্ষে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। রোববার ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা ইয়েমেনে হুতিদের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। সেখান বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রাস ইসা ও হুদাইদায় বন্দরে হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েল বলছে, হুতিরা সম্প্রতি যে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে তার পাল্টা জবাব হিসেবে ইসরায়েলি বিমান হুতিদের সামরিক স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। একই সঙ্গে ইরানি অস্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস করার জন্যে। ইয়েমেনের বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণকারী শিয়া গোষ্ঠী হুতিরা ইসরায়েলি হামলাকে 'নিষ্ঠুর আগ্রাসন' হিসেবে উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করে জানিয়েছে, হামলায় চারজন নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়েছেন।

সবমিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে বৃহত্তর সংঘাতের আশঙ্কা করছেন অনেকে। হিজবুল্লাহ বা ইরানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের বিষয়ে ইসরায়েলকে সতর্ক করে ওয়াশিংটন বলেছে, বড় ধরনের সংঘাত হলে উত্তর ইসরায়েলে যেসব মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের ঘরে ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

৩২৬ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বরখাস্ত, ১৬ বছর পর ফিরলেন স্বপদে

স্টাফ রিপোর্টার : ১৬ বছর আগে কুমিল্লার দেবিদ্বারের মোহাম্মদপুর সেরাজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আবদুস সাত্তার। সে সময় এ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩২৬ টাকা আত্মসাতের ওঠে। অভিযোগ ওঠার পর তাকে বরখাস্ত করা হয়। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগটি মিথ্যা দাবি করে আদালতে মামলা করেন তিনি। মামলাটি লড়েন দীর্ঘ ১৫ বছরের বেশি সময়। উচ্চ আদালত গত ৩০ এপ্রিল অধ্যক্ষ পদে পুনর্বহালের রায় দেন। গত রোববার কলেজে স্বপদে ফিরেছেন তিনি। অধ্যক্ষের আগমনে কলেজে দেখা যায় সাজ সাজ রব। অধ্যক্ষকে বরণে অপেক্ষায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ এলাকাবাসী। বর্ণাঢ্য র‍্যালি, ফুলেল শুভেচ্ছা ও বিভিন্ন স্লোগানে প্রায় ১৬ বছর পর কলেজ ক্যাম্পাসে আসেন আবদুস সাত্তার। পরে অধ্যক্ষের আগমন উপলক্ষে দোয়া আলোচনা সভা হয়। জানা গেছে, ২০০৭ সালের মোহাম্মদপুর সেরাজুল হক কলেজের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অধ্যক্ষ পদ থেকে আবদুস সাত্তারকে সাময়িক বরখাস্ত করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে তৎকালীন দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দেবিদ্বার জোবেদা খাতুন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ মাসুদ পাখীকে আহ্বায়ক, জাফরগঞ্জ মীর আবদুল গফুর কলেজের অধ্যক্ষ বাবুল ভূঁইয়া ও দুয়ারিয়া এজি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়াকে সদস্য করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি, কলেজ তহবিলের ৩২৬ টাকা আত্মসাৎ করেছেন মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করে। এ অভিযোগে তাকে ২০০৯ সালে ১ জানুয়ারি থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়। ওই বরখাস্তের প্রতিবাদে আবদুস সাত্তার আদালতে মামলা করেন। ২০১৮ সালের ৫ জানুয়ারি উচ্চ আদালত আবদুস সাত্তারকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানসহ অধ্যক্ষ পদে বহাল থাকার রায় দেন। রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। ফের মামলাটি চলমান থেকে। চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাঈমা হায়দার ওই আপিল খারিজ করে তার সমুদয় বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ অধ্যক্ষ পদে পুনর্বহালের রায় বহাল রাখেন। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ আবদুস সাত্তার বলেন, রাজনৈতিক প্রভাবে আমাকে বিনা দোষে হয়রানি করা হয়েছে। সাময়িক বরখাস্ত করাকালে আমার বেতন ভাতাদির অর্ধেক দেওয়ার নিয়ম থাকলেও সেটি বন্ধ রাখা হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের হুমকির মুখে আমি কুমিল্লায় বাসা নিয়ে থাকলেও সেখানেও পুলিশ পাঠানো হয়। উচ্চ আদালতে করা মামলা তুলে নিতে হাইকোর্টের বারান্দা থেকে সন্ত্রাসী ক্যাডার দিয়ে আমাকে তুলে এনে নির্যাতন করেছিল। এ বিষয়ে দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিগার সুলতানা বলেন, আদালতই আবদুস সাত্তারকে মোহাম্মদপুর সেরাজুল হক কলেজকে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি কাগজপত্র দেখে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছি।

খুব দ্রুতই এ আঁধার কেটে যাবে: শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের জনগণকে শক্তি ও সাহস নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসি-না আশা প্রকাশ করে বলেছেন, 'খুব দ্রুতই এ আঁধার কেটে যাবে।' জন্মদিন পালন করায় দলীয় নেতাকর্মীসহ দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত রোববার রাতে দলের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিটি আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আপলোড করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের আপামর জনসাধারণ ও দলীয় নেতাকর্মীরা এ কঠিন সময়েও শত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে এবং বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করায় সবার প্রতি তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

সম্পাদকীয়

সুন্দরবনে হরিণ শিকারিদের দৌরাত্ম্য চরমে

বৈষম্যবিরোধী কোটা সংস্কার আন্দোলনে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। এতে দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কাজে বিঘ্ন ঘটে। এ সুযোগে শিকারিরা হরিণ নিধনে মেতে উঠেছে। বনের আশপাশ এলাকার শিকারিরা বেপরোয়া হয়ে নিয়মিত হরিণ শিকার করে মাংস বিক্রি করছে। ফাঁদ পেতে, বিষটোপ দিয়ে এবং গুলি করে হরিণ হত্যা করা হচ্ছে। যদিও সুন্দরবনে বন্য প্রাণীর শিকার ও চোরাচালান নতুন কিছু নয়। জেল বা জরিমানা-যতই ব্যবস্থা নেওয়া হোক না কেন, শিকারিদের দৌরাত্ম্য কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না। বিস্তৃত সুন্দরবনে অনেকগুলো শিকারি চক্র তো আছে, এর সঙ্গে যুক্ত আছে চোরাচালানকারী চক্রও। ফলে কীভাবে সুন্দরবনের বন্য প্রাণী শিকার ও পাচার বন্ধ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সুন্দরবন-সংলগ্ন এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখান থেকে নদী পার হলেই গহিন জঙ্গলে ঢুকে যাওয়া যায়। গোটা সিন্ডিকেটের একদল থাকে সুন্দরবনের ভেতরে, আরেকদল পরিবহণ ও বেচাকেনার সঙ্গে জড়িত। চড়া দামে হরিণের মাংস বিক্রির জন্য ক্রেতাদের কাছে জীবন্ত হরিণ নিয়ে তাঁদের সামনেই জবাই করা হচ্ছে-এমন ঘটনাও ঘটছে। আবার বনের মধ্যে জবাই করা হরিণের ছবি-ভিডিও অনলাইনে পাঠানো হচ্ছে বাইরের ক্রেতাদের কাছে। যে কারণে অনেকের কাছে হরিণের মাংসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এই চক্রের অপতৎপরতা ওপেন সিক্রেট হলেও তাদের দৌরাত্ম্য থামাতে কর্তৃপক্ষের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই। এভাবে নির্বিচারে হরিণ শিকার চলতে থাকলে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পরবে। তাই জীববৈচিত্র রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা। বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যদি সঠিক নজরদারি না দেয়, তাহলে এই অপকর্ম চলতে থাকবে। তাই সচেতনতা বাড়াতে হবে। সচেতনতা বাড়াতে পারলে সুন্দরবনে হরিণ শিকারিদের অপতৎপরতা ঠেকানো যাবে। এবং সুন্দরবনের রেঞ্জগুলোর কাছে শিকারিদের একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। তবে তালিকার বাইরেও অনেক মানুষ শিকারের সঙ্গে যুক্ত। এখন তালিকার ভেতর-বাইরের শিকারিসহ গোটা সিন্ডিকেট ধরতে না পারলে সুন্দরবনে বন্য প্রাণী শিকার কখনোই বন্ধ হবে না। যথাযথ পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া সেটি সম্ভব নয়। এখানে বন বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বনরক্ষী এর সাথে যুক্ত থাকতে পারে। তবে কোনো অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বনরক্ষী থাকলে তাঁকেও ছাড় দেওয়া যাবে না। চোরাশিকারীদের সঙ্গবদ্ধ দলকে এবং হরিণ শিকারে উৎসাহ দাতাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে প্রতিহত করতে হবে। নয়তো হরিণ শিকার মহামারি আকার ধারণ করবে। হারিয়ে যাবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য মায়াবী চিত্রা হরিণ।

এখন তালিকার ভেতর-বাইরের শিকারিসহ গোটা সিন্ডিকেট ধরতে না পারলে সুন্দরবনে বন্য প্রাণী শিকার কখনোই বন্ধ হবে না। যথাযথ পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া সেটি সম্ভব নয়। এখানে বন বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বনরক্ষী এর সাথে যুক্ত থাকতে পারে। তবে কোনো অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বনরক্ষী থাকলে তাঁকেও ছাড় দেওয়া যাবে না। চোরাশিকারীদের সঙ্গবদ্ধ দলকে এবং হরিণ শিকারে উৎসাহ দাতাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে প্রতিহত করতে হবে। নয়তো হরিণ শিকার মহামারি আকার ধারণ করবে

বাড়ছে কন্যাশিশু নির্যাতন
প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি

মানবসমাজে দিন দিন অপরাধের সংখ্যা বেড়েই চলছে। বিশেষ করে নারী নির্যাতনের মতো ঘটনা মহামারি আকার ধারণ করছে। একদিকে সমাজ ও সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই যেন এ প্রবণতা বেড়ে চলেছে; অন্যদিকে নারীর অবমাননা বা নারীর ওপর নির্যাতন সমাজে প্রতিনিয়ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায়, ঘরে-বাইরে-কর্মক্ষেত্রে কোনো জায়গায়ই নারীরা নিরাপদ নয়। সব জায়গায় নারীরা নির্যাতনের শিক্ষার হচ্ছে। নারী নির্যাতন রোধে দেশে বহু আইন রয়েছে। তবুও কেন এত সহিংসতা? সম্প্রতি জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের করা একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৮ মাসে ২২৪ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৮১ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে। আত্মহত্যা করেছেন ১৩৩ জন কন্যাশিশু। পানিতে ডুবে মারা গেছে ১৮৭ জন কন্যাশিশু। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক বছর বয়সের শিশুরাও এই জঘন্যতম অপরাধের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা নিকটাত্মীয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া ৩২ জন কন্যাশিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ৮ মাসে মোট ২৮ জন কন্যাশিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। প্রতিবেদন বলছে, গত ৮ মাসে ১৩৩ জন কন্যাশিশু আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এর পেছনে মূলত যে কারণগুলো কাজ করেছে, তা হলো হতাশা, পারিবারিক মতানৈক্য বা দ্বন্দ্ব, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া, যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। এই সময় ৮১ জন কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এর অন্যতম কারণ ছিল পারিবারিক দ্বন্দ্ব, শত্রুতার জের, ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন ইত্যাদি। অপহরণ ও পাচারের শিকার হয়েছে ১৯ জন কন্যাশিশু। গৃহশ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১০টি। রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে ২০ জন কন্যাশিশুর। ১৮৭ জন কন্যাশিশুর পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণের তথ্য পাওয়া গেছে। নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য গত তিন দশকে বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বরে সর্বশেষ সংশোধন করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী নির্যাতন আইন সংশোধন করা হলেও সেখানে আইনের অনেক ফাঁকফোকর ও বৈষম্যমূলক ধারা রয়েছে। এ সহিংসতা বন্ধের জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ যেমন দরকার, তেমনি সামাজিক সচেতনতাও প্রয়োজন। এজন্য সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে শিশু ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। সেই সঙ্গে আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন নিয়ন্ত্রণে সরকারের উদ্যোগের বিকল্প নেই।

বিদ্যমান আইনে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নারী নির্যাতন আইন সংশোধন করা হলেও সেখানে আইনের অনেক ফাঁকফোকর ও বৈষম্যমূলক ধারা রয়েছে। এ সহিংসতা বন্ধের জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ যেমন দরকার, তেমনি সামাজিক সচেতনতাও প্রয়োজন। এজন্য সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে শিশু ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে

মব জাস্টিস বাড়ছে কেন?

হাবীব ইমন

১৯৭৪ সালে সালের কথা, কবি রফিক আজাদ একটি কবিতা লিখেছিলেনড়'ভাত দে হারামজাদা'। ৩৩টি ছন্দোবদ্ধ পঙ্?ক্তির এ কবিতা লেখার পর সে সময় কবিকে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এখনো সেই ভাত! সম্প্রতি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড-খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের ক্যান্টিনে ভাত খাইয়ে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ভাবছি, কোথায় আমরা স্বস্তিতে আছি? সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের দেখতে হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই লাউ-কদুর ছকের পুনরাবৃত্তি দেখতে চেয়েছি? বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া বিশ্বজিৎ, আবরার হত্যা ঘটনাগুলোই এখন সামনে আসছে। সেই ঘটনাগুলো আমরা তখনো সমর্থন জানাইনি। এখনো করছি না। তখনকার সংকুচিত পরিসরেও আমরা সেসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছি। চলতি যে ঘটনাগুলোর কথা আমরা বলছি, সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতি-উত্তরও বিদ্রূপভাবে সামনে টানা হচ্ছেড়'এত দিন কোথায় ছিলেন?' কারা এ বিদ্রূপ ছড়াচ্ছে? এর মানে হচ্ছে, যে ঘটনাগুলো এখন হচ্ছে, সেগুলো ন্যায়সংগত করার নতুন নিয়ম এটি! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কীভাবে দুজন মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পরিতাপের বিষয় হলো, নিহত দুজনের মধ্যে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন। এ রকম একজন মানসিক রোগীকে আমরা কী ভয়ংকর হিংস্রতায় হত্যা করলাম, তা-ও আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে দূরদূরান্ত থেকে আমাদের সন্তানরা আসে আন্তর্জাতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। কী হচ্ছে তারা!

'মব জাস্টিস' যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে, কয়েক দিনে আমরা তার বেশ কয়েকটি ঘটনা দেখেছি। যেখানে-সেখানে যার যেমন ইচ্ছা লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে নেমে পড়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জোর করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে মাজার ভাঙার মতো ঘটনা ঘটছে। মব জাস্টিস শেষ পর্যন্ত 'মব লিঞ্চিংয়ের' মতো হৃদয়বিদারক ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। রাজশাহীতে পা হারানো সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল মাসুদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, মাত্র তিন দিন আগে সন্তানের বাবা হয়েছিলেন তিনি। গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের লোকজন হামলা করে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শওকত আলী দিদারকে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের অতিথিকক্ষে আটকে রেখে এক যুবককে চোর সন্দেহে দফায় দফায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হামলার শিকার হয়ে সাবেক শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ ওরফে শামীম মোল্লা নিহত হয়েছেন। এ হত্যার প্রতিবাদে বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করেছেন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড তো থেমে নেই। গাইবান্ধা ও ময়মনসিংহে যৌথ বাহিনীর অভিযানের পর আওয়ামী লীগের দুজন ও বিএনপি একজন মারা গেছেন। স্বজনদের অভিযোগ, অভিযানের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতনের কারণে তারা মারা গেছেন। মব জাস্টিস নিয়ে অনেক কথা চলছে। এখন আমাদের খুঁজতে হবে এই ধরনের প্রবণতার কারণ কী? কেন এগুলো থামানো যাচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট থেকে ঘোষণা করা হলো, ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের রাজনীতি চলবে না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ফল কী এটা হতে পারে? যুক্তি দেওয়া হয় যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৯ দফার একটা দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা। জবরদখল করে অছাত্রদের রাজনীতি বন্ধ করার কথা। কিন্তু একটা ছুঁতো দিয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত হলো। এটা ভুলে গেলে চলবে না, ছাত্ররাজনীতি না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। ছাত্ররাজনীতি না হলে এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সফল হতো না। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এ জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানকে মেলানোর যে 'সমানুপাত' তৈরি হয়েছে, তাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের অতিরিক্ত ক্ষমতায়ন দেখা যাচ্ছে। 'যাচ্ছে তাই' করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখন হঠাৎ পাওয়া 'স্বাধীনতা'র (!) যে ব্যবহার করছে, তাতে তারা বেশ লাগামহীন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর যেটা ঘটেছে, সেখানে সবাই নিজেদের প্রাপ্য পেতে চাইছেন। নিজেদের সবাই 'ক্ষমতাবান' মনে করছেন। আমরা হয়তো ভুলে যেতে বসেছি, 'জুলাই অভ্যুত্থানে'র পেছনে রয়েছে দীর্ঘ সময়ের শোষণ, নিপীড়ন আর নির্মমতার অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থীদের প্রতি যে বৈষম্য হয়েছিল, সেগুলো তারা ত্বরিতগতিতে মিটিয়ে নিতে চায়। সে জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় তারা মব জাস্টিস চর্চা করে আসছে। কিন্তু তাদের এটা মনে রাখা দরকার, লড়াই করে জেতা আক্ষরিকভাবে দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। সেটি কোনোভাবেই প্রতিশোধ নিজের হাতে নেওয়ার মতো শক্তিধর হয়ে উঠতে শেখায় না। এই গণ-অভ্যুত্থান নিশ্চিতভাবেই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান। পরিতাপের বিষয়, সেখানে কেউ জনতার কথা বলছেন না। সবই এখন 'ছাত্র'রা নির্ধারণ করছেন। 'জনতা'র কাতারে কারা ছিল, তারা এখন কোথায়, কেউ তা খোঁজ করছেন না। প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত বলেছেন, তাদের ক্ষমতায় এনেছে ছাত্ররা। তাই আমরা দেখেছি সচিবালয়ে অবরুদ্ধ থাকা থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই ছাত্র মবের সহযোগিতা চেয়েছেন উপদেষ্টারা। বিভিন্ন জেলায় ছাত্ররা যাচ্ছে, প্রশাসন তাদের সর্বোচ্চ প্রটোকল দিচ্ছে, ছাত্ররা সচিবালয়ে যাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পদত্যাগে বাধ্য করার ক্ষেত্রেও এই মবই আসলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সবাই ভয় পাচ্ছে এই মবকে। 'ছাত্র' পরিচয়টি যেখানে একটি অতি বৃহৎ ঐক্য তৈরি করতে পেরেছিল, সেই পরিচয়টি এখন কেন 'ভয়ের' প্রতীক হয়ে উঠছে। এর কারণ আন্দোলনের ফসলটা চলে গেছে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির কাছে। যার প্রভাবে উপদেষ্টা পরিষদেও আমরা শ্রমিক শ্রেণির কোনো প্রতিনিধি দেখতে পাইনি। এই আন্দোলনে শ্রমিক-মজলুম জনতা যোগ দেন এবং অনেকে জীবন দিয়েছেন। কিন্তু কোনো আলোচনাতেই তারা নেই। কেউ তাদের কথা বলেও না। তাদের সঙ্গে এ পর্যন্ত কেউ কোনো ধরনের আলোচনায় বসেননি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ্য, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ নূর হোসেন, ডা. মিলনের কথা সবাই স্মরণ করলেও শ্রমিকনেতা আমিনুল হুদা টিটোর নাম খুব একটা আসে না।

বিকল্প যদি এমন হয়, তবে বিকল্প নয়, বেসাতি দায় ও দরদের গল্পের বদলে আমূল পরিবর্তন চাই। সেটা কি একদমই সম্ভব না? আমরা কি এতটাই পচে যাওয়া মানবগোষ্ঠী হয়ে গেছি? আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকে অন্তর্বর্তী সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মব জাস্টিস ও মব লিঞ্চিং অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। নাগরিকদের মানবাধিকারের মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে আপস করার সুযোগ নেই। এখানে রাষ্ট্রের নীরবতা মানে ফ্যাসিজমের নতুন কারণ তৈরি হওয়া। আগে ছিল বিচারহীনতার সংস্কৃতি, এখন মব জাস্টিস। পার্থক্য কোথায়? তর তর করে পার হওয়া মাত্র ৪৫ দিনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সেসব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না

প্রতিটি আন্দোলনে একটি জনমানস চরিত্র থাকে। ইতিহাস হাতড়ালে আমরা দেখতে পাই, যতগুলো আন্দোলন হয়েছে এদেশে হয়েছে, তার পেছনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, নেতৃত্বও দিয়েছে তারা। কিন্তু কোনো আন্দোলনই সফল হয়নি, যতক্ষণ সে আন্দোলনটি কৃষক, শ্রমিক, একেবারে সাধারণ মানুষড়জনমানস চরিত্রটি সামনে না এসেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যদি আমরা সেই জনমানস চরিত্রটি ধরে রাখতে না পারি, তাহলে এ আন্দোলনের লিগ্যাসি প্রশ্ন উঠতে বেশি সময় লাগবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই আন্দোলন নিয়ে একধরনের নেতৃত্ব শক্তি ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে সাধারণ মানুষের স্বর খুবই কম। রেসিজমের এটা একটা আকর্ষণীয় উপাদান, টেনেহিঁচড়ে ক্ষমতার বাইরে পুরোনো দলকে সামনে নিয়ে আসা। সেই একটা কায়দা, একই কৌশল, যেটা আওয়ামী লীগ শাসনামলে দেখা গেছে, সরকারবিরোধী কোনো আন্দোলন হলেই 'জামায়াত-বিএনপি' তকমা দেওয়া হতো, এখনো আন্দোলন হলেই তকমা পড়ছে 'আওয়ামী লীগ' বা কোনো এক ধরনের লীগ। প্রশ্ন হলো, ট্যাগ লাগানোর যে বন্দোবস্ত, সেখান থেকে আমরা কতটুকু বের হতে পেরেছি? তাতে ফোকাসটা অন্যদিকে নেওয়ার আরেকটি বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। প্রকৃত দোষীরা আড়ালে ঢাকা পড়ছে। ইতিহাস থেকে আসলে কেউ শিক্ষা নেয় না। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। আওয়ামী লীগকে কীভাবে ফ্যাসিস্ট, গণহত্যাকারী দল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা বা ঘায়েল করার চিরায়ত যে প্রবণতা, এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যেন এ সরকারের মূল কাজ। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে অনেক বিষয়েই। শিক্ষার্থীরা আমাদের গর্ব। তারা সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরাই ক্ষমতায় এনেছে বলে তাদের সব অন্যায় এবং অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডের বিপরীতে কথা বলা যাবে না বা জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করা যাবে না, সেটি কেন?

কোনো এক গোষ্ঠী বা দলকে যদি অতিমাত্রায় 'মহিমান্বিত' করেন, তাহলে দেখবেন আপনি-আমি এভাবেই ফ্যাসিবাদকে বারবার লালন করছি এবং ভয়ের সংস্কৃতি থেকে আর মুক্তি মিলবে না। অথচ এই গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল ভয়কে জয় করেই এবং সেটি স্থায়ী করার জন্যই।

আগে আবরার ছিল এখন তোফাজ্জল, আগে লংগদু ছিল এখন দীঘিনালা, আগে হেলমেট ছিল এখন সমন্বয়ক, আগে ভারত ছিল এখন আমেরিকা। বিকল্প যদি এমন হয়, তবে বিকল্প নয়, বেসাতি দায় ও দরদের গল্পের বদলে আমূল পরিবর্তন চাই। সেটা কি একদমই সম্ভব না? আমরা কি এতটাই পচে যাওয়া মানবগোষ্ঠী হয়ে গেছি? আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার বিষয়টিকে অন্তর্বর্তী সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মব জাস্টিস ও মব লিঞ্চিং অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। নাগরিকদের মানবাধিকারের মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে আপস করার সুযোগ নেই। এখানে রাষ্ট্রের নীরবতা মানে ফ্যাসিজমের নতুন কারণ তৈরি হওয়া। আগে ছিল বিচারহীনতার সংস্কৃতি, এখন মব জাস্টিস। পার্থক্য কোথায়? তর তর করে পার হওয়া মাত্র ৪৫ দিনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, সেসব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। এসব প্রশ্নের ফয়সালা হওয়া জরুরি। নচেৎ সরকারকে 'অশীতিপর' সংকটে পড়তে হবে।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

অন্তর্বর্তীর অন্তরে গ্যাস বিদ্যুতের চিন্তা

মোস্তফা কামাল

ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের সবচেয়ে বড় উৎসের মজুদ বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড। শোরগোল না থাকলেও সরকারের চোখ তা এড়ায়নি। নানান চ্যালেঞ্জ ও সংস্কার নিয়ে আলোচনার ফাঁকে গ্যাসের ঝুকিটি থেকে যাচ্ছিল অনেকটা অলক্ষ্যে। আওয়াজে না গিয়ে তা বেশ আমলে নিয়ে এগোচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপ। জাতীয় গ্রিডে প্রতিদিন গ্যাস যুক্ত হচ্ছে দুই হাজার ৫৯০ মিলিয়ন ঘনফুট। এর ৩৯ শতাংশই আসে মার্কিন কোম্পানি শেভরন পরিচালিত এই গ্যাস ক্ষেত্র থেকে। পরিমানে তা এক হাজার দুই মিলিয়ন ঘনফুট। বিশেষজ্ঞরা আগাম বার্তা দিয়ে রেখেছেন, আগামী দু'তিন বছরের মধ্যে বিবিয়ানায় গ্যাস উৎপাদন কমে যাওয়ার। তখন বড় ধরনের বিপর্যয় নামলে আমদানিনির্ভরতা বেড়ে যেতে পারে। গ্যাসের অভাবে এরইমধ্যে চাপে ভুগছে শিল্প, বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন। এ নিয়ে উদ্বেগ যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্তঃস্থলে। গ্যাস মজুদের টুপি (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য) হিসাব অনুযায়ী, বিবিয়ানায় গ্যাসের মজুদ থাকার কথা প্রায় ছয় ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ)।শেভরনের পক্ষ থেকে গত বছর মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে বাংলাদেশে অতিরিক্ত ৪৮১ বিলিয়ন কিউবিক ফুট (বিসিএফ) গ্যাস মজুদের কথা জানানো হয়। পেট্রোবাংলা সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, এ মজুদও বিবিয়ানার।

সংস্থাটির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, এরই মধ্যে সেই গ্যাসেরও সিংহভাগ উত্তোলন হয়েছে। সে অনুযায়ী দেশের গ্যাস উত্তোলনে শীর্ষে থাকা ক্ষেত্রটির মজুদ এখন নিঃশেষের কাছাকাছি। দেশে উত্তোলিত গ্যাস ছাড়াও জাতীয় গ্রিডে প্রতিদিন এলএনজি যুক্ত হওয়ার কথা দৈনিক ১ হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট। কিন্তু এর পুরোটাই আমদানিনির্ভর। এর সরবরাহ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে রয়েছে ভাসমান দুটি টার্মিনাল বা এফএসআরইউ। এর মধ্যে একটি অচল থেকেছে প্রায় সাড়ে তিন মাস। ফলে জাতীয় গ্রিডে দিনে ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুটের বেশি সরবরাহ দেয়া যায়নি।

টার্মিনালটি সচল হলেও এখন এলএনজি আমদানি না থাকায় এ সরবরাহ বাড়ানো যাচ্ছে না। বিবিয়ানায় চিহ্নিত মজুদের বাইরে গ্যাসের আর কোনো বড় মজুদের বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নয় সরকার। তবে, বিবিয়ানায় রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা হলে মজুদ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা দ্রুত অ্যাড্রেস করেছে সরকার। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করতে অন্তর্বর্তী সরকারের অভ্যন্তরে বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্রে উত্তোলনযোগ্য প্রকৃত মজুদ নির্ণয় ও নতুন করে কূপ খনন কার্যক্রম আরো জোরদার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিষয়টি দেশের জন্য আশা জাগানিয়া। এর বিপরীতে আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি, উৎপাদন ও দাম নিয়ে কারসাজিসহ বিভিন্ন কারণে জ্বালানির বাজার সারা বছরই থাকে দোদুল্যমান। মাঝে মাঝেই ভর করে বাড়তি দামের রেকর্ড। ফলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের ওপর নির্ভর করে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা কঠিন। এ ক্ষেত্রে অনেকের পরামর্শ ছিল নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প নেয়ার।

কারণ হিসেবে ছিল নানা যুক্তি। বাস্তবতা হলো, দেশে গ্যাস অনুসন্ধান এখনো পরিপক্ব হয়নি, বরং প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। দেশের ভূখণ্ডের অনেক অংশই এখনো অনুসন্ধানের আওতায় আনা হয়নি। কিন্তু, বড় বড় কথা শোনানো হয়েছে। স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। যদিও জীবাশ্ম জ্বালানির পৃষ্ঠপোষক, ধারক ও বাহকদের রাহুমুক্ত হয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বাসাবাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য গ্রামাঞ্চলে এখন দেখা যায় বাড়ির ছাদে ছাদে সোলার প্যানেল। নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনার বিচারে বাংলাদেশের স্থান ৪১তম, এর প্রধান কারণ অনভিজ্ঞতা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সীমিত সম্ভাবনা। তবে বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া বায়োগ্যাস, বায়োমাস, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও বায়ুবিদ্যুতের সম্ভাবনাও কম নয়। বিষুবরেখার একদম কাছাকাছি হওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিদিন ৪.০-৬.৫ কিলোওয়াট আওয়ার/বর্গমিটার সৌর বিকিরণ লাভ করে। অনুমান করা হয় যে ছাদের ওপর, নদী, হাওর, পুকুরের মতো জলাশয়ে, চাবাগানের অনাবাদি জমি ও ভূমিতে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ সিস্টেম থেকে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ২৪০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বাংলাদেশের খসড়া জাতীয় সৌরশক্তি রোডম্যাপে ২০৪১ সাল নাগাদ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে ৪০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের করা বাংলাদেশের সৌরসম্পদের ম্যাপ থেকে দেখা যায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ ও পার্বত্য এলাকায় সৌর বিকিরণ অধিক বিধায়, সেসব এলাকা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অধিকতর উপযোগী। বাংলাদেশে বায়ুবিদ্যুতের তেমন সম্ভাবনা নেই বলে এক সময় প্রচারণা ছিল। মার্কিন জাতীয় নবায়নযোগ্য শক্তি পরীক্ষাগার পরিচালিত সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দেখা যায়, বাংলাদেশের বায়ুবিদ্যুৎ সম্ভাবনা ব্যাপক। স্যোশাল বিজনেস চিন্তায়ও তা বেশ মানানসই। আর স্যোশাল বিজনেসের কথা উঠলেই প্রাসঙ্গিক আমাদের ড. ইউনূস। এর আগে, একের পর এক ভুল নীতি ও সিদ্ধান্ত আমাদের জ্বালানি খাতকে খাদের সামনে নিয়ে গেছে ও আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা অনিশ্চিত করেছে। বিদ্যুৎ প্রকল্প দরপত্রের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখা আইনত বাধ্যতামূলক হলেও প্রতিযোগিতাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। তারওপর কার বা কাদের লুটপাটের সুযোগ করে দিতে অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ও 'অসাংবিধানিক ও অবৈধ' আইনের মেয়াদ বারবার বাড়ানো হয়েছে, তা কম-বেশি প্রকাশ হয়েছে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর। রিমান্ডে সালমান এফ রহমান এসব বিষয়ে কিঞ্চিত মুখ খুলেছেন বলে গণমাধ্যমে এসেছে পুলিশের বরাতে। তাকে দিয়ে কিভাবে প্রকল্প বানিয়ে কারা টাকা হাতাতেন তাও জানিয়েছে পুলিশ। প্রকাশনার বাইরে রয়ে গেছে গ্যাস-বিদ্যুৎ খাতে আলাদিনের চেরাগ হাছিলে চুরি-লুটপাটের আরো নানান ঘটনা। প্রতিযোগিতা নির্বাসন দেওয়ার ফলে অতি উচ্চমূল্যে অদক্ষ ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থাপন করা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ক্ষমতার প্রায় ৪০ শতাংশই অব্যবহৃত। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট দিতে হচ্ছে। আবার বিদ্যুৎসংকটেরও সমাধান হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার সেই দুষ্টু পথ বন্ধ করেছে আইনগতভাবে। জায়গা মতো হাত দেয়া যাকে বলে। এতে আশার পারদ আরো বাড়ছে। গ্যাস-বিদ্যুতসহ জ্বালানিশক্তির দিকে এমন দৃষ্টিপাত আশা না জাগিয়ে পারে না। এ সবের কেবল বিহিত নয়, বিদ্যুৎ-গ্যাস সেক্টরে অনেক কিছু করার আছে সরকারের। ড. ইউনূস সরকার এর শুরুটা করে দিতে পারে। যার ফলো আপ টানতে বাধ্য হবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার।

লেখক: সাংবাদিক-কলামিস্ট; ডেপুটি হেড অব নিউজ, বাংলাভিশন

পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সব পক্ষ কি আন্তরিক?

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

পাহাড়ে উত্তেজনা ও সংঘাত হচ্ছে। খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ও বাঙালিদের উত্তেজনা ও সংঘর্ষ-সংঘাতের রেশ ছড়িয়েছে পাশের জেলা রাঙামাটিতেও। পার্বত্য অঞ্চল অশান্ত হয়ে উঠুক, সেটা কারোরই কাম্য নয়। পাহাড়ে অশান্তি আপাতত থামলেও যে ক্ষোভ ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে, তা যদি ভবিষ্যতে আরও গভীর হয় তাহলে সেটি অধিকভাবে শঙ্কার কারণ হয়ে উঠবে। এমনকি সেটি সামাল দেওয়া প্রশাসনের জন্য কঠিন হয়ে উঠবে।

ঘটনার জন্য পাহাড়ি ও অভিবাসী দুই পক্ষ থেকে পরস্পরকে দায়ী করা হচ্ছে। তবে ঘটনাটি চরম সহিংসতার দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে গুজব। সশস্ত্র আক্রমণের গুজব, অসংখ্য মানুষকে মেরে ফেলার গুজব। গুজবে গুজবে হিংসা ছড়ায়, আর জ্বলতে থাকে বাড়িঘর। এরপর মাঠে নামে সেনাবাহি-নী। পাহাড়িদের অভিযোগ, অভিবাসীরা সেনাদের প্রশ্রয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। পাহাড়িদের ওপর গুলি চালায়। সেনাদের অভিযোগ, পাহাড়িরা সশস্ত্র হয়ে সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আত্মরক্ষার্থে সেনারাও গুলি করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যা হয়েছে, যা হচ্ছে, এর সমাধান দরকার। গত শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে সরকার বিপুল সামরিক বাহিনীর সদস্য পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চেয়ে পাহাড়ের সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তখন সেখানে সশস্ত্র সংঘর্ষও হয়। প্রায় দুই দশকের সশস্ত্র লড়াইয়ের ইতি হয়েছিল ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে পরে তেমন কোনও আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এক কথায় বলা যায়, দীর্ঘ তিন দশক ধরে পাহাড়ের সমস্যা জিইয়ে রাখা হয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পাহাড় বাংলাদেশের বাইরের কোনও এলাকা নয়। পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালিদের সেটেলার বলে এক ধরনের উসকানি চলে সেখানে। এমনকি অনেক মিডিয়া এবং অ্যাকটিভিস্ট নেতিবাচক প্রচারণা চালায়। পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। পার্বত্য এলাকা যদি বাংলাদেশ ভূখণ্ড হয়, সেখানে যদি কেউ জমি কিনে বাস করে, তাদের সেটেলার বলা যাবে কিনা সেটি একটি বড় প্রশ্ন। কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরির বিষয়টি নিঃসন্দেহে উসকানিমূলক এবং ষড়যন্ত্র। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এখানে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র রয়েছে। নানা ধরনের পক্ষ-বিপক্ষ রয়েছে। পাহাড়িদের স্বাধীন দেশ গঠনের মাধ্যমে তাদের মুক্তি আসবে- এমন চিন্তা ন্যায্য কিনা সেটি খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবতে হবে। কোনও অন্যায্য বিষয়কে ন্যায্য এবং ইতিবাচক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি শুভ নয়। অযথা ভিন্ন ভিন্ন প্রলোভনে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করার ষড়যন্ত্রে পা রাখা কোনোভাবেই ন্যায্য হবে না। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকার সমান। পাহাড়িদের অবশ্যই সোচ্চার থাকতে হবে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। তাদের কোনও বৈষম্য করা যাবে না। মূলত নিজেদের নাগরিক অধিকারের দাবিতে পাহাড়িদের সোচ্চার থাকাই তাদের রাজনীতি হওয়া উচিত।

আমরা সবাই দেশের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করি। আমরা অবশ্যই সবাই পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর অধিকারের পক্ষে। কাজেই পাহাড়ে বিদ্যমান পক্ষ-বিপক্ষ সব গোষ্ঠীকে আলোচনায় বসানোর সময় এসেছে। নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে সবাইকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় এমন ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব। এক্ষেত্রে সব পাহাড়িকে অধিকার রক্ষার বিষয়ে সচেষ্ট থেকে দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে ঐকমত্য থাকা উচিত। কোনও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেওয়া কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, সব ষড়যন্ত্র থেকে বের হয়ে আসতে না পারলে আগামীর দিনগুলো আরও ভয়াবহ হতে পারে। এক্ষেত্রে সংঘাতময় উত্তেজনার ধারা থেকে বের হয়ে আসার পথ-পদ্ধতি অবিলম্বে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমাদের সবার। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সব নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখা দরকার যে পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশের শান্তিও বিনষ্ট হবে।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

লেবানন-ইসরায়েল সীমান্তে ২১ দিনের যুদ্ধবিরতির আহ্বান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহ'র মধ্যকার যুদ্ধ ক্রমশ বাড়তে থাকায় লেবাননে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তাদের অন্যান্য মিত্র দেশগুলো। খবর বিবিসির। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১১টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই সমস্যার কূটনৈতিকভাবে সমাধানের জন্য সুযোগ করে দিতে অবিলম্বে ২১ দিন লড়াই বন্ধ রাখা এবং গাজায়ও যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেছে যে এই ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ অসহনীয় এবং এটি মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকিতে ফেলবে, এর কোনোটিই ইসরায়েল বা লেবাননের জনগণের স্বার্থে নয়। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এমন সময়ে এলো, যখন ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর প্রধান তার সৈন্যদেরকে বলেছিলেন যে হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে লেবাননে ব্যাপক বিমান হামলা তাদের জন্য শত্রুদের এলাকায় প্রবেশের পথ তৈরি করে দিতে পারে। বিবিসি বলছে, আইডিএফ প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হালেভির মন্তব্যটি এটাই ইঙ্গিত করে যে লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী দ্বারা একটি স্থল অভিযান হয়তো আসন্ন। যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও কাতার। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্ব নেতাদের বৈঠকের পরে এটি হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, এই সমস্যা নিষ্পত্তি করার সময় এখনই যা বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপদে বাড়ি ফিরতে দিবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বুধবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তখন তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের জন্য উল্লেখযোগ্য সমর্থন রয়েছে। এর আগে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সেখানে নারকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজব মিকাতি বলেছেন যে তার দেশ ইসরায়েলি শত্রুদের নৃশংস আচরণের কারণে সার্বভৌমত্ব ও মানবাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘনের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি যোগ করেছেন যে তিনি আশা করছেন, একটি যথাযথ সমাধান পেয়ে তিনি জাতিসংঘের অধিবেশন ছেড়ে যেতে পারবেন। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করার কথাও বলেছেন।

চীনে রাশিয়ার গোপন অস্ত্র প্রকল্প!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য চীনে গোপনে অস্ত্র প্রকল্প চালু করেছে রাশিয়া। এই প্রকল্পে দূরপাল্লার আক্রমণের জন্য ড্রোন তৈরি করা হচ্ছে। ইউরোপীয় গোয়েন্দার দুইটি সূত্র এবং নথি পর্যালোচনা করে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। খবরে বলা হয়েছে, রুশ মালিকাধীন অস্ত্র কোম্পানি আলমাজ-আন্তের সহায়ক সংস্থা আইইএমজেড কুপোল স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় চীনে গারপিয়া-৩ নামের একটি নতুন মডেলের ড্রোন তৈরি করে পরীক্ষা করেছে। চলতি বছরের শুরুতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কুপোলের কাজের রূপরেখা দিয়ে পাঠানো প্রতিবেদনে একথা বলা হয়েছে। কুপোল রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, তারা চীনের একটি কারখানায় জি৩-সহ অন্যান্য ড্রোন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এসব ড্রোন ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযানে' ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইউক্রেনের যুদ্ধকে বিশেষ সামরিক অভিযান হিসেবে বলে আসছে রাশিয়া। এদিকে চীনে রাশিয়ার অস্ত্র প্রকল্প নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটোর একজন মুখপাত্র।

তিনি বলেছেন, ন্যাটো তাদের মিত্রদের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করছে। এ ছাড়া হোয়াইট হাউজ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলও রয়টার্সের এই রিপোর্ট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

তাইওয়ান প্রণালিতে প্রথমবার যুদ্ধজাহাজ পাঠাল জাপান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাপানের গণমাধ্যম জানিয়েছে, তাইওয়ান প্রণালিতে টহল দেওয়ার জন্য একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে ওই এলাকা নিজেদের বলে দাবি করে চীন। জাপানের দুটি দ্বীপের কাছে চীন বিমানবাহী রণতরি পাঠানোর পরই জাপান তাইওয়ান প্রণালিতে যুদ্ধজাহাজ পাঠাল। জাপানের সংবাদপত্র ইয়োমিউরি শিমবুন সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, টোকিও আসলে চীনকে স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে। সে জন্যই এই প্রথমবার তাইওয়ানের প্রণালিতে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাল জাপান। একই দিনে চীন জানিয়েছিল, তারা প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে। গত বুধবার সকালে জাপানের যুদ্ধজাহাজ পূর্ব চীন সাগর থেকে যাত্রা শুরু করে। ১০ ঘণ্টা পরে তা গন্তব্যে পৌঁছয় বলে জাপানের সংবাদপত্র জানিয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, জাপানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের নৌবাহিনীর জাহাজও ছিল। গত সপ্তাহে প্রথমবার চীনের বিমানবাহী রণতরি তাইওয়ানের কাছে জাপানের দুটি দ্বীপের পাশে চলে যায়। তার সঙ্গে ছিল দুটি ডেস্ট্রয়ার। সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এই যুদ্ধজাহাজকে তাইওয়ান প্রণালিতে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কারণ তার মতে, জাপানের এলাকায় চীন অনুপ্রবেশ করেছে। তার কোনো জবাব না দিলে চীন আরো আগ্রাসী মনোভাব দেখাবে। তবে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যুদ্ধজাহাজ পাঠানোর বিষয় নিয়ে কিছু জানায়নি।

চীনের আঞ্চলিক আধিপত্যের প্রয়াস : এদিকে চীন বারবার দাবি করেছে, তারা তাইওয়ানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়। চীনের নেতা শি চিনপিং বারবার চীনের একীকরণের কথা বলছেন। বেইজিং মনে করে, তাইওয়ান চীনের অংশ। তারা দাবি করে, এই প্রণালির পানির ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশেরই মত হলো, তাইওয়ান প্রণালিতে টহল দেওয়াটা সাধারণ ঘটনা। পানিপথ ব্যবহারের স্বাধীনতা সব দেশের আছে।

নিউ ইয়র্ক নগরীর মেয়রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল শহর নিউ ইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে চলা ফেডারেল দুর্নীতির তদন্তের পর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে মার্কিন গণমাধ্যম জানিয়েছে। প্রায় তিন বছর আগে অপরাধ দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন অ্যাডামস (৬৪)। কিন্তু তিনি ও তার বৃত্তের শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটি চক্র একাধিক ফেডারেল দুর্নীতির অভিযোগের অংশ হিসেবে ক্রমবর্ধমান তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন। দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে নিউ ইয়র্ক নগরীর এ পর্যন্ত ১১০ জন মেয়রের মধ্যে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া প্রথম মেয়র হবে অ্যাডামস, জানিয়েছে রয়টার্স। বুধবার রাতে এক ভিডিও বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাট এই রাজনীতিক দাবি করেছেন, মামলা হলে তা 'মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে করা সম্পূর্ণ ভুয়া অভিযোগ' হবে। তিনি দায়িত্বপালনরত অবস্থায়ই মামলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রত্যয় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি জানি আমি নির্দোষ। আমি যদি অভিযুক্ত হই তাহলে আমি আশু বিচারের অনুরোধ জানাবো যেন নিউ ইয়র্কাররা সত্যটি জানতে পারে।" নিজের ভিডিও বিবৃতিতে নিউ ইয়র্কবাসীকে 'ধৈর্য ধরার' ও তার জন্য 'প্রার্থনা' করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। "আমার শক্তির ও উদ্দীপনার প্রতি আউন্স দিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবো আমি," বলেছেন তিনি। বহু প্রভাবশালী রাজনীতিক ও কর্মকর্তা অ্যাডামসকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে মেয়রের পদে থেকেই অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে শিয়া সুন্নি সংঘাত নিহত ২০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিম কুররামে শিয়া ও সুন্নি জনজাতির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছে। খবর ডয়চে ভেলের। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঁচদিন আগে তাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে কুররাম জেলায় একটা জমি নিয়ে বিরোধ থেকে এই ঝামেলার সূত্রপাত। তারপর সেই বিরোধ বড় আকার নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অন্ততপক্ষে ৭৫ জন আহত হয়েছেন। কুররামের এক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক অফিসার বলেছেন, প্রচুর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সরকার ও অন্য জনজাতিরা এই সংঘর্ষ বন্ধের অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু এতে কোনো লাভ হয়নি। আঞ্চলিক সরকারের মুখপাত্র ব্যারিস্টার সইফ আলী জানিয়েছেন, উত্তেজনা কম করার জন্য প্রশাসন প্রবীন জনজাতি নেতাদের সাহায্য নিচ্ছে।

সুদানে 'মহামারি' কলেরার হানা, ৪৭৩ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ দক্ষিণ সুদানে বন্যার পর এবার কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশটিতে কলেরায় অন্তত ৪৭৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সুদানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। এরই মধ্যে দেশটির কর্তৃপক্ষ কলেরাকে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেছে। তুরস্কের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সুদানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সারা দেশে কলেরার প্রাদুর্ভাবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৭৩-এ দাঁড়িয়েছে। এক বিবৃতিতে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, এখন পর্যন্ত সারা দেশে, মোট ১৪ হাজার ৯৪৪ জন কলেরা আক্রান্ত হয়েছে। চলতি বছরের জুন মাস থেকে সুদানে বন্যার প্রকোপ শুরু হয়। তারপর থেকেই ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকা কলেরা। কোনোভাবেই কলেরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে গত ১২ আগস্ট সুদানি কর্তৃপক্ষ কলেরাকে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রবল বৃষ্টিতে অচল মুম্বাই মৃত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের মুম্বাইয়ে ভারি বৃষ্টিপাত আঘাত হেনেছে। ভারি বৃষ্টিপাতের প্রভাবে কমপক্ষে চারজনে মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার শহরটির স্কুলগুলো বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করা হয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ এতই বেশি যে কিছু বিমানকে মুম্বাই ঢোকার আগে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় মুম্বাইয়ের কিছু অংশে প্রায় ২৭৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ফলে রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় সেখানে ব্যাপক ট্রাফিক জ্যাম দেখা দিয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে যারা অফিস থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন তারা সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছেন।

বিনোদন

ডিসেম্বরে মুক্তি পাচ্ছে মান্নার শেষ সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : একসময় ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রবল জনপ্রিয় তারকা ছিলেন মান্না। তার ছবি মানেই ছিল হিট। দেশজুড়ে তৈরি করেছিলেন অসংখ্য ভক্ত। ২০০৮ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এই নায়ক। তার অভিনীত শেষ সিনেমা জাহিদ হোসেন পরিচালিত 'জীবন যন্ত্রণা', যা এখনো মুক্তির অপেক্ষায়। কয়েক বার এর মুক্তির পরিকল্পনা থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। গত বছর ১৫ ডিসেম্বর সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার কথা বলেছিলেন এর প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু। কিন্তু আদৌ কি মুক্তি পাবে? বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকে খসরু বলেন, "'জীবন যন্ত্রণা' মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা। সংগত কারণে মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ দিন সামনে রেখে এটি মুক্তি দিতে চাই। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এটি মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। এখনো কিছু কাজ বাকি রয়েছে; যা দেশের বাইরে করাতে হবে। আমি মনে করি, তা ডিসেম্বরের আগেই করাতে পারব।" ২০২১ সালের অক্টোবরে সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে 'জীবন যন্ত্রণা'। ছবিটি পরিচালনার পাশাপাশি কাহিনি, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জাহিদ হোসেন। সিনেমাটি মুক্তিতে বিলম্বে কেন- জানতে চাইলে জাহিদ হোসেন বলেন, 'লীলামন্থন' নাম দিয়ে সিনেমার কাজ শুরু করেছিলাম। ওই নামে ২০১১ সালে সেন্সরে জমা দিই। কিন্তু নাম নিয়ে সেন্সর বোর্ডের আপত্তির কারণে সেন্সর পেতে দেরি হয়। নানা জটিলতায় এরপর সিনেমাটি মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। করোনার কারণে এর মুক্তি দুই বছর পিছিয়ে যায়। আগে থার্টি ফাইভে সিনেমা শুট করা হতো- এটা সবাই জানেন। 'জীবন যন্ত্রণা' থার্টি ফাইভে শুট হয়েছিল। থার্টি ফাইভ থেকে টেলিফিল্মে ট্রান্সফার করার জন্য সিনেমার নেগেটিভ নিয়ে বোম্বেতে যেতে হবে। নতুন করে কালার গ্রেডিংও করা দরকার। এ কারণে একটু সময় লাগবে। প্রযোজক গত বছর সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতে যেতে পারেননি বলে সিনেমার মুক্তি আটকে যায়। হয়তো আগামী বছর শুরুর দিকে সিনেমাটির মুক্তি পরিকল্পনা করতে পারব।' তিনি আরো বলেন, বেশ যত্ন নিয়ে সিনেমাটি নির্মাণ করেছি। মান্না এ সিনেমার অন্তঃপ্রাণ। তার শিডিউল পেয়েছিলাম ১০ দিনের। শেষ দৃশ্যটি তিনি করে যেতে পারেননি। এর আগেই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় হন। পরে ডামি ব্যবহার করে গ্রেনেড হামলায় তার শহীদ হওয়ার দৃশ্যটি করেছি। সিনেমার ১২টি গল্পের নায়কই মান্না। তিনি একেবারে নতুনভাবে হাজির হবেন সিনেমায়, যা দেখলে দর্শক সহজেই বুঝতে পারবেন। জানা যায়, ২০০৬ সালে 'লীলামন্থন' নামে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়। প্রায় তিন বছর সময় নিয়ে ২০০৮ সালে শেষ হয় এর দৃশ্য ধারণ। সিনেমার শেষ দৃশ্য ও ডাবিংয়ের কাজ শেষ করে যেতে পারেননি মান্না। পরে আংশিক ডাবিং করেন অভিনয়শিল্পী রাতিন।

আইটেম গানে ঝড় তুললেন কৌশানী

বিনোদন ডেস্ক : টলিউডে আবেদনময়ী ইমেজ রয়েছে অভিনেত্রী কৌশানী মুখার্জির। অভিনয়েও নজর কাড়েন দর্শকদের। তবে এবার আইটেম গানে নেচে উষ্ণতার পারদ বেশ ভালোভাবেই ছড়ালেন অভিনেত্রী। এই গানের মাধ্যমেই প্রথমবার আইটেম গানে নাচলেন কৌশানী। এ বছরের দুর্গাপুজায় উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থার উপহার 'বহুরূপী'। নব্বইয়ের দশকের ব্যাঙ্ক ডাকাতি সিনেমার প্রেক্ষাপট। যাকে ঘিরে গল্প, সেই অপরাধীর ভূমিকায় শিবপ্রসাদ। তার বিপরীতে কৌশানী মুখার্জি। গত শুক্রবার প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমাটির প্রথম গান 'শিমুল পলাশ'। এবার প্রকাশ্যে এলো দ্বিতীয় গান 'ডাকাতিয়া বাঁশি'। গত বুধবার ইউটিউবে মুক্তি পেয়েছে 'ডাকাতিয়া বাঁশি' শিরোনামে গানটি। এতে যৌথভাবে কণ্ঠ দিয়েছেন শ্রেষ্ঠা দাস, ননিচোরা দাস বাউল ও বনি চক্রবর্তী। গানের ভিডিওতে দেখা যায়, অভিনেত্রীর পরনে লাল শাড়ি। খোলা চুলগু আর কাজলমাখা চোখে যেন আবেগের বিচ্ছুরণ। গ্রামীণ মেলায় নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে কোমর দোলাচ্ছেন কৌশানী। গানটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে অভিনেত্রীর দারুণ প্রশংসা করছেন ভক্ত অনুরাগীরা। শুধু তারই নয়, অনিন্দ্য বোস-ননিচোরা দাস বাউল রচিত এ গানের কিছু কথা ভীষণ মনে ধরায় তাদের প্রশংসায় মেতেছেন তারা। গানটি সম্পর্কে ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে কৌশানী বলেন, আমি আগে জানতাম না নাচটা করতে হবে। মাত্র সপ্তাহখানেক সময় পেয়েছিলাম। শুটিংয়ের ফাঁকে গোটা নাচটা তুলেছি আর শুটিংটা করতে সময় লেগেছিল আট ঘণ্টা। একটা গোটা দিনও নয়। তবে নন্দিতা দি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই দেখানো হয়েছে ঝিমলিকে (কৌশানীকে)। আসন্ন দুর্গাপূজায় মুক্তি পাবে 'বহুরূপী'। তাই 'ডাকাতিয়া বাঁশি' গানটি নিয়ে ভীষণ আশাবাদী কৌশানী। অভিনেত্রীর ভাষ্য, আশা করব, আমার 'ডাকাতিয়া বাঁশি'গানটাও ভাইরাল হবে। এবারের পূজার মণ্ডপে এ গানের সঙ্গে সকলে নাচবেন।

নতুন চমক দিতে যাচ্ছেন সামারা

সামারা ওয়েভিং

বিনোদন ডেস্ক : শুক্রবার বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে অ্যাকশন হরর সিনেমা 'আজরাইল'। ইভান লুইজ কাট্‌জ পরিচালিত এ সিনেমার নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন সামারা ওয়েভিং। ইতোমধ্যেই সিনেমাটির ট্রেলারে নজর কেড়েছেন সামারা। হলিউড চলচ্চিত্র সমালোচকদের মতে, এ সিনেমার মাধ্যমে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী। 'আজরাইল' সিনেমায় সামারার সঙ্গে অভিনয়ে আরও রয়েছেন-ভিক্টোরিয়া কারমেন সোনি, নাথান স্টুয়ার্ট জেরেট, ক্যাটারিনা আন্ট প্রমুখ। অস্ট্রেলীয় অভিনেত্রী সুপার মডেল সামারা ওয়েভিং-এর পর্দায় অভিষেক হয়েছিল শর্টফিল্মের মাধ্যমে, ২০০৯ সালে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। এখন ৩২। পরবর্তী ১৫ বছরে হলিউডে ক্যারিয়ার সাজাতে করে গেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। সাফল্যের প্রথম দেখা পেয়েছিলেন ২০১৬ সালে ফিন এডকুইস্ট পরিচালিত অস্ট্রেলীয় সিনেমা 'ব্যাড গার্ল'র মাধ্যমে। ওই সিনেমায় তার অভিনীত ক্লোয়ে বুচানন চরিত্রটি তাকে দিয়েছিল তারকা হওয়ার সম্ভাব্য ইঙ্গিত। আর হলিউডে তার প্রথম সাফল্য আসে পরের বছরই- জোসেফ ম্যাকজি পরিচালিত 'দ্য বেবিসিটার' সিনেমা দিয়ে। এ সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি হলিউড থেকে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার জন্য আসেননি। ২০১৯ সালে 'রেডি অর নট' সিনেমা দিয়েও দর্শকদের মনে জায়গা করে নেন অভিনেত্রী। আর এবার 'আজরাইল' দিয়ে নতুন চমক দিতে যাচ্ছেন সামারা। সিনেমায় সামারার এ সংগ্রামী ভূমিকাই তাকে দক্ষ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি দেবে বলে মনে করছেন সমালোচকরা। কেউ বলছেন, কোনো কোনো পুরস্কার হাতছানি দিয়ে ডাকছে সামারাকে। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ৯ মার্চ যখন সাউথ বাই সাউথওয়েস্ট উৎসবে এ সিনেমার প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই প্রচার হতে থাকে 'আজরাইল' সিনেমার গল্প। মূলত সাইমন ব্যারেটের লেখা এ সিনেমায় আজরাইল একটি কাল্পনিক চরিত্র। নারীশাসিত একটি রাজ্য-যেখানে ক্ষমতাসীন নারীদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। এখানে এক নারীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে একদল নারী। কারণ আজরাইল নামের ওই নারী জেল থেকে পালিয়েছে। বহু ধরনের মিশন শেষে সে ধরাও পড়েছে। সিদ্ধান্ত হয়, মরুভূমিতে নিয়ে তাকে বিখ্যাত প্রাচীন শয়তানের কাছে বলি দেওয়া হবে। যে কথা সেই কাজ। কিন্তু এখানে শয়তানের সঙ্গে আজরাইলের ব্যাপক যুদ্ধ হয়। আজরাইল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সংগ্রাম করতে থাকে। ১৫ বছরের ক্যারিয়ারে পুরস্কারের ঝুলিও খুব একটা ছোট নয় সামারার। ২০১৭ সালে 'থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং' সিনেমার জন্য সেরা কাস্ট হিসাবে পেয়েছেন ফ্লোরিডা ফিল্ম ক্রিটিক সার্কেল অ্যাওয়ার্ড। পরের বছরই সেরা অভিনয়ের সমাহার ক্যাটাগরিতে একই সিনেমার জন্য পেয়েছেন ক্রিটিক্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড। এ সিনেমার জন্য পেয়েছেন আরও চার প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি। তবে সামনে লক্ষ্য আরো বড়।

সাতক্ষীরা : বছরের প্রায় ৯মাস জলাবদ্ধতার সাথে লড়াই করে বাঁচতে হয় পৌরবাসিকে। জলাবদ্ধতা থেকে রেহাই পেতে সড়কের উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে সাধারণ মানুষ।

সাতক্ষীরায় সড়কের উপর দীর্ঘ বাঁশের সাঁকোয় চলাচল

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরায় জলাবদ্ধতা থেকে রেহাই পেতে সড়কের উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি করে যাগায়াত করছে মানুষ। এ শহরের মানুষের কাছে জলাবদ্ধতা গা-সওয়া বিষয়। বছরের প্রায় ৯মাস জলাবদ্ধতার সাথে লড়াই করে বাঁচতে হয় পৌরবাসিকে। যে সড়কে চলার কথা ছিল ইজিবাইক, প্রাইভেট কার, মাইক্রো বাস, ব্যাটারি চালিত ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহন, সেই সড়কে চলছে ভেলা।

পঁচা পানির কামড় থেকে রক্ষা পেতে গ্রামবাসি নির্মাণ করেছে দীর্ঘ বাঁশের সাঁকো। এ বাঁশের সাঁকো এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামকে যুক্ত করেছে সেতুবন্ধনে। সাতক্ষীরা পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের বদ্দীপুর কলোনি এলাকায় গেলে দেখা মেলে দেশের দীর্ঘতম এ বাঁশের সাঁকোর। প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এ বাঁশের সাঁকোটি স্থানীয় মানুষের অর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে। সাঁকোটি পৌরসভার বসতিপাড়া ও বদ্দীপুরের মানুষকে বেঁধেছে এক ও অভিন্ন বাঁধনে। এ সাঁকো দিয়ে চলাচল করেন দুই গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। মসজিদে নামাজ আদায় করতে মুসুল্লিরা ব্যবহার করেন এ সাঁকো। স্কুল-কলেজের শতশত শিক্ষার্থী ব্যবহার করেন সাঁকোটি। মহল্লার এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত করতে সাঁকোটি ব্যবহার করেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বদ্দীপুর প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থী জারা সুলতানা জানায়, সাঁকোর উপর দিয়ে ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। একবার অন্যমনস্ক হলেই পা পিছলে পড়তে হয় গলা সমান পঁচা পানির মধ্যে। তাই জুতা পায়ে না দিয়ে হাতে নিয়ে চলতে হয় সাঁকোর উপর দিয়ে। মায়ের সাথে যাওয়া-আসা করি। সাঁকোর উপর দিয়ে একা চলতে পারি না। শুধু জারা সুলতানা নয়, এ অবস্থা আরও শতশত শিশুর। সাতক্ষীরা পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের মোসাব্বির হোসেনের চার বছর বয়সী শিশু সন্তান আবদুর রহমান ভেলায় চড়ে বের হয়েছিল খাবার পানি সংগ্রহের জন্য। সে জানায়, পঁচা পানিতে আম্মুর পায়ে ঘাঁ হয়ে গেছে। এজন্য আগের মতো বাইরে বের হতে পারেনা। আব্বুও তো কাজ করতে যায়। এজন্য আমার সাথে কাউকে পাঠান খাবার পানি আনতে। ভেলা চালানোর দায়িত্বে থাকা সায়েম হোসেন নামের আরেক শিশু জানায়, এলাকায় থাকায় পানির অনেক কষ্ট। পানিতে সবকিছু ডুবে আছে। এজন্য ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে প্রতিদিন ভেলাতে চড়ে পানি আনতে যেতে হয়। বস্তুত এ দৃশ্যটি শুধু কুলিনগাড়া এলাকার নয়, সাতক্ষীরা পৌরসভার অধিকাংশ এলাকার চিত্র এখন একই রকম। স্থানীয় সাকিব জামান জানান, বছরের ৯মাস পানির নিচে তলিয়ে থাকে তাদের এলাকা। বাকি তিনমাস কাটে ক্ষত কাটিয়ে উঠার সংগ্রামে। এসবের ভিতরে বারবার জলাবদ্ধতার কবলে পড়তে হয় তাদের স্থানীয়দের অভিযোগ, অপরিকল্পিত চিংড়ি ঘের ও সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় বিগত এক দশক ধরে মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হচ্ছে সাতক্ষীরা পৌরবাসিকে। সরকারিভাবে করা হয়না কোন সহযোগিতা।

এ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই কারও। পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত খুলনা বিভাগের প্রথম পৌরসভা সাতক্ষীরা। প্রায় ৩২ বর্গকিলোমিটার আয়তনের পৌরসভাটিতে বর্তমানে ৪ লাখেরও বেশি মানুষের বসবাস। ১৯৯৮ সালে সাতক্ষীরা পৌরসভাকে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু নামে প্রথম শ্রেণির হলেও সেবাদানে তৃতীয় শ্রেণির পৌরসভারও ধারে কাছে যেতে পারছে না পৌরসভাটি। পৌর এলাকার রাস্তাঘাটের জরাজীর্ণ অবস্থা ও বিগত এক দশক ধরে চলতে থাকা জলাবদ্ধতা তার বড় প্রমাণ বলে দাবি এখানকার নাগরিকদের।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পৌর এলাকার দেড় লাখ মানুষের বসবাস জলাবদ্ধ এলাকায়। শহরের ইটাগাছা, কামালনগর, মধুমল্লারডাঙ্গী, বকচরা, রইচপুর, কুকরালী, রাজারবাগান, বদ্দীপুর কলোনি, মধ্যকাটিয়া ও বাঁকাল এলাকাসহ অধিকাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে জলাবদ্ধতা। এর ফলে জলাবদ্ধতার শিকার হাজারো পরিবারের নারী, শিশু ও বয়স্করা পড়েছেন সীমাহীন দুর্ভোগে। পৌরসভার বিস্তীর্ণ এলাকাগুলো এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। ভেঙে পড়েছে স্যানিটেশন ব্যবস্থা। পচাঁ দুর্গন্ধময় দূষিত পানিতে ছড়াচ্ছে চর্মরোগ। তারপরেও জীবনের প্রয়োজনে কেউ সাঁতরাচ্ছেন কেউবা ভেলায় চড়ে যাতায়াত করছেন। এরমধ্যে সাতক্ষীরা পৌরসভার বসতিপাড়া ও বদ্দীপুর কলোনির সংযোগ স্থলে বাঁশ দিয়ে তৈরী করে হয়েছে প্রায় এক কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি সাঁকো।

প্রতিদিন এই দুই গ্রামের হাজারও মানুষ ওই সাঁকো দিয়ে পারাপার হন। স্থানীয়দের দাবি এটা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাঁশের সাঁকো। যেটা স্থানীয়দের উদ্যোগে ১হাজারেরও অধিক বাঁশ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে সরকারিভাবে কোন সহায়তা পাননি বলেও জানান তারা। বদ্দীপুর কলোনী এলাকার বাসিন্দা আমিনুর রহমান জানান, পৌরসভার বাসিন্দা হয়েও নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা। স্কুল-কলেজপড়ুয়া ছেলেমেয়েদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। গৃহস্থালি কাজ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে মহিলাদের। এমনকি এক বাসা থেকে অন্য বাসায় যেতে ভেলার সাহায্য নিতে হয় অনেককে। এতে আমাদের জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই যন্ত্রণা থেকে আমরা রক্ষা পেতে চাই। একই এলাকার গৃহবধূ রেহেনা খাতুন বলেন, বৃষ্টির পানিতে গোটা এলাকা ডুবে গেছে। ঘরবাড়ি থেকে বের হওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। অপরিকল্পিত মাছের ঘের ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে এই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবছর আমরা পানিতে ডুবে গেলেও তার স্থায়ী কোনো সমাধান হয় না। তিনি আরও বলেন, বৃষ্টির পানি ঘরের ভেতরে আসে। আমরা যে ঘরে ঘুমাই, সেখানে হাঁটুপানি। রান্নাঘর এমনকি গোয়ালঘরও ডুবে গেছে। ঘরের ভেতরে সাপ ঢোকে। ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা বলেন, ঘের ব্যবসায়িরা এত প্রভাবশালী, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারও নেই। যার কারণে এই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে তাদের। সাতক্ষীরা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শোয়াইব আহমাদ বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে কাজ করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। শুধু উপজেলা প্রশাসন দিয়ে এটা সম্ভব নয়। সম্প্রতি মধ্য কাটিয়া এলাকায় কিছু বাঁধ উচ্ছেদ করে দিয়েছে স্থানীয় জনগণ। ইতিবাচক যেকোনো পদক্ষেপের পক্ষে থাকবে উপজেলা প্রশাসন।

কোটচাঁদপুরে দুই দফা সড়কে ডাকাতি

কোটচাঁদপুর প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর সড়কে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতরা সড়কে গাছ ফেলে গতিরোধ করে ৫ জনকে আহত করে টাকা ছিনিয়ে নেয়। ভুক্তভোগী ফজলে রাব্বি জানান- গত বুধবার রাত ১০টার দিকে সাবদালপুর বাজার থেকে তিনি মোটরসাইকেল যোগে কোটচাঁদপুরে নিজ বাড়ীতে আসছিলেন। পথের মধ্যে কোটচাঁদপুর-সাবদালপুর সড়কের কুয়াতলা মাঠের পুলিশ বক্সের সামনে গাছ ফেলে প্রথমে ফজলে রাব্বির গতিরোধ করতে গেলে রাব্বি ওই গাছে ধাক্কা লেগে সে মটরসাইকেল থেকে পড়ে আহত হয়। এ সময় তার মাথায় ডাকাতরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে সে রক্তাক্ত জখম হয়। এরপর পরই সাবদালপুর থেকে আরেকটি সাদা পিকাপভ্যান ঘটনাস্থলে আসলে পুলিশের গাড়ী ভেবে ডাকাতরা সরে পড়ে। এ সময় রাব্বি সেখান থেকে দৌড়ে নিরাপদ স্থানে এসে তার বন্ধুদের মোবাইলের মাধ্যমে খবর দিলে তারা একটি মাইক্রো যোগে সাবদালপুর ফাঁড়ি পুলিশের সাথে ঘটনাস্থলে আসেন। এ সময় পুলিশ রাস্তা থেকে গাছ সরিয়ে দেন।তারপর পুলিশ ফিরে যান। রাব্বি কোটচাঁদপুরের একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছে জানতে পেরে তার বন্ধুরা সেখানে আসেন ওই ক্লিনিকে। পরে রাত ১টার দিকে আহত রাব্বির ওই বন্ধুরা সাবদালপুর ফিরে যাওয়ার পথে আবারো ডাকাতরা একই জায়গায় গাছ ফেলে তাদের গতিরোধ করে এলো পাতাড়ী কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এ সময় আহত হয় মাইক্রো চালক জিয়াউর রহমান জিয়া, এসকে ফয়েজ রিয়ন ও বাবুল খান। আহতদের মধ্যে মাইক্রো চালক জিয়াউর রহমান জিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোহর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকীরা কোটচাঁদপুরের ক্লিনিক ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আল-মামুন বলেন- বিষয়টি নিয়ে এখনো কেউ অভিযোগ করতে আসেনি। তবে বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। ঘটনাটি ডাকাতি না পূর্ব শত্রুতা। তার পর ব্যবস্থা।

ঝিকরগাছায় গাছের চারা বিতরণ

ঝিকরগাছা প্রতিনিধি : যশোরের ঝিকরগাছা সুরতজান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬শ' শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ ও গুণীজন সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিকরগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভূপালী সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে পানিসারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে বর্ণিল সমাজকল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মীর ফারুখ আহমেদ ও সাদা মনের মানুষ সায়েদ আলীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভুপালী সরকার সহ ১৫ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সন্মাননা স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়। সুরতজান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেবা সংগঠনের সভাপতি মাস্টার আশরাফুজ্জামান বাবুর সঞ্চালনায় ওই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হাসান, সুরতজান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ আমজেদ হোসেন, শিওরদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ আতাউর রহমান, রঘুনাথনগর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল ওহাব, বেজিয়াতলা আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মোঃ দ্বিন ইসলাম, রঘুনাথনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুল বান্না, কুলিয়া সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার আবদুল জব্বার সহ আরও অনেকে।

কালীগঞ্জে টেলিফোন লাইন ৪০টি অচল

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি : কর্তৃপক্ষের অবহেলা, উদাসিনতা ও তত্বাবধানের অভাবে কালীগঞ্জের টেলিফোন অফিসটি বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে অযোগ্য হয়ে পড়েছে ব্যবহারের। উপজেলার সরকারি-বেসরকারি অফিসসহ বেশির ভাগ টেলিফোন গ্রাহবের সংযোগ এখন অচল। কয়েকজন গ্রাহক জানান, দীর্ঘদিন থেকে তাদের টেলিফোন লাইন অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। বহুবার জানানোর পরও মেরামত করা হচ্ছে না। সরকারি-বেসরকারি অফিস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে টেলিফোনের ব্যবহার নেই বললেই চলে। মুঠো ফোন চালুর পর থেকে টেলিফোনের ব্যবহার কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে দাড়াবে এমনটা দেখা দিচ্ছে। টেলিফোনের ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে। অফিসে তেমন কোন কাজকর্ম নেই। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শহরের বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানির লিমিটেডের কালীগঞ্জ ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জের প্রাচীন বেষ্টিত দ্বীতল ভবনের অফিস অবস্থিত। দেখতে চাকচিক্য হলে ও বর্তমানে অনেকটা অচল অবস্থার অফিসের কার্যক্রম ধীর গতিতে চলছে। অফিসটিতে সার্বক্ষনিক কাউকে পাওয়া যায় না,কালের স্বাক্ষীরমত দাঁড়িয়ে রয়েছে অফিসটি। এ অফিসে গ্রাহকদের আনাগোনা ও কাজের তোড়জোড় দেখা মেলে না। কালীগঞ্জ টেলিফোন অফিসটি ১৯৯৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম ৬০০ ডিজিটাল গ্রাহকের লাইন উদ্বোধন করেন। বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা দাড়িয়েছে মাত্র ১৩০ টিতে। বর্তমানে চালু থাকা সংযোগ গুলোর মধ্যে আবার অধিকাংশ সংযোগই সরকারি দপ্তর সমূহের এবং সাধারন গ্রাহকেরে সংখ্যা খুবই কম। বেশির ভাগ গ্রাহকের টেলিফোন বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু প্রতি মাসে তাদের কাছে টেলিফোনের বিল পাঠানো হচ্ছে। এদিকে অনেকে বলছেন কর্তৃপক্ষের একাধিকবার বলার পর ও তাদের টেলিফোন সয়যোগ চালু করে দিতে পারছে না ফলে তারা সংযোগ ছেড়ে দিতে চাচ্ছে। টেলিফোন সংযোগ রেখে কোন প্রকার কাজে আসছে না, নামেই দেখা মিলছে টেলিফোন। অনেক সরকারি অফিসে ও টেলিফোন রয়েছে কোন টা চালু আবার কোন টা মাসের পর মাস বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি কালীগঞ্জ উপজেলার বিআরডিবি অফিসে দেওয়া হয়েছে সর্বশেষ নতুন একটি সংযোগ। কিন্তু ঐ বছরে একটি ছাড়া নতুন করে কোন সংযোগ দিতে পারেনি ও কোন গ্রাহক সংযোগ নিয়ে আগ্রহী হয়নি। যেখানে কালীগঞ্জে একসময় ৬০০ গ্রাহক ছিল সেখানে এখন মাত্র ১৩০ টি গ্রাহক রয়েছে তাও আবার সব গুলো চালু নেই। টেলিফোন থেকে টেলিফোনে কল চার্জ সম্পূর্ণ ফি এবং প্রতি বছর ১৭৩ টাকা মাসিক চার্জ দিতে হয় এসব গ্রাহকদের। টেলিফোন থেকে মোবাইলে বা মুঠোফোনে কলরেট মিনিট প্রতি মাত্র ৫২ পয়সা। বর্তমানে কালীগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসে মাত্র ১জন ব্যাক্তি কর্মরত থেকে অফিসের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মরত ১ জন প্রতিদিন অফিসে ঠিকমত আসেন না,তিনি ইচ্ছামত অফিসে আসেন। এ অফিসে অপারেটন, লাইনম্যান ও কোন টেকনিশিয়ান নেই। যে ১ জন আছে তিনি কালীগঞ্জ থাকেন না, আসেন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার দত্তনগর থেকে। তিনি কবে কোন সময় অফিসে আসেন কেউ বলতে পারে না। একজন পিয়ন মাঝে মধ্যে ঝিনাইদহ থেকে এসে গ্রাহকদের মাসিক বিল দিয়ে চোলে যান। কর্মরত ব্যাক্তিরা হলেন, লাইনম্যান জাহিদুল ইসলাম। দীর্ঘদিন এ ১ জন কালীগঞ্জ অফিসে গ্রাহক সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। উপরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ অফিসের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহন করেন না। বর্তমানে কালীগঞ্জ টেলিফোন লাইন রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, জনবল সংকট, আধুনিক সেবা প্রদানে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহন না করা ও পুরাতন যন্ত্রাংশের কারণেই টেলিফোনের আজ এই করুণ অবস্থায় পরিনত হয়ে দাড়িয়েছে। কালীগঞ্জ শহরের বেশ কয়েকজন ব্যাক্তি নতুর সংযোগ নেওয়ার জন্য অফিসে গিয়ে দেখতে পার অফিস টি তালাবদ্ধ ফলে কাউকে না পেয়ে তারা ফিরে আসেন। যে কারণে সে সব ব্যাক্তিরা টেলিফোনের নতুন সংযোগ নিতে পারেননি। এ অফিসে প্রতিদিন কাউকে পাওয়া যায় না, অধিক সময় অফিসটি বন্ধ থাকে। অফিসের সামনে বিদ্যুতের লাইট সর্বসময় জোলেই থাকে। দেখলে মনে হয় এ অফিসে কেউ চাকরি করে না। বিদ্যুতের একাধিক লাইট দিনের পর দিন জলতেই থাকে বন্ধ করার লোক নেই। দায়িত্বরত ব্যাক্তি নিয়মিত তাদের কর্মস্থলে আসে না। যে কারণে বিদ্যুতের লাইট গুলো জলতেই থাকে। কোন কিছু সমস্যা হলেই যোগাযোগ করতে হয় ঝিনাইদহ অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্তপক্ষের সাথে। কালীগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসের মাধ্যমে এডিসিএল সংযোগ প্রদান করা হলেও তার গ্রাহক সংখ্যা মাত্র ৩ জন। এই ৩ জন গ্রাহকের মধ্যে উপজেলা সমাজসেবা অফিস,অন্য ব্যাক্তিরা হলেন আনারুল কবির এবং হাফিজুর রহমান রহমান। কালীগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে এ ডি সি এল এর সংযোগ নেওয়া গ্রাহক হাফিজুর রহমান বলেন, তিনি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে ৫,শ এমবিবিএস ইন্টারনেট প্যাকেজ নিয়েছে। সার্ভিস ভালো পাচ্ছেন। এক সময়ে এ অফিসে ১৮/২০ জন চাকরি করতেন। অফিস টি দিন রাত ২৪ ঘন্টা কর্মরত ব্যাক্তিরা থাকতেন, সাথে একটি টেলিগ্রাম অফিস চালু ছিল। টেলিগ্রাম অফিসটি পরিত্যাক্ষ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, চোরে ভবনটির জানালা,দরজা খুলে নিয়ে গেছে। অনেকে পরিত্যাক্ত ভবনের মধ্যে মাদক সেবন করে দিন রাত সব সময়। এসব দেখার কেউ নেই। এদিকে কালীগঞ্জ টেলিফোন অফিসের ০২৪৭৭৭৪৮৪০০ এই নাম্বার টিতে যোগাযোগ করলে ফোন ধরার কাউকে পাওয়া যায় না। কালীগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জর বিভিন্ন গ্রাহকের টেলিফোন খারাপের বিষয়ে ঝিনাইদহ প্রকৌশলী আবু জাহিদের সাথে কথা হলে তিনি বলেন, দু,এক দিনের মধ্যে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে, কিন্তু মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। একসময় টেলিফোন সংযোগ নেবার জন্য মানুষ দৌড়াদৌড়ি করতো, সে সময়ে ব্যবসায়িরা তাদের প্রতিষ্ঠানের টেলিফোন ব্যবহার করতো আবার বাসাবাড়িতে ঘরের সোভা ও কথা বলার জন্য টেলিফোন ব্যবহার করতো। কিন্তু এখন নাকি মোবাইল ফোনের কারণে টেলিফোন ব্যবহার করতে চাচ্ছে না। গত মে মাস থেকে কোটচাদপুর সড়কের অনেক গ্রাহকের টেলিফোন অনেকদিন বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে, কালীগঞ্জ অফিস যোগাযোগ ও ঝিনাইদহ অফিসে যোগাযোগ করে ও তা সমাধান করা হচ্ছে না। যে কারণে রাগে ক্ষোভে অনেকে টেলিফোন সংযোগটি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে দিতে চাচ্ছে। অনেকের টেলিফোন বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে তারা মেরামত বা সংযোগ চালু করতে কর্তৃপক্ষের আগ্রহ নেই। যে কারণে এভাবে ৪৭০ গ্রাহক তাদের টেলিফোন হস্তান্তর করে দিয়েছে। অনেক সময় টেলিফোন সেট নষ্ট হলে মেরামত করতে পাঠাতে হয় ঝিনাইদহ অফিসে,যেহেতু সেখানে উন্নত ও দক্ষ টেকনিশিয়ান রয়েছে।

জলবায়ু সুবিচারের দাবীতে সাতক্ষীরায় নদীবন্ধন

এফএনএস (সাতক্ষীরা) : 'বেঁচে থাকার অধিকার, চাই জলবায়ু সুবিচার', জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ বন্ধ করো, ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ চাই, 'ক্ষতিকারক কৃষি চর্চায় বিনিয়োগ বন্ধ করো', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'ক্লাইমেট জাস্টিস নাউ' নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করাসহ এমন ধরনের নানা স্লোগান এবং নিজেদের তৈরীকৃত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে মুষলধারার বৃষ্টি উপেক্ষা করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নদীর পাড়ে নদীবন্ধন করেছেন সাতক্ষীরার শ্যামনগরের যুবরা। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের দাতিনাখালী ওয়াপদা বেড়িবাঁধের ভাঙনকূলে উপকূলীয় অঞ্চলের অর্ধশতাধিক যুব এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ নদীবন্ধনে অংশ নেন। বেসরকারি গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বারসিক (বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ) এর সহায়তায়, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বনজীবী ইয়ুথ টিম ও উপজেলা যুব স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলবায়ু সুবিচারের দাবীতে বৈশ্বিক জলবায়ু ধর্মঘটের সাথে সংহতি প্রকাশ করে অনুষ্ঠিত এ নদীবন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বনজীবী ইয়ুথ টিমের সভাপতি মোঃ শামীম হোসেন। বারসিক-এর যুব সংগঠক স ম ওসমান গনী সোহাগের সঞ্চালনায় নৌবন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সবুজ সংহতির শেফালী বিবি, এসএসএসটি'র আহ্বায়ক প্রকাশ মন্ডল, যুব স্বেচ্ছাসেবক আবদুর রহমান, আল-মামুন, মোঃ তাওহিদ হোসেন, জুলেখা আক্তার, তানিয়া পারভীন, শরিফা খাতুন, নাছরিন আক্তার প্রমুখ। এ সময় পরিবেশের জন্য হুমকি প্রকল্পগুলো সম্বন্ধে উপজেলা যুব স্বেচ্ছাসেবী সমন্বয় কমিটি'র কার্যকরী সদস্য শামীম হোসেন বলেন, 'ভবিষ্যতের জন্য জলবায়ু ও জ্বালানি সুরক্ষিত একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই।' সর্বোচ্চ কার্বন নির্গমনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও দেশগুলির কাছে অবিলম্বে জীবাশ্ম-তহবিল বন্ধ করাসহ জলবায়ু সংকটের কারণে ঝুঁকিতে থাকা সম্প্রদায়গুলোর জন্য জলবায়ু ক্ষতিপূরণের অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশের ক্ষতি করে এমন প্রকল্পগুলো বন্ধ এবং জীবাশ্ম জ্বালানিতে বিনিয়োগ না করে টেকসই প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য সরকার ও বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান তিনি। বারসিক শ্যামনগর রিসোর্স সেন্টারের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী (ভারপ্রাপ্ত) রামকৃষ্ণ জোয়ারদার বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বৈশ্বয়িক পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর লাগামহীন কার্বন নিঃসরণ ও ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার, আমাদের মতো নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে দিন দিন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিণত করছে। সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘট এর সপ্তাহব্যাপী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজকের এ নদীবন্ধন। আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ জায়গা থেকে জলবায়ু সুবিচার চাইতে হবে। নতুবা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হবে। আসুন আমরা ফসিল ফুয়েলের নানাবিধ ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে সকল প্রাণের জন্য একটি বাসযোগ্য সবুজ পৃথিবী বিনির্মাণ করি।

বুধহাটা পূর্বপাড়া রাস্তা ও বসত বাড়ি জলমগ্ন

আশাশুনি প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা পূর্বপাড়া গ্রামে যুগযুগ ধরে চরম দুর্দশার হাতছানিতে গ্রামবাসী ডুবে থাকলেও দেখার কেউ নেই। গ্রামের ভিতরে রাস্তাগুলো জন্ম থেকেই উন্নয়নের ছোঁয়া বঞ্চিত বললেও ভুল হবেনা। সবই প্রায় কাঁচা রাস্তা। নেই সকল স্থানে পয়ঃ নিস্কাশনের সুব্যবস্থা। একটু বৃষ্টি হলে পানিবদ্ধতার কষ্টকর পরিণতে যেন তাদের নিত্য সঙ্গী। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিম্নশিক্ষিত হওয়ায় তাদের হয়ে কথা বলার জন্য কেউ নেই। বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে ভোটের সময় রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদেরকে বারবার অনেক কিছু করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পরে আর খোঁজ মেলেনি। কেউ কথা রাখার প্রয়োজনবোধ করেননি। গ্রামের নিম্ন শিক্ষিত মানুষগুলোকে তারা শুধুমাত্র নিজেদের কাজের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। তাই এলাকার উন্নয়নের বিষয়টা স্বপ্নই থেকে গেছে বারবার।

ফলশ্রুতিতে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে জনজীবনে নেমে এসে থাকে সীমাহীন দুর্ভোগ। বর্তমানে গ্রামটি বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এই পাড়ায় অনেকের সাথে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে অসুবিধা গুলো তারা ভোগ করে আসছে। অবহেলিত এই জনপদের সুদিন ফেরানোর লক্ষ্যে তারা সব সময় চেয়ে থাকে জন প্রতিনিধিদের দিকে। কিন্তু কোন সুফল এখনো পর্যন্ত মেলেনি। সম্প্রতি বেতনা নদী খননের কাজ চলছে।

কুষ্টিয়ায় দূর্গোৎসব ২৩০ টি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ায় এবার ২৩০টি মন্দিরে শারদীয় দূর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে পূজা মন্দিরগুলোতে প্রতিমা তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। শুধুমাত্র রং তুলির কাজ বাঁকি রয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ৭২টি, খোকসা উপজেলায় ৬২টি, কুমারখালী উপজেলায় ৫৫টি, মিরপুর উপজেলায় ২৬টি, ভেড়ামারা উপজেলায় ৮টি ও দৌলতপুর উপজেলায় ৭টি মন্দিরে শারদীয় দূর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। কুষ্টিয়া শহরের গোপীনাথ জিউর মন্দির, সদরপুর সার্বজনীন পুজা মন্দির ও শহরতলীর বিভিন্ন পূজা মন্দির ঘুরে দেখা গেছে, ইতোমধ্যে অধিকাংশ মন্ডপে প্রতিমা তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে।

শুধুমাত্র রং তুলির আঁচরের কাজ বাঁকি রয়েছে। কুষ্টিয়া জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারন সম্পাদক এ্যাড. জয়দেব বিশ্বাস বলেন, এবার জেলায় ২৩০ টি পুজা মন্দিরে সরকারের সকল নির্দেশনা মোতাবেক পূজা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৮ অক্টোবর বোধন পূজার মাধ্যমে শারদীয় দূর্গোৎসব শুরু হবে। ৯ অক্টোবর মহাষষ্ঠী, ১০ অক্টোবর মহাসপ্তমী, ১১ অক্টোবর মহাঅষ্টমী, ১২ অক্টোবর মহানবমী, ১৩ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে শারদীয় দূর্গাপুজার পরিসমাপ্তি ঘটবে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান জানান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভাতৃত্ববোধ বজায় রেখে সরকারি সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপন করতে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করা হয়েছে।

পদ্মার চরের গ্রামের মানুষ পানিবন্দী

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মার পানি বেড়েছে। ডুবেছে আবাদি ফসল। চিলমারীর চরের বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কক্ষের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টি এবং ভারতের উজান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির পানিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পদ্মার পানি। এরফলে নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলে পানি ঢুকে পড়ায় দৌলতপুর উপজেলার চার ইউনিয়নের পদ্মার চরের অন্তত ৩৪টি গ্রামের মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ভাঙন ও বন্যার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন তারা।

পদ্মায় পানি বৃদ্ধির ফলে চিলমারী ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। তলিয়েছে যাতায়াতের রাস্তা। ডুবেছে মরিচা, ফিলিপনগর, রামকৃষ্ণপুর ও চিলমারী এলাকার চরের মাসকলাইসহ আবাদি জমি ও ফসল। এর আগে আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে নদীতে পানি বাড়লেও শেষের দিকে তা কমতে শুরু করে। তবে ফের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে পদ্মা নদীতে পানি বাড়তে শুরু করেছে। পদ্মায় পানি বৃদ্ধির বিষয়ে পাবনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবোর) ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগের দেওয়া তথ্যমতে, গত সোমবার সকাল ৯টা থেকে গত বুধবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত দুই দিনে নদীতে পানি বেড়েছে ২৩ সেন্টিমিটার। পদ্মা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে বুধবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হচ্ছিল ১২ দশমিক ৩৪ সেন্টিমিটার, যা বিপদসীমার ১ দশমিক ৪৬ সেন্টিমিটার নিচে। এই পয়েন্টে বিপদসীমা ধরা হয়েছে ১৩ দশমিক ৮০ সেন্টিমিটার।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন পাবনা ওয়াটার হাইড্রোলজি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউল করিম। এদিকে চিলমারী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আমার ইউনিয়নের প্রায় ১৮টি গ্রামের আশপাশে পানি চলে এসেছে। চলাচলের রাস্তার ওপরে পানি উঠেছে। তবে এখনো বসতঘরে পানি প্রবেশ করেনি। তবে চরের আবাদি জমি ডুবে গেছে। রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১৬টি গ্রামের চারপাশে পানি চলে এসেছে। তাঁর ইউনিয়নের পদ্মার চরের প্রায় সব আবাদি জমি তলিয়ে গেছে। এতে মাসকালাই চাষিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চরে পানিবন্দী হয়ে পড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চরের কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি হলে তা পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো এখনো স্বাভাবিক রয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন। চরে তলিয়ে যাওয়া ফসলি জমি ও কৃষিজমির ক্ষতির পরিমাণও আগের তুলনায় বেড়েছে অনেকগুণ। পানিতে তলিয়ে যাওয়া ফসলি জমির বিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, পদ্মায় পানি বাড়ার কারণে এখন পর্যন্ত চার ইউনিয়নের অন্তত ১০০ হেক্টর জমির মাসকালাই ডুবে যাওয়ার খবর পেয়েছি। এবার চরে ২ হাজার ৩২৩ হেক্টর জমিতে মাসকালাইয়ের চাষ হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ বলেন, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি আছে। আমরা পানিবন্দী হয়ে পড়া এলাকাগুলোর খোঁজ খবর রাখছি।

চিতলমারী প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন

চিতলমারী প্রতিনিধি : বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা যুবদল নেতাকে মৎস্যজীবি লীগ কমিটির সহ-সভাপতি দেখিয়ে তা ফেসবুকে পোষ্ট করা এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করার প্রতিবাদে' "চিতলমারী প্রেসক্লাবে" একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় এই "সাংবাদিক সম্মেলন" করেন উপজেলার আড়-য়াবর্নী চর পুর্বপাড়া গ্রামের মৃত: হাবিবুর রহমানের ছেলে মো: বিপুল শেখ (৫০)। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্য পাঠকালে জানান, তার পরিবার বিগত দিন থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীদল (বিএনপির) আদর্শে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তার শ্বশুর মরহুম আ: ছত্তার খান ছিলেন, চিতলমারী উপজেলা বিএনপির বারবার নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।তারই ধারা বাহিকতায় তিনি ২০০৪ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত উপজেলা যুব দলের ২৫ নম্বর সদস্য ছিলেন। এরপর ২০০৯ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে নির্বাচিত যুবদলের সদস্য হিসাবে নিষ্টার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যে সকল কমিটির কাগজপত্র তার কাছে সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করেন। এই দীর্ঘ সময় তার জানামতে অন্য কোন দলের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন না। এ অবস্থায় কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে যুব দলের আদর্শ থেকে বিতাড়িত করার চরিতার্থে, উপজেলা মৎস্যজীবি লীগের প্যাডে তার নাম ব্যবহারকরে একটি বানোয়াট কমিটি করে। সেখানে তাকে সহ-সভাপতির পদে রাখে এবং তা সোস্যাল মিডিয়ায় পোষ্ট করে। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে বাগেরহাট বিজ্ঞ আদালতে জিআর-১০২/২৪ একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

রাজশাহী : পদ্মা নদীর পানি বাড়তে থাকায় চরের বাসিন্দারা ঘর বাড়ি আসবাবপত্রসহ বাড়ির টিন খুলে নিয়ে নৌকায় করে নদী পার হয়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার জন্য মালামাল গাড়িতে তুলছে। ছবিটি মহিষালবাড়ি রেলবাজার নদীর পার থেকে তোলা।

বার্সেলোনার জয়রথ চলছেই

স্পোর্টস ডেস্ক : স্প্যানিশ লা লিগায় জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে বার্সেলোনা। এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচের সাতটিতেই জয় পেয়েছে তারা। সর্বশেষ গত বুধবার রাতে গেটাফেকে ১-০ গোলে হারিয়েছে কাতালানরা। ৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে বার্সা। সমান ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৭। বার্সার ঘরের মাঠে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ১৯ মিনিটে পোল্যান্ড তারকার এই গোলে লিড নেয় বার্সা। চলতি লা লিগা মৌসুমের এটি তার সপ্তম গোল। এখন পর্যন্ত লা লিগায় লেওয়ানডস্কিই সর্বোচ্চ গোলদাতা। ৫ গোল করে দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়ালের ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে। এই ম্যাচে অবশ্য শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে বার্সা। গেটাফের বিপক্ষে অনেক তারকাকে খেলাননি কোচ হানসি ফ্লিক। এর মধ্যে ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি মূল গোলরক্ষক মার্ক আন্দ্রে টার স্টেগান। এছাড়া বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে পেদ্রি, দানি ওলমো, ফ্রেংকি ডি জং, রোনাল্ড আরাওহো, ফারমিন লোপেজ ও আন্দ্রিয়েস ক্রিস্টেনসেনকে। ম্যাচ শেষে লেওয়ানডস্কিকে নিয়ে হান্সি ফ্লিক বলেন, 'আমার কাছে (লেওয়ানডস্কি) গত ১০ বছরের সেরা নাম্বার ৯। তার কাজ হলো গোলের সামনে এবং বক্সের মধ্যে। সে দুর্দান্ত করছে। আশেপাশের খেলোয়াড়রা শেষবারের মতো পাস দেয় এবং সে এটাকে গোলে পরিণত করে। এছাড়া যখন আপনি গোলটি দেখেন, দেখবেন এটি দুর্দান্ত। এটি প্রথমার্ধে প্রথম

জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে টাইগাররা

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথম ম্যাচে হারের দুঃস্মৃতি ভুলে সিরিজ সমতায় শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে আজ কানপুরের গ্রিন পার্কে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামছে সফরকারী বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায়। পাকিস্তানের মাটিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশের সুখস্মৃতি নিয়ে ভারতের মাটিতে খেলতে নেমেছিলো বাংলাদেশ। কিন্তু ঘরের মাঠে ভারত যে অনেক কঠিন প্রতিপক্ষ সেটি প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথম টেস্টে ভারত ম্যাচের লাগাম নেওয়ার আগে মাত্র দুই সেশন লড়াই করতে পারে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ভারতের কাছে রেকর্ড ২৮০ রানের ব্যবধানে হারের লজ্জা পায় টাইগাররা। এই হারে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট জয় এখনও অধরাই আছে। কারণ এখন পর্যন্ত ভারতের বিপক্ষে ১৪ ম্যাচ খেলে ১২টিতে হার ও দু'টি ড্র করেছে বাংলাদেশ। কানপুরের উইকেট অনুকূলে থাকায় বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করার মিশনে ফেভারিট ভারতই। তাই সিরিজ হার এড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। কানপুরের উইকেট কালো মাটি দিয়ে তৈরি। এটি অনেকটা মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মতো। মিরপুরের মতো কানপুরের উইকেট ধীরগতির এবং নীচু প্রকৃতির। যা ভারতের চেয়ে বাংলাদেশি স্পিনারদের বেশি সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে ধসিয়ে দেওয়ার মূল কারিগর ভারতের দুই প্রধান স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজা। টার্নিং এবং স্পোর্টিং উইকেটে বেশি সাফল্য পেয়েছেন তারা। কিন্তু ধীরগতির উইকেটে বাংলাদেশীদের চেয়ে তাদের স্পিনারদের সাফল্যের মাত্রাটা কম। দ্বিতীয় টেস্টের আগে কানপুরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কারণ সাম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ঘটে যাওয়া হামলার প্রতিবাদে কিছু ডানপন্থী সংগঠন খেলা বন্ধের দাবী জানায়। এতে দু'দলকে তিন স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এটি বিচ্ছিন্ন বেষ্টনী, বাইরের বেষ্টনী এবং স্টেডিয়ামের আশেপাশে বেষ্টনী নিয়ে গঠিত। টেস্ট ম্যাচের জন্য বিভিন্ন শাখার এক হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য মোতায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দল : নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয়, জাকির হাসান, সাদমান ইসলাম, মোমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, মেহেদি হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, নাহিদ রানা, জাকের আলী অনিক, হাসান মাহমুদ, তাসকিন আহমেদ ও সৈয়দ খালেদ আহমেদ।

ভারত দল : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, সরফরাজ খান, ঋষভ পান্ত (উইকেটরক্ষক), ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র

নেইমারের মাঠে ফেরা নিয়ে দুঃসংবাদ দিলেন কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক : লম্বা সময় ধরে চোটের কারণে মাঠের বাইরে নেইমার জুনিয়র। সেই লম্বা সময়টা সম্ভবত আরো লম্বা হতে যাচ্ছে। চোটের সঙ্গে নেইমারের এই বন্ধুত্বের শেষটা কবে হয় সেটাই এখন দেখা বিষয়! ব্রাজিলিয়ান এই তারকার শিগগির ফেরার কোনো সম্ভাবনাও এখন আর দেখছেন না আল হিলাল কোচ জর্জে জেসুস। গত বছরের ১৬ অক্টোবর দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলার সময় চোটে পড়েন নেইমার। সেই চোটের পরই তার কোপা আমেরিকায় খেলা নিয়ে শঙ্কার কথা শোনা যায়। সেই আশঙ্কা সত্যিও হয়েছে। বাঁ-হাঁটুর অ্যান্টেরিয়ার ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় অস্ত্রোপচার করাতে হয় নেইমারকে। সেই চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াই চলছে তার এখনও। গত জুলাইয়ে অনুশীলনে ফেরেন নেইমার। সেই থেকে তার খেলায় ফেরা নিয়ে জাগে সম্ভাবনা। চলতি মাসে এই ফুটবলারকে পাওয়ার আশার কথা অগাস্টে শুনিয়েছিলেন আল হিলাল কোচ জেসুস। কিন্তু সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি উড়িয়ে দিলেন সেই সম্ভাবনা। তিনি বলেন, 'আল হিলাল ও লিগের জন্য নেইমার একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। সে কবে ফিরবে, সে বিষয়ে আমি নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না, তবে আমরা জানুয়ারিতে তার অবস্থা দেখব।' সৌদি প্রো লিগের দ্বিতীয়ভাগের জন্য আগামী জানুয়ারিতে নেইমারকে

মৌসুমের শুরুতেই জয়হীন ম্যানইউ

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপা লিগে নতুন মৌসুমে ভালো শুরু করতে পারলো না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। নেদারল্যান্ডসের ক্লাব এফসি টুয়েন্টির কাছে পয়েন্ট খুঁইয়েছে তারা। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। গত বুধবার রাতে ঘরের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ডে ৩৫ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের গোলে লিড নেয় ম্যানইউ। ৬৮ মিনিটে স্বাগতিকদের লিডকে অকার্যকর করে দেন টুয়েন্টির স্যাম ল্যামার্স। লিড হারানোর পর দারুণ একটি গোলের সুযোগ তৈরি করেন ম্যানইউর তারকা জসুয়া জির্কজি। কিন্তু টুয়েন্টির গোলরক্ষক লার্স আনারস্টল দুর্দান্ত সেভ দেন। শেষ সময়ে বাঁকানো শটে লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। কিন্তু অতিথি দলের রক্ষণ ভাঙতে পারেননি ম্যানইউর পর্তুগিজ তারকা। শেষ পর্যন্ত ১-১ সমতায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করে সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুই দলকে। এর আগে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল ম্যানইউ। এবার টুয়েন্টির মতো ক্লাবের কাছে পয়েন্ট খুঁইয়ে অনেকটাই চাপে পড়েছেন কোচ এরিক টেন হাগ। ম্যাচের পর খেলেয়াড়দের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন টেন হাগ। তিনি বলেন,

লাইফস্টাইল

৩ খাবার হতে পারে ক্যাভিটির কারণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : এমন কেউ কি আছে যে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পায় না? ক্যাভিটি হলো সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা যা আমাদের ডেন্টাল ক্লিনিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বাধ্য করে। আমরা প্রায় সবাই ক্যান্ডি এবং কোমল পানীয়ের মতো চিনিযুক্ত খাবার খাই, যে কারণে দাঁতে ক্যাভিটির সৃষ্টি হয়। তবে আরও কিছু খাবার রয়েছে যা দাঁতের ক্ষতি করতে পারে। সেগুলো দাঁতের ক্ষয় এবং এনামেল ক্ষয় করতে পারে, যার ফলে ক্যাভিটি এবং দাঁতের অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন ৩টি খাবার সম্পর্কে-

১. স্টিকি ক্যান্ডি : টফি, ক্যারামেল এবং আঠার মতো স্টিকি ক্যান্ডি আপনার দাঁতের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক। এই ক্যান্ডিগুলো দাঁতে আঁকড়ে থাকে এবং ব্রাশ করার মাধ্যমে অপসারণ করা কঠিন হয়ে যায়। এগুলো ব্যাকটেরিয়াগুলির জন্য একটি প্রজনন স্থল তৈরি করে যা ক্যাভিটির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ২. শুকনো খাবার : প্যাকেজ করা ওয়েফার এবং পাপড়ের মতো শুকনো খাবার চিনিযুক্ত খাবারের একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প বলে মনে হতে পারে, তবে এগুলো দাঁতের ক্ষয়েও অবদান রাখতে পারে। এই স্ন্যাকসগুলোতে উচ্চ স্টার্চ উপাদান রয়েছে, যা ব্যাকটেরিয়া বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলস্বরূপ দেখা দেয় ক্যাভিটি।

৩. স্পোর্টস ড্রিংকস এবং প্যাকেটজাত ফলের রস : এটি আপনার জন্য একটি শক হতে পারে, কারণ স্পোর্টস ড্রিংকস এবং প্যাকেজ করা ফলের রস স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে বাজারজাত করা হয়। যাইহোক, এই পানীয়গুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিনি এবং অ্যাসিড থাকে যা আপনার এনামেলকে দুর্বল করে দিতে পারে,

লিভারের জন্য ৫টি উপকারী খাবার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সুস্থ থাকার জন্য লিভারের সুস্থতা নিশ্চিত করা সবার আগে জরুরি। কারণ এটি শরীরের অন্যতম জরুরি কার্য সম্পাদন করে। লিভার আক্রান্ত হতে থাকলে তা শুরুর দিকে বুঝতে পারা যায় না। অনেক সময় যতদিনে লক্ষণ দেখা দেয়, ততদিনে দেরি হয়ে যায়। তাই আগেভাগেই লিভারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। সেজন্য ধূমপান, মদ্যপানসহ সব ধরনের বদ অভ্যাস বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি খেতে হবে এমন খাবার যা লিভারের জন্য উপকারী। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমন ৫টি খাবার সম্পর্কে- **লেবু পানি :** লেবুতে প্রচুর ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা লিভারকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। সকালে এক গ্লাস উষ্ণ লেবু পানি পান করলে তা পিত্ত উৎপাদনকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং লিভার থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে, এটি ধীরে ধীরে লিভারে জমে থাকা চর্বি কমাতে পারে। **অ্যালোভেরার রস :** অ্যালোভেরায় রয়েছে প্রদাহবিরোধী এবং ডিটক্সিফাইং বৈশিষ্ট্য যা লিভারের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পরিচিত। সকালে কাঁচা ১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরার রস পানিতে মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। এটি প্রাকৃতিক ডিটক্সিফিকেশন বাড়িয়ে ফ্যাটি লিভার কমাতে সাহায্য করবে এবং সঠিক বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপে সাহায্য করবে। **গ্রিন টি :** এই চায়ে ক্যাটেচিনের উচ্চ ঘনত্ব রয়েছে, যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা লিভারের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং চর্বি জমা কমায়। প্রতিদিন ২ থেকে ৩ কাপ গ্রিন টি খেলে চর্বি বিপাক প্রক্রিয়া সহজতর হতে পারে এবং লিভারের মধ্যে প্রদাহ কমাতে পারে, যার ফলে এটি ফ্যাটি লিভার রোগের চিকিৎসায় সহায়তা করে। **দারুচিনি :** দারুচিনি রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং লিভারে চর্বি জমা কমায়। আপনার লিভারের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে আপনার চা, কফি বা অন্যান্য খাবারে আধা চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া ব্যবহার করুন। এতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, তাই এর অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস করে। **কারি পাতা :** কারি পাতা হেপাটোপ্রোটেকটিভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের ঘনত্ব হ্রাসে অবদান রাখে। ৫-৭ টা তাজা কারি পাতা চিবানো বা প্রতিদিনের খাবারে যোগ করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এই অভ্যাসটি লিভারের

খেজুর ভেজানো পানি খেলে কী হয়?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : খেজুর সবচেয়ে জনপ্রিয় শুকনো ফলের মধ্যে অন্যতম। এর স্টিকি টেক্সচার এবং প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি স্বাদ সবাই পছন্দ করেন। সেইসঙ্গে এটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ, যা এই ফলকে প্রক্রিয়াজাত চিনির একটি চমৎকার বিকল্প করে তোলে। যদিও কেক বা স্মুদিতে খেজুরের ব্যবহার অনেকে জানেন, তবে আপনি কি কখনো খেজুর ভেজানো পানি পান করেছেন? খেজুরের পানি খেজুরের মতোই স্বাস্থ্যকর এবং যারা চিনিযুক্ত পানীয় এড়াতে চান তাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত বিকল্প। চলুন জেনে নেওয়া যাক খেজুর ভেজানো পানি পানের উপকারিতা সম্পর্কে- ১. হজমের স্বাস্থ্য ভালো রাখে : আপনি কি ইদানীং হজমের সমস্যায় ভুগছেন? যদি তাই হয়, তাহলে খেজুরের পানিতে চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করুন। এই শুকনো ফলটি ফাইবারের একটি চমৎকার উৎস, এটি আমাদের পরিপাকতন্ত্রের জন্য দারুণ করে তোলে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ (এনআইএইচ) দ্বারা প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, ২১ জন লোক যারা ২১ দিনের জন্য প্রতিদিন ৭টি খেজুর খেয়েছিল তাদের মল ফ্রিকোয়েন্সিতে উন্নতি হয়েছে। সুতরাং, আপনি যদি পেটফাঁপা এবং গ্যাসের মতো সমস্যাকে দূরে রাখতে চান তবে খেজুরকে আপনার নতুন সেরা বন্ধু করুন। ২. ত্বকের জন্য ভালো : স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল এবং তারুণ্যময় ত্বক এমন একটি জিনিস যা আমরা সকলেই কামনা করি। খেজুরের পানি অনায়াসে এই ইচ্ছা পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে। এনআইএইচ অনুসারে, মধ্যবয়সী নারীরা যারা ৫% খেজুরের কার্নেলযুক্ত স্কিন ক্রিম ব্যবহার করেছিলেন তাদের বলিরেখার উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। খেজুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যার মানে এর পানিও আপনার ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্ট করতে সাহায্য করবে। ৩. রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে : আপনি কি জানেন খেজুরের পানি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে? ডায়াবেটিস রোগীরা খেজুর খেতে পারেন, তবে তা সীমিত হতে হবে। খেজুরের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (এও) কম থাকে এবং এর পানিতে চুমুক দিলে তা আপনার মিষ্টি পানীয়ের লোভ কমাতে সাহায্য করতে পারে। মেডিসিনাল ফুড জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডায়াবেটিক ডায়েটে খেজুর যোগ করলে তা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং লিপিড প্রোফাইল উন্নত করতে সহায়তা করে। ৪. হার্টের স্বাস্থ্য ভালো : হ্যাঁ, খেজুরের পানি আপনার হার্টের জন্যও উপকারী হতে পারে! এনআইএইচ-এর মতে, খেজুর খাওয়ার অভ্যাস কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য, বিশেষ করে প্লাজমা লিপিডের মাত্রা উন্নত করতে পারে।